ফিক্বহী মাসআলায়

উৎকৃষ্ট মুক্তাদানা

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: রবিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরী

নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ (একশত আশি) টাকা

الدرر البهية في المسائل الفقهية

আদ-দুরারুল বাহীয়্যাহ ফিল মাসাঈলিল ফিক্বহীয়্যাহ

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان اليمني

মূল লেখক- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী আল ইয়ামানী।

অনুবাদঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম

المُراجعة: محمد عبد الله شاهد

সম্পাদনায়: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

মুহাদ্দিছ: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

- ❖ প্রকাশকের নিবেদন ১৩
- ❖ ইমাম আশ-শাওকানী রহিমাহুল্লাহর জীবনী ১৫
- ❖ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রচিত তামামুল মিন্না কিতাব হতে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ মূলনীতিসমূহ ২১
- ❖ নির্ভরযোগ্য ১০টি ফিকহী নীতিমালা ২৩

প্রথম পর্ব: পবিত্রতা

প্রথম অধ্যায়: পানির প্রকারভেদ ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: অপবিত্রতা

প্রথম পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতার বিধি বিধান ২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতা দূরীকরণ ৩১

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (পেশাব পায়খানা করার) বর্ণনা ৩১

চতুর্থ অধ্যায়: উযূ

প্রথম পরিচ্ছেদ: উযূর ফরযসমূহ ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উযূতে মুস্তাহাব বিষয়সমূহ ৩৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ৪০

পঞ্চম অধ্যায়: গোসল

প্রথম পরিচ্ছেদ: কখন গোসল ফরয হয়? ৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: গোসলের রুকন ও সুন্নাতসমূহ ৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কখন গোসল করা সুন্নাত? ৪৪

ষষ্ঠ অধ্যায়: তায়াম্মুম ৪৪

সপ্তম অধ্যায়: হায়য (ঋতুস্রাব) ও নিফাস (প্রসবোত্তর)

প্রথম পরিচ্ছেদ: হায়য (ঋতুস্রাব) ৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিফাস (প্রসবোত্তর) ৪৭

দ্বিতীয় পর্ব: ছ্বলাত

প্রথম অধ্যায়: ছ্বলাতের ওয়াক্তসমূহ ৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: আযান ও ইকামাত ৫২

তৃতীয় অধ্যায়: ছ্বলাতের শর্তসমূহ ৫৩

চতুর্থ অধ্যায়: ছ্বলাতের পদ্ধতি ৫৫

পঞ্চম অধ্যায়: কখন ছ্বলাত বাতিল হয় আর কাদের থেকে ছ্বলাত মাফ হয়ে যায়?

প্রথম পরিচ্ছেদ: ছ্বলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয আর কাদের থেকে তা মাফ হয়ে যায়? ৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: নফল ছ্বলাত ৬৬

সপ্তম অধ্যায়: জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায় করা ৬৮

অষ্টম অধ্যাম: সিজদায়ে সাহু ৭০

নবম অধ্যায়: ছুটে যাওয়া ছ্বলাতের কাযা করা ৭১

দশম অধ্যায়: জুমুআর ছ্বলাত ৭২

একাদশ অধ্যায়: দুই ঈদের ছ্বলাত ৭৩

দ্বাদশ অধ্যায়: ভয়ভীতির ছ্বলাত ৭৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়: সফরের ছ্বলাত ৭৫

চতুর্দশ অধ্যায়: চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ছ্বলাত ৭৬

পঞ্চাদশ অধ্যায়: বৃষ্টি প্রার্থনার ছ্বলাত ৭৭

তৃতীয় পর্ব: জানাযা

প্রথম পরিচ্ছেদ: মুমূর্ষ ব্যক্তির বিধি বিধান ৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মৃতকে কাফন দেয়া ৮০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জানাযার ছলাত ৮০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: লাশের পিছনে পিছনে চলা ৮২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মৃতকে দাফন করা ৮৩

চতুর্থ পর্ব: যাকাত

প্রথম অধ্যায়: পশুর যাকাত

প্রথম পরিচ্ছেদ: উটের নিছাবের পরিমাণ ৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: গরুর নিছাবের পরিমাণ ৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ছাগলের নিছাবের পরিমাণ ৮৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: (পশুকে) একত্রিত করা, বিচ্ছিন্ন করা এবং ওয়াকস সম্পর্কে ৮৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: সোনা ও রূপার যাকাত ৮৭

তৃতীয় অধ্যায়: উৎপাদিত ফসলের যাকাত ৮৮

চতুর্থ অধ্যায়: যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ ৮৯

পঞ্চম অধ্যায়: ছদাকাতুল ফিতর ৯০

পঞ্চম পর্ব: খুমুস (গণীমত বা গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা)।

গণীমত বা গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা ৯১

ষষ্ঠ পর্ব: ছিয়াম

প্রথম অধ্যায়: ছিয়ামের বিধি বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ: রমাদানের ছিয়াম ফরয হওয়া প্রসঙ্গে ৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ছিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ছিয়ামের কাযা করা ৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: নফল ছিয়াম

প্রথম পরিচ্ছেদ: যে ছিয়ামগুলো পালন করা মুস্তাহাব ৯৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যে ছিয়ামগুলো পালন করা মাকরূহ ৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যে ছিয়ামগুলো পালন করা হারাম ৯৯

তৃতীয় অধ্যায়: ই'তিকাফ ১০০

সপ্তম পর্ব: হাজ্জ

প্রথম অধ্যায়: হাজ্জের বিধি বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ: হাজ্জ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে ১০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিয়্যাতের মাধ্যমে কোন এক প্রকার হাজ্জকে নির্দিষ্ট করা ১০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ১০৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: তাওয়াফ করা অবস্থায় যে কাজগুলো করা হয় ১০৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ছাফা ও মারওয়াতে সাঈ করা ফরয ১০৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: হাজ্জের পদ্ধতি ১০৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার কুরবানীর মধ্যে যেটি সর্বোত্তম কুরবানী ১০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: পৃথকভাবে উমরাহ করা ১১০

অষ্টম পর্বঃ নিকাহ বা বিবাহ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিবাহের বিধি বিধান ১১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ হারাম বিবাহসমূহ ১১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ মহরের বিধি বিধান ১১৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বিছানা যার, সন্তান তার ১১৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ বিবাহে অলীমার বিধি বিধান ১১৭

নবম পর্বঃ ত্বলাক

প্রথম অধ্যায়ঃ বিভিন্ন প্রকার ত্বলাকের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ত্বলাক শরী'আত সম্মত হওয়া এবং তার বিধি বিধান ১১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ যার মাধ্যমে ত্বলাক কার্যকর হয় ১১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ খোলা ত্বলাকের বর্ণনা ১১৯

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঈলা (স্ত্রীর নিকট থেকে পৃথক থাকার শপথ করা) ১২০

চতুর্থ অধ্যায়ঃ যিহার ১২১

পঞ্চম অধ্যায়ঃ লি'আন ১২২

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ইদ্দত পালন সম্পর্কে

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন প্রকার ইদ্দত সম্পর্কে ১২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর জরায়ু মুক্ত করা সম্পর্কে ১২৪

সপ্তম অধ্যায়ঃ ভরণপোষণ সম্পর্কে ১২৫

অষ্টম অধ্যায়ঃ সন্তানকে দুধ পান করানো সম্পর্কে ১২৬

নবম অধ্যায়ঃ শিশুর লালন পালন সম্পর্কে ১২৭

দশম পর্ব: ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে

প্রথম অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার হারাম ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে ১২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: সুদ ১৩২

তৃতীয় অধ্যায়: ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা ১৩৩

চতুর্থ অধ্যায়: অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় ১৩৪

পঞ্চম অধ্যায়: ঋণ ১৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: শুফ'আহ বা অগ্রক্রয়ের অধিকার ১৩৫

সপ্তম অধ্যায়: ইজারা বা ভাড়া দেয়া ১৩৬

অষ্টম অধ্যায়: অনাবাদী জমির আবাদ করা এবং (শাসকের পক্ষ থেকে কারো জন্য) জমি বরাদ্ধ করা ১৩৮

নবম অধ্যায়: অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা ১৩৮

দশম অধ্যায়: বন্ধক রাখা সম্পর্কে ১৪০

একাদশ অধ্যায়: কোন বস্তু আমানত রাখা এবং ধার দেয়া ১৪০

দ্বাদশ অধ্যায়: জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা ১৪১

ত্রয়োদশ অধ্যায়: দাস দাসী মুক্ত করা ১৪২

চতুর্দশ অধ্যায়: ওয়াকফ সম্পর্কে ১৪৩

পঞ্চাদশ অধ্যায়: হাদিয়া বা উপহার দেয়া ১৪৫

ষোড়শ অধ্যায়: হিবা বা দান করা ১৪৫

একাদশ পর্ব: কসম সম্পর্কে

..... ১৪৬

দ্বাদশ পর্ব: নযর বা মানত সম্পর্কে।

..... ১৪৭

ত্রয়োদশ পর্বঃ খাদ্যদ্রব্য

প্রথম অধ্যায়ঃ হারাম খাদ্যদ্রব্য ১৪৯
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শিকার করা ১৫০
তৃতীয় অধ্যায়ঃ যবেহ করা ১৫১
চতুর্থ অধ্যায়ঃ আতিথেয়তা বা মেহমানদারী ১৫৩
পঞ্চম অধ্যায়ঃ খাবার খাওয়ার আদব ১৫৪

চতুর্দশ পর্বঃ পানীয় সম্পর্কে

..... ১৫৬

পঞ্চদশ পর্বঃ পোশাক পরিচ্ছদ

..... ১৫৮

ষোড়শ পর্বঃ কুরবানী

প্রথম অধ্যায়ঃ কুরবানীর বিধি বিধান ১৫৯
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আকীকার বিধি বিধান ১৬০

সপ্তদশ পর্বঃ চিকিৎসা

..... ১৬১

অষ্টাদশ পর্বঃ উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

..... ১৬২

উনবিংশ পর্বঃ দায়িত্ব গ্রহণ করা, জামিনদার হওয়া

..... ১৬৩

বিংশ পর্বঃ আপোস/মীমাংসা

১৬৩

একবিংশ পর্বঃ হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর ঋণ ন্যস্ত করা

১৬৪

দ্বাবিংশ পর্বঃ নিঃস্ব বা দেউলিয়া হওয়া সম্পর্কে

১৬৫

ত্রয়োবিংশ পর্বঃ পড়ে থাকা বস্তুর বিধান

১৬৬

চতুর্বিংশ পর্বঃ বিচার ফায়ছালা

১৬৭

পঞ্চবিংশঃ ঝগড়া বিবাদ, দলীল প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি।

১৬৮

ষষ্ঠবিংশ পর্বঃ দণ্ডবিধি

প্রথম অধ্যায়ঃ ব্যভিচারীর শাস্তি ১৭০

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ চুরির শাস্তি ১৭২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ (কারো ওপর ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়ার শাস্তি ১৭৩

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মদপানকারীর শাস্তি ১৭৪

পরিচ্ছেদঃ সাধারণ শাস্তি ১৭৪

পঞ্চম অধ্যায়: (আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের) বিরুদ্ধে লড়াইকারীর দণ্ড ১৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: যারা দণ্ড হিসেবে হত্যার যোগ্য ১৭৫

সপ্তবিংশ পর্ব: কিছাছ

১৭৬

অষ্টাবিংশ পর্ব: দিয়াত (রক্তপণ)

প্রথম অধ্যায়: দিয়াত-রক্তপণ ও আঘাত প্রাপ্তের বিধান ১৭৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: কাসামাহ বা খুনের ব্যাপারে কসম করা ১৮০

উনত্রিংশ পর্ব: অসিয়ত

১৮১

ত্রিংশ পর্ব: মীরাছ-উত্তরাধিকার

১৮১

একত্রিংশ পর্ব: জিহাদ এবং ভ্রমণ

প্রথম পরিচ্ছেদ: জিহাদের বিধি বিধান ১৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: গণীমতের বিধি বিধান ১৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বন্দী, গুপ্তচর এবং সন্ধি করার বিধি বিধান ১৮৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের বিধান ১৮৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: নেতৃত্বের বিধি বিধান সম্পর্কে ১৮৮

প্রকাশকের নিবেদন

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল।

অতঃপর, **'আদ-দুরারুল বাহীয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ফিক্বহীয়্যাহ'** সংক্ষিপ্ত পূর্ণাঙ্গ ফিক্বহ গ্রন্থ, যার লেখক ইমাম, ফক্বীহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী আল ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহ।

কুরআন, হাদীছের আলোকে লিখিত এ ফিক্বহ গ্রন্থটি ৩১ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখকের এ কিতাবটি নিয়ে আলেমগণ অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সগুেলোর মধ্যে উল্লখেযোগ্য-

১. রওদ্বাতুন নাদীয়া শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী রহিমাহুল্লাহ।

২. শারহুদ দুরারিল বাহিয়্যা ফিল মাসাঈলিল ফিক্বহিয়্যাহ-যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী

৩. আত-তাইসীরাত আল-ফিক্বহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী

৪. ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা-আবূল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রামাল্লী।

কুরআন ও হাদীছের আলোকে লিখিত অন্যান্য ফিক্বহ গ্রন্থ যেগুলো থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

১. আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব -মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক। এটির অনুবাদের কাজ চলছে।

২. আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয- আব্দুল আযিম ইবনে বাদাভী ইবনে মুহাম্মদ

৩. মিসকুল খিতাম শারহু উমদাতিল আহকাম-আবূ আব্দিল্লাহ যায়েদ

ইবনে হাসান ইবনে ছ্বলেহ আল-ওয়া-ছ্ববী

৪. ফাতহুল ‘আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিছী বুলূগিল মারাম- আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল ‘বাদানী

৫. ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ- আবূ মালিক কামাল ইবনে আস-সাইয়্যিদ সালিম

৬. আল-মাউসূআহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ আল-মুইয়াসসারাহ-হুসাইন ইবনে আওদাহ আল-ওয়াইশাহ

বি.দ্র. প্রাসঙ্গিক সংযোজন অংশগুলো উপরোক্ত কিতাবগুলো থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সকল সহযোগিদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যেন উত্তম প্রতদিান প্রদান করেন এ দু‘আ কামনা করছি।

প্রকাশক:

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

ইমাম আশ-শাওকানী রহিমাহুল্লাহর জীবনী

বংশ ও জন্মস্থান:

শাওকানী নিজেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ শাওকানী, সানআনী"।

الشوكاني: শব্দটি দ্বারা মূলত 'হিজরাতু শাওকান' নামক গ্রাম উদ্দ্যেশ্য, যা খাওলান গোত্রের কোনো এক শাখা গোত্রের নিবাস 'হামীয়াহ' এর অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের একটি গ্রাম, যেই গ্রামের মাঝে আর সানআ শহরের মাঝে একদিনের দূরত্ব। আর সানআনী শব্দটি দ্বারা সানআ শহরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, যেখানে তার পিতা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। 'হিজরাহ' (হিজরাতু শাওকান) অঞ্চলে জন্ম নেওয়ার পরে সেখানেই (সানআ শহরে) তিনি বড় হয়েছেন। বর্তমানে সানআ ইয়ামানের রাজধানী।

তার জন্ম ও লালনপালন:

শাওকানী তার আত্মজীবনী রচনায় নিজের জন্মতারিখ এর বর্ণনায় স্বীয় পিতার লিপি থেকে উদ্ধৃত করে বলেন: তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন – তার পিতার লিপিতে যেভাবে পেয়েছেন সেই অনুসারে – সোমবার দিবসের মধ্য-প্রহরে, যূল ক্বা'দাহ এর ২৮ তারীখে ১১৭৩ হিজরীতে। তার পিতা এবং তার নিজের পক্ষ থেকে এই উক্তির পরে তার জন্মতারিখ নিয়ে মতানৈক্যের কোনো সুযোগ নেই।

শিক্ষা জীবনে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ক্বুরআন হিফয করেছেন এবং ক্বুরআনের তাজবীদ আয়ত্ত করেছেন। তিনি অনেক বড় বড় মতনসমূহ (কোনো শাস্ত্রের মৌলিক কিতাবসমূহ) মুখস্থ করেছেন যখন তার বয়স দশের কোঠায়ও পৌঁছেনি। এরপরে তিনি বড়বড় শায়েখদের সঙ্গে মিলিত হন, তিনি ইতিহাস অধ্যায়ন ও সাহিত্যের মাজলিসসমূহে অত্যধিক ব্যস্ত থাকতেন।

আর যখন আমরা জানতে পারলাম, তিনি বিশ বছর বয়সে ইফতা (ফতওয়া প্রদান করা) এর নেতৃত্বের আসন লাভ করেছেন, তখন বুঝতে পারলাম, এই ছাত্রের ছাত্রজীবন কেমন ছিল, যাকে তার পিতা কখনোই ইলম ছাড়া অন্য

কোনো বিষয়ে ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ দেননি, যেমনিভাবে তাকে কখনোই তার বাবা সানআ থেকে বের হওয়ার সুযোগ দেননি।

দিনে ও রাতে তার দারসের সংখ্যা ছিল প্রায় তেরটি: যেগুলোর কিছু ছিল এমন: যা তিনি তার শায়েখদের থেকে গ্রহণ করতেন। কিছু দারস ছিল এমন: যা তার ছাত্রগণ তার কাছ থেকে গ্রহণ করত, এভাবেই এক মেয়াদকাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

শাওকানী বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন, ফিক্বহ ও উসূলুল ফিক্বহ, হাদীছ, ভাষা, তাফসীর, সাহিত্য ও মানত্বেক্ব ইত্যাদি শাস্ত্রের অনেকগুলো এমন কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো তিনি বিখ্যাত আলেমদের সম্মুখে সংশোধন ও তাহক্বীক্বের উদ্দেশ্যে পাঠ করেছেন।

শিক্ষা জীবন:

(ইলম অর্জনের পথে) তার প্রখর মেধা ও সঞ্চারণশীল সভ্যতা তাকে হাদীছ ও উ'লূমুল হাদীছ, ফিক্বহ ও উসূলুল ফিক্বহ সহজেই আয়ত্ত করে ত্রিশ বছরের পুর্বেই তাক্বলীদ এর শিকল থেকে মুক্তিলাভ করা ও ইজতিহাদের দিকে মনোনিবেশ করতে সহযোগিতা করেছে।

এরপূর্বে তিনি ছিলেন যায়দীয়্যাহ মতবাদের অনুসারী, পরবর্তীতে তিনি মহা মনীষীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাক্বলীদ পরিত্যাগ করে কিতাব-সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ এর ভিত্তিতে নিঃসৃত বিধিসমূহকে আঁকড়ে ধরার আন্দোলনের মহানায়ক ছিলেন। আর এই কারণেই তিনি আধুনিক যুগের প্রথম সারির মুজাদ্দিদগণের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন। আর ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যারা আধুনিক যুগে মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করার মহা সংগ্রামে নাম লিখিয়েছেন।

তিনি প্রাণহীনতার চাপ ও তাক্বলীদের অন্যায়কে ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, যা চতুর্থ হিজরী পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর (ঈমানের) উপর মরিচা ধরিয়ে দিয়েছিলো এবং 'আক্বীদাহকে ওলটপালট করার ক্ষেত্রে, বিদ'আহ এর বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে, বানোয়াট ও কুসংস্কারমূলক ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং দীনি শিক্ষা থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও ধ্বংসাত্মক ও পাপাচারমূলক বিষয়াবলীর প্রতি নিবেদিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যে বিষয়গুলো তাকে তাক্বলীদ ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে ক্বলম ধরতে ও মুখে বলতে বাধ্য করেছিল, আর তার জীবন স্থির হয়ে গিয়েছিল এ জাতীয় ভ্রান্ত বানোয়াট মতবাদগুলোর সংস্কার এবং এ জাতীয় বাত্বিল আক্বীদাগুলো সংশোধনের চেষ্টায়। আমারা যথাসম্ভব এই ইলমী জীবনের দূরত্বের মাত্রাসমূহকে তিনটি লক্ষবস্তুতে বিভক্ত করে বর্ণনা করার চেষ্টা করব:

১. ইজতিহাদ করার এবং তাক্বলীদ পরিত্যাগের আহবান।

২. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের যুগে বিদ্যমান সালাফদের অকৃত্রিম আক্বীদাহ এর পথে আহবান।

৩. ইসলামী আক্বীদাহ এর সাথে সাংঘর্ষিক প্রতিটি বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আহবান।

আর এই সকল আহবানের মূলে রয়েছে- জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের উপযুক্ত বাস্তবায়ন।

বিচার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ:

মুছত্বফা ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরীর ১২০৯ তম বর্ষে ইয়েমেনের প্রধান ক্বাযী ইয়াহয়া ইবনে ছ্বলিহ আশ-শাজারী আস-সুহূলী মৃত্যুবরণ করেন, তিনি ছিলেন সাধারণ ও বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই ছিলেন সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তি, তিনিই ছিলেন বাদশাহ ও মন্ত্রণালয়ের পরামর্শদাতা।

শাওকানী বলেন: আমি সেই সময়ে ইজতিহাদ ও ইফতা বিষয়ক শাস্ত্রগুলোর দারস প্রদান ও লেখনীর কাজে ব্যস্ত ছিলাম, মানুষের থেকে দূরে থাকতাম। বিশেষতঃ শাসকবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে, কেননা আমি তাদের কারো সাথে কোনোভাবেই মিলিত হতাম না, আর ইলম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমার কোনো প্রকার আগ্রহ ছিল না।

এরপরে উক্ত ক্বাযীর মৃত্যুর পরে প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমি তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আমার ছাত্রদের ব্যতীত আর কারোর কথা কল্পনা করিনি।

অতঃপর আমি মহামান্য প্রধান বিচারকের এই পদের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য যখন গেলাম, আমাকে জানানো হল যে, উক্ত বিচারকের

পদে আমার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, তখন আমি আমার ইলমের সাথে ব্যস্ত থাকার কথা জানালাম, তখন তিনি (প্রধান শাসক, যাকে তৎকালে খলীফা বলা হতো) বললেন: উভয় কাজই আপনি একত্রে সমাধান করতে পারবেন।

আর বিচারকমণ্ডলী যেই দুই দিবসে শাসকের দরবারে একত্রিত হন, সেই দুই দিবসে দরবারে আসা বিবাদসমূহের মীমাংসা করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি। তাই আমি বললাম: আমি আল্লাহর নিকট ইস্তিখারাহ করবো এবং গুণীজনের নিকট থেকে পরামর্শ নিবো, আর আল্লাহ তা'আলা যা নির্বাচন করেন, তাতে নিঃসন্দেহে কল্যাণ নিহিত আছে,

এরপরে যখন আমি তার কাছ থেকে চলে আসলাম, এক সপ্তাহ পর্যন্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম, কিন্তু আমার নিকট আগত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন এমন, যারা সানআ শহরের মানুষের নিকট আলেম বলে পরিচিত, তারা সকলেই একমত হয়ে বললেন, আপনার জন্য হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়া ওয়াজিব। কারণ, তারা এই বড় পদ - যা ইয়েমেনের সর্বস্তরের মানুষের শারঈ বিধিবিধানের কেন্দ্রবিন্দু - এই ইলম ও দীনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয়, এমন ব্যক্তির অনুপ্রবেশের ভয় পাচ্ছিলেন।

যে কারণে আমি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তারই উপর ভরসা করে এই মহান দায়িত্ব কবুল করে নিলাম। আমি আল্লাহর নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেনো তার শক্তি ও সাহায্য দ্বারা আমাকে তার সন্তুষ্টির পথের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আমার মাঝে আর আমার সমূহ অপরাধের মাঝে যেন দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। আমার জন্য যেন তিনি কল্যাণ অর্জন সহজ করে দেন, চাই তা যেখানেই থাকুক না কেনো। আমার থেকে যেনো তিনি সকল অকল্যাণ দূর করে দেন। আর আমাকে যেনো তিনি ন্যায়ের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আর আমার জন্য যেনো তিনি দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত এমন কাজ নির্বাচন করে দেন।

এছাড়াও আল্লামা শাওকানী বিচারকার্যে নিয়োজিত হওয়ার মাঝে সুন্নাহ এর প্রচার, বিদ'আহ এর মূলোৎপাটন এবং সালাফদের পথে আহবান করার বড় সুযোগ দেখেছিলেন। যেমনিভাবে তিনি দেখেছিলেন বিচারকের এই গুরু পদ তাকে লক্ষ্য করে ধেয়ে আসা অনেক ঝড়-ঝাপটা থেকে অচিরেই তাকে সহযোগিতা করবে এবং তার অনুসারীদের জন্য তার সরল মতাদর্শগুলোকে ও তার সঠিক মত ও পথকে প্রচার করার কাজকে সহজ করে দিবে।

ঐ তিনজন শাসক, যাদের আমলে আল্লামা শাওকানী গুরু বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত তাকে কখনো বরখাস্ত করা হয়নি, তারা হলেন:

১. আল মানছুর আলী ইবনুল মাহদী আব্বাস, যিনি ১১৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত ২৫ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

২. তারই (প্রাক্তন খলীফা) সন্তান আল মুতাওাক্কিল আলী ইবনে আহমাদ ইবনে আল মানছুর আলী, যিনি ১১৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২৩১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত প্রায় ৭ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

৩. আল মাহদী আব্দুল্লাহ, যিনি ১২০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২৫১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত ২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

শাওকানীর বিচারকের পদ গ্রহণ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অনেক বড় অর্জন ছিল। কারণ, তিনি সুস্পষ্টরূপে ন্যায়বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যালেমের থেকে নিয়ে মাযলুমকে তার যথাযথ হক্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, ঘুষ (সমাজ থেকে) বিদূরীত করেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে হালকা করে দিয়েছেন এবং মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আহবান করেছেন। তবে এই দায়ভার তাকে তার ইলমী তাহক্বীক্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যা স্পষ্টতই বোঝা যাবে, যখন কোনো ব্যক্তি তার বিচারকের দায়ভার গ্রহণের পূর্বের ও পরের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করবে, তখন সে স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাবে।

তার লিখিত গ্রন্থসমূহ:

১. আদ্দারারিল মুদ্বীয়্যাহ শারহুদ্দুরারিল বাহীয়্যাহ ফিল মাসায়িলিল ফিক্বহীয়্যাহ (الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية)

২. ওয়াবলুল গমাম আলা শিফা'য়িল উওয়াম (وبل الغمام على شفاء الأوام)

৩. আদাবুত ত্বলাব ওয়া মুন্তাহাল আরাব (أدب الطلب، ومنتهى الأرب)

৪. আস-সায়লুল জাররার আল-মুতাদাফফিক্ব আলা হাদা'য়িক্বিল আযহার (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)

৫. আল ফাওয়া'ইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওদ্বূ'আহ

৬. দাররুস সাহাবাহ ফী মানাক্বিবিল ক্বারাবাতি ওয়াছ্ব ছ্বাহাবাহ

৭. আল বাদরুত্ব ত্বালি' বি মাহাসিনা মিম বা'দিল ক্বরনিস সাবি'

৮. ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইলমিল উসূল (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول)

৯. তুহফাতুয যাকিরীন বি'ইদ্দাতিল হিছ্বনিল হাছ্বীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালিন

১০. ক্বত্বরুল ওয়ালী আলা হাদীসিল ওয়ালী, অথবা বিলায়াতুল্লহি ওয়াত্ব ত্বরিক্বু ইলাইহা

১১. নায়লুল আওত্বার মিন আসরারি মুন্তাক্বাল আখবার (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)

১২. ফাতহুল ক্বাদীর আল জামে' বায়না ফান্নাইর রিওয়ায়াহ ওয়াদ্দিরায়াহ মিন ইলমিত তাফসীর

১৩. আল ফাতহুর রাব্বানী মিন ফাতাওয়া আশ-শাওকানী

১৪. আল-ক্বওলুল মুফীদ ফি আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد)-মাকতাবাতুস সুন্নাহ হতে অনূদিত

মৃত্যু: তিনি ১২৫০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রচিত তামামুল মিন্না কিতাব হতে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ মূলনীতিসমূহ

যে ব্যক্তি সুন্নাহর বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করতে চায়, সে এই মূলনীতিগুলোর মুখাপেক্ষী, বিশেষ করে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এগুলো আবশ্যক।

প্রথম মূলনীতিঃ শায হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা। শায হাদীছ হলো গ্রহণযোগ্য বিশ্বস্ত কোন রাবীর বর্ণনা, মুহাদ্দীছগণের নিকট নির্ভরযোগ্য, তার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীত বর্ণনা।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ মুযত্বরাব হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা। যে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীদের বৈপরিত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, বৈপরিত্যের মাঝে কোন ধরনের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয়, তখন সেই হাদীছকে মুযত্বরাব হাদীছ বলে।

তৃতীয় মূলনীতিঃ মুদাল্লাস হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা। যে হাদীছকে একজন রাবী তার শাইখের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, অথচ তিনি তা তার এই শাইখের নিকট থেকে শুনেননি। যদিও তিনি অন্য অনেক হাদীছ এই শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন। এরকম হাদীছকে 'মুদাল্লাস' হাদীছ বলে।

চতুর্থ মূলনীতিঃ মাজহূল রাবীর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা। যে রাবীর নাম ও অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না তাকে মাজহূল বলা হয়।

পঞ্চম মূলনীতিঃ ইবনু হিব্বান (রহি) এর (কোন রাবীকে) বিশ্বস্ত বলার ওপর নির্ভর না করা।

ষষ্ঠ মূলনীতিঃ (কোন হাদীছের) রাবীগুলো 'রিজুলুছ ছহীহ' (যে রাবীদেরকে ইমাম বুখারী তার ছহীহ বুখারীতে এবং ইমাম মুসলিম তার ছহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন) **হলেই সেই হাদীছ ছহীহ হয় না।**

সপ্তম মূলনীতিঃ (কোন হাদীছ সম্পর্কে) আবূ দাউদ (রহি) এর নীরব থাকার ওপর নির্ভর না করা।

অষ্টম মূলনীতিঃ 'আল জামিউছ ছগীর' কিতাবে ইমাম সুয়ূতীর সংকেত চিহ্নকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না।

নবম মূলনীতিঃ 'আত তারগীব' কিতাবে ইমাম মুনযিরী (রহি) এর কোন হাদীছের ব্যাপারে নীরব থাকাটাই সেই হাদীছকে শক্তিশালী বলা উদ্দেশ্য নয়।

দশম মূলনীতিঃ অনেক সূত্রের মাধ্যমে হাদীছ শক্তিশালী হয়, এটি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়।

একাদশ মূলনীতিঃ যঈফ হাদীছের দুর্বলতা বর্ণনা করা ছাড়া সেটি বর্ণনা করা জায়িয নয়।

দ্বাদশ মূলনীতিঃ 'ফাযায়েলে আমল' সম্পর্কে বর্ণিত যঈফ হাদীছের ওপর আমল পরিত্যাগ করা।

ত্রয়োদশ মূলনীতিঃ যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে ইত্যাদি।

চতুর্দশ মূলনীতিঃ ছহীহ হাদীছের ওপর আমল করা ফরয, যদিও অন্য কেউ সেই অনুযায়ী আমল না করে।

পঞ্চাদশ মূলনীতিঃ কোন একজনের উদ্দেশ্যে শরী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন আদেশ আসলে তা উম্মতের সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

নির্ভরযোগ্য ১০টি ফিকহী নীতিমালা

ফাতহুল ‘আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিছী বুলূগিল মারাম- আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল ‘বাদানী

১. কর্মসমূহ উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। অতএব প্রত্যেক কাজে নিয়্যাত আবশ্যক: কারণ হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের কারণে সেগুলোর ফলাফল ও শারঈ বিধিবিধানের পার্থক্য হয়। এই মূলনীতির দলীল হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী। তিনি বলেন,

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

আর কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে এই জমিনে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে। আর কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে মুহাজির হয়ে বের হবার পর তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর ওপর । (সূরা আন নিসা ৪:১০০)

আরো দলীল হলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত উমার ইবনে খাত্তাব (রা) এর হাদীছ। যাতে আছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

প্রত্যেক কাজ নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেকে সেটাই পায় যার জন্যে সে নিয়্যাত করে। (ছহীহ বুখারী, হা/১, ছহীহ মুসলিম, হা/২৮)। এই মূলনীতির পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহতে আরো অনেক দলীল বিদ্যমান।

২. কারো ক্ষতি করাও বৈধ নয়, আর নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও বৈধ নয়: এর অর্থ হলো যেসব কথা ও কাজে অন্যায়ভাবে অন্যের ক্ষতি হয় সেসব কাজকে শরী‘আত হারাম করেছে।

এই মূলনীতির দলীল হলো নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী যাতে তিনি বলেছেন,

لا ضرر ولا ضرار

কারো ক্ষতি করাও বৈধ নয়, আর নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও বৈধ নয়। (অন্য সমর্থক হাদীছ থাকার কারণে হাদীছটি হাসান। ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪১, মুসনাদে আহমাদ-১/৩১৩)

৩. কঠিনই সহজকে নিয়ে আসে: এর অর্থ হলো যেসব বিধিবিধান পালন করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজের ওপর বা তার সম্পদে কষ্ট ও জটিলতা তৈরি হয় শরী'আত সেগুলোকে সহজ করেছে। আর সেটি হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী তা পালন করবে। এই মূলনীতির দলীল হলো আল্লাহ ত'আলার বাণী। তিনি বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে সহজ চান, তিনি তোমাদের জন্যে কঠিন চান না। (সূরা আল বাকারা ২:১৮৫)। তিনি আরো বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। (সূরা আল হাজ্জ ২২:৭৮)

৪. সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসকে দূর করতে পারে না: এর অর্থ হলো নিশ্চিত ও স্পষ্ট দলীল ছাড়া শুধু সন্দেহের কারণে দৃঢ় বিশ্বাসকৃত বিষয়টিকে ছেড়ে দেয়া যাবে না।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা) এর হাদীছটি এই মূলনীতির দলীল। তাতে আছে, একদা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয় যে ছলাতের মধ্যে (পায়খানার রাস্তা দিয়ে) কিছু বের হয়। তিনি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শব্দ শোনা বা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সে যেন বের হয়ে না যায়। (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৭,)। ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে এরকম হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮)

৫. (স্পষ্ট কুরআন ও সুন্নাহ না থাকলে) লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করা হবে: অর্থাৎ লেনদেন ও আদান প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব রীতিতে মানুষ অভ্যস্ত সেসব রীতিই লেনদেনের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে যেখানে স্পষ্ট শরী'আতের ও ভাষাগত দিকদিয়ে দলীল নেই সেখানে প্রচলিত রীতি নীতিকেই গ্রহণ করা হবে।

এই মূলনীতির দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী, তিনি বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। (সূরা আন নিসা ৪:১৯)

তিনি আরো বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। (সূরা আল বাকারা ২:২২৮) । তিনি আরো বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর পিতার দায়িত্ব হলো যথাবিধি সন্তানের মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সূরা আল বাকারা ২:২৩৩) ।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহকে বলেছিলেন,

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك

ন্যায়সংগতভাবে আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে গ্রহণ করো যেটা তোমার আর তোমার সন্তানের জন্যে যথেষ্ট হবে। (ছহীহ বুখারী, হা/২২১১, ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪)

৬. কুরআন ও সুন্নাহকে 'আম বা সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করা হবে। তবে যদি খাছ বা নির্দিষ্ট হওয়ার দলীল থাকে তবে খাছ অর্থই গ্রহণ করা হবে।

এই মূলনীতির দলীল হলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বারা ইবনে আযেব (রা) এর হাদীছ। তাতে আছে,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়' (সূরা আন নিসা ৪:৯৫)

এই আয়াত যখন নাযিল হলো তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ (রা) কে ডেকে তা লিখতে বললেন। এমন সময় ইবনে উম্মে

মাকতুম (রা) এসে তার ওজরের বিষয়ে অভিযোগ করলেন। তখন غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ 'যারা অক্ষম নয়' এই অংশটুকু নাযিল হলো। (ছহীহ বুখারী, হা/২৮৩১, ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৯৮)

৭. যেসব ইবাদত স্বত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ সেই ইবাদত কেউ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবেঃ এর উদাহরণ হলো ঈদের দিন ছিয়াম রাখা ও নিষিদ্ধ সময়ে ছলাত আদায় করা নিষেধ।

আর অন্য কোন কারণে ইবাদত নিষিদ্ধ হওয়ার উদাহরণ হলো স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল ছিয়াম রাখা নিষেধ।

এই মূলনীতির দলীল হলো ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রা) হাদীছ। তাতে আছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد

কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তবে সেটা বর্জনীয়। (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮,)

৮. ইবাদতের মূল হলো হারাম হওয়া। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন সেগুলোই শুধু জায়েয হবেঃ এর অর্থ হলো ইবাদত হলো তাওক্বীফীয়্যাহ বা সুনির্দিষ্ট। অতএব যেসব ইবাদত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আর আল্লাহ তা'আলা যেই পদ্ধতিতে চেয়েছেন সেই পদ্ধতিতেই হতে হবে।

এই মূলনীতির দলীল হলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রা) হাদীছ। তাতে আছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد

কেউ যদি এমন কিছু উদ্ভাবন করে যেটা আমাদের দীনে নেই তবে সেটা বর্জনীয়। (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)

৯. ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল হলো তা হালাল হওয়া। অতএব আল্লাহ ও তার রসূল যেগুলো হারাম করেছেন সেগুলো ব্যতীত অন্যগুলো হালালঃ এর দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

আল্লাহ তা'আলা এই জমিনের সবকিছু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল বাকারা ২:২৯) তিনি আরো বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

হে নাবী আপনি বলুন, আল্লাহ নিজের বান্দাদের জন্যে যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? (সূরা আল আরাফ ৭:৩২)

১০. শরী'আত অনুমোদিত কাজে ক্ষতিপূরণ নেই: এর অর্থ হলো যেসব কাজ শরী'আত অনুমোদন করেছে, তাতে যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় তবে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। (যেমন, কুপ খনন করার পরে কেউ যদি তাতে পড়ে মারা যায় তবে কুপের মালিকের ওপর কোন ক্ষতিপূরণ নেই।)

এই মূলনীতির দলীল হলো, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আলী (রা) এর হাদীছ। তাতে আছে, আলী (রা) বলেন, আমি কাউকে শরীয়তের দণ্ড দেয়ার সময় সে তাতে মারা গেলে আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু মদপানকারী মারা গেলে আমি তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকি। কারণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদপানকারীর শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি। (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৭৮)

এটা জেনে রাখা দরকার যে, ফিকহী নীতিমালা দিয়ে দলীল পেশ করার আগে সেগুলোকেই দলীল দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। আর সেই দলীল প্রমাণে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ওপর নির্ভর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা আল আরাফ:৩)।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতকে কখনোই গোমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না। ইমাম হাকিম ইবনে আব্বাস থেকে ছহীহ সনদে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহর ভূমিকা

আমি সেই সত্তার প্রশংসা করছি, যিনি আমাদেরকে দীনের জ্ঞানার্জনের আদেশ করেছেন, আর সেই সত্তারই শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে রসূলগণের নেতা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শসমূহ অনুসরণের পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আমি ছালাত ও সালাম পেশ করছি বিশ্বস্ত রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তার পবিত্র পরিবার পরিজনের ওপর এবং তার সম্মানীত ছাহাবীগণের ওপর।

الكتاب الأول: كتاب الطهارة

প্রথম পর্বঃ পবিত্রতা

[الباب الأول] : [أقسام المياه]

প্রথম অধ্যায়ঃ পানির প্রকারভেদ

- ❖ পানি পবিত্র ও পবিত্রকারী।[১]
- ❖ পানির এই বৈশিষ্ট্যই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অপবিত্র কোন কিছুর কারণে তার গন্ধ বা রং বা স্বাদের কোন পরিবর্তন না হবে।[২]
- ❖ পানি তখনই তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য (পবিত্রকারী) হারাবে, যখন কোন পবিত্র বস্তু তাতে পড়ে তা পরিবর্তন হয়ে সাধারণ পানি নাম আর থাকবে না (যেমন চা, কফি, শরবত ইত্যাদি। এগুলো পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারবে না)।[৩] এই বিধানে পানির পরিমাণ কম

---

[১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৮, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৬।

[২] এ বিষয়ে ইজমা আছে। ইবনে মুনজির- আল ইজমা, ইমাম নববী-মাজমূ, ইবনে কুদামা-মুগনী।

[৩] অধিকাংশ (জমহুর) আলেমের মতে, পানি তিন প্রকারঃ

না বেশি, দুই কুল্লার বেশি না তার চেয়ে কম, চলমান না আবদ্ধ, ব্যবহৃত না অব্যবহৃত এগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।[৪]

[الباب الثاني: النجاسات]

দ্বিতীয় অধ্যায়: অপবিত্রতা

[الفصل الأول: أحكام النجاسات]

প্রথম পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতার বিধি বিধান

নাপাক বস্তুগুলো হলো:

১-২. মানুষের সর্বপ্রকার মল ও মূত্র,[৫] তবে দুগ্ধপানকারী ছেলে শিশুর[৬] মূত্র নাপাক নয়।

৩. কুকুরের লালা[৭]

ক. ত্বহুর (الطهور): যেই পানি পবিত্র হওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও পবিত্র করতে পারে।

খ. ত্বহির (الطاهر): যেই পানি পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে না।

গ. নাজাস (النجس): যেই পানি পবিত্র নয়, আর অন্যকেও পবিত্র করতে পারে না। ফাতহুল আল্লাম।

[৪] পানির সাথে নাপাকি মিশ্রিত হওয়ার কারণে যদি পানির কোন একটি বৈশিষ্ট্য (গন্ধ বা রং বা স্বাদ) পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে পানি অবশ্যই নাপাক হয়ে যাবে।

[৫] আবূ দাউদ হা/৩৮৫-৩৮৬, ছুহীহ লি গাইরিহী, ছুহীহ বুখারী হা/২২১, ছুহীহ মুসলিম হা/২৮৪, তিরমিযী হা/১৪৮, ইবনে মাজাহ হা/৫২৮।

[৬] মেয়ে শিশুদের পেশাব ধৌত করতে হবে এবং ছেলে শিশুদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। ছুহীহ লিগায়রিহী, আবূ দাউদ হা/৩৭৬, নাসাঈ ১/১৫৮; ইবনে মাজাহ হা/৫২৬। দুগ্ধপানকারী পুরুষ শিশুসন্তানদের মূত্র নাপাক। তবে এটি নাপাক হলেও পবিত্রতার ক্ষেত্রে এর বিধান অন্যান্য নাপাকির তুলনায় শিথিলযোগ্য। দুগ্ধপানকারী শিশু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন শিশু, যে সম্পূর্ণরূপে দুধপানের উপরই নির্ভরশীল। আত-তাইসীরাত আল ফিক্বহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল বাহীয়্যাহ।

৪. (হারাম) পশুর মল[৮]

৫. হায়যের রক্ত[৯]

৬. শূকরের গোশত ।[১০]

[৭. ওদি: পেশাব বা পায়খানা করার সময় পুরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়][১১]

[৮. মযি: কাম উত্তেজনা বশত পুরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়][১২]

[৯. মৃত প্রাণী: যা যবেহ করা ছাড়াই মৃত্যু হয়েছে বা শারঈভাবে যবেহ করা হয়নি ।][১৩]

এছাড়া আর যত প্রকারের নাপাক বস্তু আছে, সেগুলো মতভেদপূর্ণ ।[১৪]

❖ প্রতিটি বস্তুর মূল অবস্থা হল তা পবিত্র। সুতরাং কোনো বস্তুই অপবিত্র হবে না সঠিক প্রমাণ ব্যতীত, যে প্রমাণ এর বিপরীতে তার সমপরিমাণ অথবা তার চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ না থাকবে।

---

[৭] ছহীহ মুসলিম হা/২৭৯

[৮] ছহীহ বুখারী হা/১৫৬, তিরমিযী হা/১৭, ইবনে মাজাহ হা/১১৪। যেসব পশুর গোস্ত হালাল সেগুলোর মল -মূত্র পবিত্র। ছহীহ বুখারী হা/২৩৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭১।

[৯] আবূ দাউদ হা/৩৬০-৩৬১, ছহীহ, ছহীহ বুখারী হা/৩০৭, ছহীহ মুসলিম হা/২৯১, তিরমিযী হা/১৩৮।

[১০] সূরা আল আন-আম ৬:১৪৫

[১১] আল মাজমূ ২/৫৫২, ওদি ও মযি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা আছে। সুনানুল কুবরা ১/১১০, হাসান। ছহীহ বুখারী হা/২৬৯, ছহীহ মুসলিম হা/২৯১। সংযুক্ত করা হয়েছে।

[১২] ছহীহ, ছহীহ বুখারী হা/২৬৯, ছহীহ মুসলিম হা/৩০৬, সংযুক্ত করা হয়েছে।

[১৩] ছহীহ মুসলিম হা/৩৬৬, তিরমিযী হা/১৭২৮, ইবনে মাজাহ হা/২৬০৯। সূরা আল আন-আম ৬:১৪৫, সংযুক্ত করা হয়েছে।

[১৪] মনি/বীর্য পবিত্র, রক্ত পবিত্র, মদ পবিত্র। প্রত্যেক হারাম বস্তু অপবিত্র নয়, কিন্তু প্রত্যেক অপবিত্র বস্তু হারাম। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া, আত-তাইসীরাত আল-ফিক্বহীয়্যাহ।

[الفصل الثاني: تطهير النجاسات]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ অপবিত্রতা দূরীকরণ

- ❖ ধৌত করার মাধ্যমে অপবিত্রতা হতে পবিত্র হয়, যাতে কোন চিহ্ন, রং, গন্ধ এবং স্বাদ থাকে না।
- ❖ জুতা মুছে ফেলার মাধ্যমেই পবিত্র হয়।
- ❖ অপবিত্রতা তার অবস্থা থেকে পরিবর্তন হলেই তা পবিত্র হয়ে যায়। (যেমন মানুষের পায়খানা রোদ্রের কারণে মাটিতে পরিণত হওয়া, কোন মৃত পশুর চামড়া পুড়িয়ে ছাই এ পরিণত করা ইত্যাদি)। কেননা তাতে নাজাসাতের হুকুম প্রয়োগ হয় এমন কোন বৈশিষ্ট্য আর থাকে না।
- ❖ আর যেই অপবিত্রতা ধৌত করা সম্ভব নয়, সেটি পবিত্র হবে তার ওপর পানি ঢালার মাধ্যমে অথবা সেখান থেকে তা তুলে ফেলার মাধ্যমে যাতে সেখানে নাজাসাতের কোন চিহ্ন না থাকে।
- ❖ পবিত্র করার ক্ষেত্রে পানিই হলো মূল। সুতরাং শরী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই পানির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

[الباب الثالث : باب قضاء الحاجة

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (পেশাব পায়খানা করার) বর্ণনা।

- ❖ যে ব্যক্তি পেশাব পায়খানা করবে তার কর্তব্য হলোঃ
  1. যমীনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা
  2. দূরবর্তী কোন স্থানে যাওয়া অথবা পায়খানায় প্রবেশ করা
  3. কথাবার্তা না বলা এবং
  4. সম্মানীয় (কুরআন বা হাদীছের কোন কিতাব ইত্যাদি) কোন কিছু সাথে না নিয়ে যাওয়া

৫. যেখানে পেশাব পায়খানা করতে শরী'আত ও প্রচলিত রীতি নীতিতে নিষেধ আছে সেস্থানে পেশাব পায়খানা করা থেকে দূরে থাকা

৬. কিবলার দিকে মুখ করে অথবা পিঠ ফিরে না বসা।

৭. তিনটি পবিত্র পাথর দ্বারা অথবা তার স্থলাভিষিক্ত অন্য কিছু দ্বারা ইস্তেজমার (কুলুখ) করা।

৮. পেশাব পায়খানার সময়ে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া মুস্তাহাব।[১৫]

৯. পেশাব পায়খানা শেষ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তার প্রশংসা করা[১৬] মুস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

পেশাব পায়খানা করার আদবঃ

১. জনসাধারণের সান্নিধ্য থেকে দূরে এবং আড়ালে যেতে হবে, বিশেষত খোলা জায়গা হলে।[১৭]

২. মলমূত্র ত্যাগ করার সময় ক্বিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখবে না।[১৮]

৩. প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে।[১৯]

৪. মানুষ চলাফেরা করার রাস্তায় বা যে সকল গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম নেয় অথবা অনুরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে।[২০]

৫. গোসলখানায় পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে।[২১]

---

[১৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪২; ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৭৫।

[১৬] যঈফ: ইবনে মাজাহ হা/৩০১। সুতরাং পেশাব পায়খানা শেষ করে আল্লাহর প্রশংসা করা সাব্যস্ত নয়। আত-তাইসীরাত আল-ফিক্বহীয়্যাহ

[১৭] আবূ দাউদ হা/ ২, ইবনে মাজাহ হা/২৩৫

[১৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৩৯৪; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৪।

[১৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৭০; ছ্বহীহ: আবূ দাউদ ১৬, ইবনে মাজাহ হা/ ৩৫৩

[২০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ২৬৯; আবূ দাউদ হা/ ২৫

৬. প্রবহমান নয় এমন আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে।[২২]

৭. পেশাব করার সময় নরম ও নীচু জায়গা খুঁজে নিবে। শক্ত জায়গা নির্বাচন করবে না, যাতে নাপাকী শরীরে ছিটকে না আসে।

৮. পায়খানায় প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব।[২৩]

৯. পায়খানায় প্রবেশের সময় (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) – আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবাইছ- হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট দুষ্ট পুরুষ জিন ও দুষ্ট মেয়ে জিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব। যাতে সে সব শয়তান হতে নিরাপদ থাকা যায় যারা ছ্বলাত বিনষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়।[২৪]

১০. পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় "**غُفْرَانَكَ**" **-গুফরানাকা-** হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই, বলা মুস্তাহাব।[২৫]

১০. তিনটি পাথরের কমে ইসতিনজা করা বৈধ নয়।[২৬]

১১. ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা করবে না এবং ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না।[২৭]

১২. ইসতিনজার পর মাটিতে হাত মাজবে অথবা সাবান বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা হাত ধৌত করবে।[২৮]

১৩. সন্দেহ দূর করার জন্য পেশাবের পর কাপড় ও লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিবে।[২৯]

---

[২১] ছ্বহীহ; নাসাঈ ১/১৩০; আবূ দাউদ হা/ ২৮

[২২] ছ্বহীহ : ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮১; নাসাঈ ১/৩৪

[২৩] আল মাজমূ ২/৯১।

[২৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪২; ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৭৫।

[২৫] আলবানী হাসান বলেছেন, আবূ দাউদ হা/৩০, তিরমিযী হা/৭, ইবনে মাজাহ হা/৩০০।

[২৬] মুসলিম হা/ ২৬২; নাসাঈ ১/১২; তিরমিযী (১৬); আবূ দাউদ।

[২৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ১৫৩; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭।

[২৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৬৬; ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩১৭।

[الباب الرابع] : باب الوضوء

চতুর্থ অধ্যায়: উযূ

[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

প্রথম পরিচ্ছেদ: উযূর ফরযসমূহ

❖ উযূতে প্রত্যেক শরী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো:

১. স্মরণ থাকলে বিসমিল্লাহ বলা[৩০]

২. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া[৩১]

৩. তারপর পুরো মুখমণ্ডল ধৌত করা[৩২]

৪. তারপর কনুইসহ দুই হাত ধৌত করা[৩৩]

৫. তারপর দুই কানসহ মাথা মাসাহ করা। মাথার কিছু অংশ মাসাহ করলেও যথেষ্ট হবে।[৩৪] আর পাগড়ীর ওপর মাসাহ করলেও যথেষ্ট হবে।[৩৫]

৬. তারপর টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা, আর মোজার ওপরও মাসাহ করা যাবে।[৩৬]

---

[২৯] দারিমী হা/৭৩৮; বায়হাকী ১/১৬১; আলবানী 'তামামুল মিন্নাহ' এর ৬৬ পৃ. বলেন : শাইখাইনের (বুখারী ও মুসলিম) শর্ত অনুযায়ী এর সনদ ছহীহ।

[৩০] ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, সনদ হাসান; হাকেম, আল-মুসতাদরাক ১/১৪৭। নাসাঈ হা/৭৮, সনদ ছহীহ। ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৪৪, ইবনু হিব্বান (আল-ইহসান হা/৬৫১০,৬৫৪৪)।

[৩১] ছহীহ বুখারী হা/১৬২, ছহীহ মুসলিম হা/২৩৭, আবূ দাউদ হা/১৪২, ১৪৪

[৩২] সূরা আল মায়িদা ৫:৬

[৩৩] সূরা আল মায়িদা ৫:৬

[৩৪] উযূতে মাথার কিছু অংশ মাসাহ করার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় কোন দলীল নেই, বরং তা ফক্বীহদের ইজতিহাদ। শারহুদ দুরারিল বাহিয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ফিক্বহিয়্যাহ, যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ আল মাদখালী, ৫৯ পৃ.

[৩৫] ছহীহ বুখারী হা/২০৫, ছহীহ মুসলিম হা/২৭৫

[৩৬] ছহীহ বুখারী হা/২০৬ ও মুসলিম হা/২৭৪

৭. ছলাত বৈধ হওয়ার জন্য নিয়্যাত ছাড়া শারঈ উযূ বলে গণ্য হবে না।[৩৭]

প্রাসঙ্গিক সংযোজনঃ

[১] উযূর শর্তসমূহঃ

১. নিয়্যাত করা (মুখে নয়, অন্তরে নিয়্যাত করা)[৩৮]

২. উযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা[৩৯]

৩. অবিচ্ছিন্নতা (الموالاة):[৪০] উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা। [আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব]

[২] উযূর রুকন-ফরযসমূহঃ

১. কুলি করা[৪১] ও নাকে পানি[৪২] দেয়াসহ সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা[৪৩]

২. দু'হাত কনুইসহ ধৌত করা[৪৪]

৩. দু'কানসহ[৪৫] সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা[৪৬]

৪. টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা।[৪৭]

---

[৩৭] ছহীহ বুখারী হা/১, ছহীহ মুসলিম হা/১৯০৭

[৩৮] ছহীহ বুখারী হা/১, ছহীহ মুসলিম হা/১৯০৭

[৩৯] ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, সনদ হাসান; হাকেম, আল-মুসতাদরাক ১/১৪৭। নাসাঈ হা/৭৮, সনদ ছহীহ। ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৪৪, ইবনু হিব্বান (আল-ইহসান হা/৬৫১০,৬৫৪৪, আল ইরওয়া হা/৮১।

[৪০] ছহীহ : মুসলিম হা/২৪৩, আল ইরওয়া হা/৮৬।

[৪১] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৪৪

[৪২] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৪২

[৪৩] সূরা আল মায়িদা ৫:৬, ছহীহ বুখারী হা/১৬২, ছহীহ মুসলিম হা/২৩৭

[৪৪] সূরা আল মায়িদা ৫:৬, ছহীহ বুখারী হা/১৬৪, ছহীহ মুসলিম হা/২২৬

[৪৫] ছহীহ : ইবনে মাজাহ হা/৪৪৪, ছহীহাহ হা/৩৬

[৪৬] সূরা আল মায়িদা ৫:৬, ছহীহ বুখারী হা/১৮৫, ছহীহ মুসলিম হা/২৩৫, আবূ দাউদ হা/১৩৪, তিরমিযী হা/৩৭।

৫. ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।[৪৮]

[আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব]

[الفصل الثاني: مستحبات الوضوء]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ উযূতে মুস্তাহাব (সুন্নাত) বিষয়সমূহ

উযূতে মুস্তাহাব (সুন্নাত) হলোঃ

১. মাথা ছাড়া **উযূ**র অন্যান্য অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করা[৪৯]

২. (কিয়ামতের দিন শরীরের উজ্জলতা বাড়ানোর জন্য) হাত পায়ের অংশ বাড়তি করে ধৌত করা[৫০]

৩. উযূর পূর্বে মিসওয়াক করা[৫১]

৪. পূর্বে বর্ণিত অঙ্গগুলো ধৌত করাতে **উযূ** শুরুর আগে দুই হাত কব্জিসহ তিনবার ধৌত করা।[৫২]

প্রাসঙ্গিক সংযোজনঃ

[১] উযূর মুস্তাহাব বা সুন্নাতসমূহঃ

১. মিসওয়াক করা।[৫৩]

২. উযূর শুরুতে দু'হাত কব্জিসহ তিনবার ধৌত করা।[৫৪]

---

[৪৭] সূরা আল মায়িদা ৫:৬

[৪৮] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১২১, ইবনে মাজাহ হা/৪৪২

[৪৯] ছহীহ মুসলিম হা/২৩০।

[৫০] ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬, ২৫০

[৫১] ছহীহ বুখারী হা/৮৮৭ ও ছহীহ মুসলিম হা/২৫২

[৫২] ছহীহ বুখারী হা/১৫৯, ছহীহ মুসলিম হা/২২৬।

[৫৩] ছহীহ বুখারী হা/৮৮৭ ও ছহীহ মুসলিম হা/২৫২

৩. এক অঞ্জলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া, এরূপ তিনবার করা।[৫৫]

৪. সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দেবে।[৫৬]

৫. বাম দিকের পূর্বে ডান দিক ধৌত করা।[৫৭]

৬. অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা (তবে মাথা মাসাহ একবারই করা)।[৫৮]

৭. ঘন দাড়ি খিলাল করা।[৫৯]

৮. দু'হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।[৬০]

৯. অঙ্গসমূহ ঘর্ষণ করা।[৬১]

১০. যে স্থানসমূহ ধৌত করা ফরয তা থেকে বাড়িয়ে ধৌত করা।[৬২]

১১. পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া।[৬৩]

১২. উযূর পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা:

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করার পর বলে:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

---

[৫৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৬।

[৫৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৫, তিরমিযী হা/২৮, ইবনে মাজাহ হা/৪০৫।

[৫৬] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১৪২, ইবনে মাজাহ হা/৪০৭।

[৫৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪০, ১৬৮, মুসলিম হা/২৬৮।

[৫৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩০।

[৫৯] ছ্বহীহ লিগাইরীহী; আবূ দাউদ হা/১৪৫, বাইহাক্বী (১/৫৪), হাকিম (১/১৪৯), আল ইরওয়া হা/৯২।

[৬০] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১৪২, তিরমিযী হা/৩৮৮।

[৬১] ছ্বহীহ; ইবনে হিব্বান হা/১০৮২, বাইহাক্বী (১/১৯৬)।

[৬২] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৬, ২৫০

[৬৩] ছ্বহীহ; বুখারী হা/১৯৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩২৫।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই , তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রসূল। তাহলে তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোনো দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করতে পারবে।[৬৪]

১৩. উযূর পর দু'রাকআত (নফল) ছ্বলাত আদায় করা।[৬৫]

[২] উযূতে নিম্ন পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা জায়েযঃ

১. উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা।[৬৬]

২. উযূর অঙ্গসমূহ দু'বার করে ধৌত করা।[৬৭]

৩. উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা।[৬৮]

৪. উযূর অঙ্গসমূহ একই উযূতে তিনবার বা দু'বার বা একবার করে ধৌত করা।[৬৯]

[৩] যে সকল কাজে উযূ করা ফরযঃ

১. ছ্বলাত আদায় করা (ফরয, নফল, জানাযা)[৭০]

২. কা'বা ঘর ত্বওয়াফ করা।[৭১]

---

[৬৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৪।

[৬৫] বুখারী হা/১৫৯, মুসলিম হা/২২৬।

[৬৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৬, ১৯৩৪

[৬৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৮

[৬৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৭

[৬৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১৮৬, ১৯২, ১৯৭ ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১১, ২৩৫।

[৭০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৫, ৪৫৭, আবূ দাউদ হা/৬০

[৭১] ছ্বহীহ : তিরমিযী হা/৯৬০, নাসাঈ হা/২৯২২, আল ইরওয়া হা/১২১,

[৪] যে সকল কাজে উযূ করা মুস্তাহাবঃ

১. মহামহিম আল্লাহর যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা।[৭২]

২. মুসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা।[৭৩]

৩. ঘুমানোর সময়।[৭৪]

৪. অপবিত্র ব্যক্তি যখন খাওয়া, পান করা, ঘুমানো কিংবা পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করবে।[৭৫]

৫. গোসল (ফরয হোক বা নফল হোক) করার পূর্বে উযূ করা।[৭৬]

৬. আগুনে স্পর্শ করা খাবার তথা পাকানো খাবার খেলে উযূ করা।[৭৭]

৭. (উযূ থাকা সত্ত্বেও) প্রত্যেক ছ্বলাতের জন্য উযূ করা।[৭৮]

৮. যে সমস্ত নাপাকীর কারণে উযূ নষ্ট হয় তা সংঘটিত হওয়ার পর উযূ করা।[৭৯]

৯. বমি হওয়ার পর উযূ করা।[৮০]

১০. মৃত ব্যক্তিকে বহন করার পর উযূ করা।[৮১]

---

[৭২] ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/১৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৫০

[৭৩] ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, উযূ বিহীন অবস্থায় মুসহাফ স্পর্শ করা বৈধ নয়। আল-মাজমূ (১/১৭), ইস্তিযকার (৮/১০), আল-মুগনী (১/১৪৭), আল-আওসাত্ব (২/১০২)। মুসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করার জন্য উযূ করা ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা, দাউদ ও ইবনে হাযমের মতামত। ইবনে আব্বাস ও সালাফদের একটি দলও এ মতামত পেশ করেছেন। ইবনে মুনযির এ মতটিকে পছন্দ করেছেন। আল-বাদাঈ (১/৩৩), হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন (১/৭৩), আল-মুহাল্লা (১/১৮), আল-আওসাত্ব (২/১০৩)। আলোচনাটি ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে নেয়া।

[৭৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১০

[৭৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৮, মুসলিম হা/৩০৫, আবূ দাউদ হা/২১৭, তিরমিযী হা/১১৮

[৭৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩১৬

[৭৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৫১, আবূ দাউদ হা/১৯২, তিরমিযী হা/৭৯।

[৭৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৭, আবূ দাউদ হা/১৭১, তিরমিযী হা/৬১।

[৭৯] ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/৩৬৮৯, আবূ দাউদহা/৩০৫৫

[৮০] তিরমিযী হা/৮৭, আবূ দাউদ হা/২৩৮১, সনদ ছ্বহীহ।

[৮১] তিরমিযী হা/৯৯৩, সনদ ছ্বহীহ।

[الـ]فصل [الثالث: نواقض الوضوء]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ উযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ।

উযূ ভঙ্গের কারণঃ

১. দুই লজ্জাস্থান (পেশাব পায়খানার রাস্তা) দিয়ে পেশাব, পায়খানা অথবা বায়ু বের হলে।[৮২]

২. যেগুলো গোসলকে ফরয করে সেগুলোর দ্বারাও উযূ ভঙ্গ হয়।[৮৩]

৩. শুয়ে ঘুমালে।[৮৪]

৪. উটের গোশত খেলে।[৮৫]

৫. বমি ও অনুরূপ কিছু হলে[৮৬] এবং

৬. (আবরণ ছাড়া) পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে।[৮৭]

প্রাসঙ্গিক সংযোজনঃ

উযূ ভঙ্গের কারণগুলো হলোঃ

১। দু'রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু নির্গত হওয়াঃ পেশাব, পায়খানা, বায়ু।[৮৮]

---

[৮২] সূরা আন নিসা ৪ :৪৩, সূরা আল মায়িদা ৫:৬, তিরমিযী হা/৯৬, ৩৫৩৫, ইবনে মাজাহ হা/৪৭৮, ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৫, ১৩৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৫, ৩৬১

[৮৩] সহবাস করলে ও স্বপ্নদোষ হলে।

[৮৪] হাসান : তিরমিযী হা/৯৬, ৩৫৩৫, ইবনে মাজাহ হা/৪৭৮, নাসাঈ হা/১২৬

[৮৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৬০

[৮৬] ছ্বহীহ; তিরমিযী হা/৮৭, আবূ দাউদ হা/২৩৮১, আল-ইরওয়া হা/১১১।

[৮৭] ছ্বহীহ : আবূ দাউদ হা/১৮১, ১৮২, তিরমিযী হা/৮২, ৮৫, নাসাঈ হা/১৬৫, ৪৪৬, ৪৪৭, মুসনাদে আহমাদ হা/৮৪০৪, ছ্বহিহুল জামি' হা/৩৬২, ৬৫৫৪, আছ্ব-ছ্বহীহাহ হা/১২৩৫, ইবনে মাজাহ হা/৪৭৯

[৮৮] সূরা আন নিসা ৪ :৪৩, সূরা আল মায়িদা ৫:৬, তিরমিযী হা/৯৬, ৩৫৩৫, ইবনে মাজাহ হা/৪৭৮, ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৫, ১৩৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৫, ৩৬১

২। মনি (বীর্য), ওদি (পেশাব বা পায়খানা করার সময় পূরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়) ও মযি (কাম উত্তেজনাবশত পূরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়) ইত্যাদি নির্গত হলে।[৮৯]

৩। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি, যার কোন অনুভূতি নেই।[৯০]

৪। নেশাগ্রস্ত, জ্ঞানশূন্য কিংবা পাগল হওয়ার ফলে আকল (বিবেক-বুদ্ধি) নষ্ট হলে।[৯১]

৫। কোন আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, চাই তা কাম প্রবৃত্তিসহ হোক বা না হোক।[৯২]

৬। উটের গোশত খেলে।[৯৩]

[আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, ছুহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

[الباب الخامس] : باب الغسل

পঞ্চম অধ্যায়: গোসল।

[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

প্রথম পরিচ্ছেদ: কখন গোসল ফরয হয়?

গোসল ফরয হয়:

১. উত্তেজনাবশত বীর্যপাত হলে যদিও তা চিন্তা করার মাধ্যমে হয়।[৯৪]

---

[৮৯] ছুহীহ বুখারী হা/২৬৯, ছুহীহ মুসলিম হা/৩০৩, ছুহীহ : বাইহাকী হা/৮০০

[৯০] হাসান : তিরমিযী হা/৯৬, ৩৫৩৫, ইবনে মাজাহ হা/৪৭৮

[৯১] ইবনু মুনযির প্রণীত আল-আওসাত্ব (১/১৫৫)।

[৯২] ছুহীহ : আবূ দাউদ হা/১৮১, ১৮২, তিরমিযী হা/৮২, ৮৫, নাসাঈ হা/১৬৫, ৪৪৬, ৪৪৭, মুসনাদে আহমাদ হা/৮৪০৪, ছুহিহুল জামি' হা/৩৬২, ৬৫৫৪, আছ-ছুহীহাহ হা/১২৩৫, ইবনে মাজাহ হা/৪৭৯

[৯৩] ছুহীহ মুসলিম হা/৩৬০

২. (স্বামী ও স্ত্রীর) দুই লজ্জাস্থান মিলিত হলে (যদিও বীর্যপাত না হয়)[৯৫]

৩. হায়েয ও নিফাস (সমাপ্ত) হলে[৯৬]

৪. স্বপ্নদোষ হওয়ার ফলে সিক্ততা পাওয়া গেলে[৯৭]

৫. মৃত্যুবরণ করলে[৯৮] এবং

৬. ইসলাম গ্রহণ করলে (কোন কাফির যখন ইসলাম গ্রহণ করে)।[৯৯]

[الفصل الثاني: أركان الغسل وسننه]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ গোসলের রুকন ও সুন্নাতসমূহ।

❖ ফরয গোসল হলো কুলি করা, নাকে পানি দেওয়াসহ যেই অঙ্গ ঘষা সম্ভব তা ঘষার সাথে সাথে পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করা অথবা পানিতে ডুব দেওয়া।

❖ অপবিত্রতা দূর করার নিয়্যাত করা ছাড়া সেটি শারঈ গোসল বলে বিবেচিত হবে না।

❖ আর গোসলের পূর্বে দুই পা ছাড়া উযূর বাকী অঙ্গগুলো ধৌত করা এবং ডান দিকে থেকে আগে ধৌত করা মুস্তাহাব।

---

[৯৪] ছুহীহ বুখারী হা/১৩০, ছুহীহ মুসলিম হা/৩১৩, ৩৪৩

[৯৫] ছুহীহ বুখারী হা/২৯১, ছুহীহ মুসলিম হা/৩৪৮

[৯৬] সূরা আল বাকারা ২:২২২, ছুহীহ বুখারী হা/২২৮, ৩২০, ছুহীহ মুসলিম হা/৩৩৩, ৩৩৪

[৯৭] ছুহীহঃ আবূ দাউদ হা/২৩৬, তিরমিযী হা/১১৩

[৯৮] ছুহীহ বুখারী হা/১২৫৩, ১২৬৫, ছুহীহ মুসলিম হা/৯৩৯, ১২০৬

[৯৯] ছুহীহঃ আবূ দাউদ হা/৩৫৫, তিরমিযী হা/৬০৫, নাসাঈ হা/১৮৮, ছুহীহ ইবনে খুযাইমা হা/২৫৩

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

[১] গোসলের রুকন (ফরযসমূহ):

১। গোসলের নিয়্যাত করা[১০০]

২। 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা[১০১]

৩। পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করা।[১০২]

[২] গোসলের মুস্তাহাব বা সুন্নাহসমূহ:[১০৩]

১। পাত্রে হাত প্রবেশের পূর্বেই দু'হাত ৩ বার ধৌত করা।

২। বাম হাত দ্বারা গুপ্তাঙ্গ এবং তাতে যে ময়লা লেগে আছে তা ধৌত করবে। গুপ্তাঙ্গ ধৌত করার পর সাবান বা এ জাতীয় কিছু, যেমন মাটি ইত্যাদি দ্বারা হাত পরিষ্কার করবে।

৩। ছ্বলাতের উযূর ন্যায় পূর্ণাঙ্গভাবে (দুই পা ছাড়া উযূর বাকী অঙ্গগুলো ধৌত করবে) উযূ করবে, তবে গোসল শেষ হলে দু'পা ধৌত করবে।

৪। মাথার উপর ৩ বার পানি প্রবাহিত করবে, যেন চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছে যায়। প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলগুলো খিলাল করবে।

৫। সারা শরীরে পানি ঢালবে, প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে।

---

[১০০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯০৭

[১০১] ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, সনদ হাসান; হাকেম, আল-মুসতাদরাক ১/১৪৭। নাসাঈ হা/৭৮, সনদ ছ্বহীহ। ছ্বহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৪৪, ইবনু হিব্বান (আল-ইহসান হা/৬৫১০,৬৫৪৪, আল ইরওয়া হা/৮১।

[১০২] সূরা আন নিসা ৪ :৪৩

[১০৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৮,২৫৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩১৬, ৩১৭

[الفصل الثالث: متى يسن الغسل]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ কখন গোসল করা সুন্নাত?

১. জুমআর ছ্বলাত আদায়ের জন্য বের হওয়ার পূর্বে। [১০৪]

২. দুই ঈদের ছ্বলাত আদায়ের জন্য বের হওয়ার পূর্বে। [১০৫]

৩. যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করাবে।[১০৬]

৪. ইহরাম (হাজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করা)[১০৭] এবং

৫. মক্কাতে প্রবেশের জন্য গোসল করা।[১০৮]

[الباب السادس] : باب التيمم

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ তায়াম্মুম

❖ যে ব্যক্তি পানি পাবে না অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করবে তার জন্য (তায়াম্মুম করে) সেইসব কাজ করা বৈধ যেগুলো **উযূ** ও গোসল দিয়ে করা বৈধ হয়।[১০৯]

---

[১০৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৫৮, ৮৪৫। জমহুর আলেমের মতে জুমুআর দিনে গোসল করা মুস্তাহাব, সুন্নাত। আরেক দল আলেমের মতে জুমুআর দিনে গোসল করা ওয়াজীব। ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৫৮, ৮৭৭, ৮৯৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৪৪, ৮৪৬, ৮৪৯।

[১০৫] আল ইরওয়া ১/১৭৬, বাইহাকী সুনানুল কুবরা ৩/২৭৮

[১০৬] ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/৩১৬১, তিরমিযী হা/৯৯৩, ইবনে মাজাহ হা/১৪৬৩, ছ্বহীহুল জামি' হা/৬৪০২

[১০৭] হাসানঃ তিরমিযী হা/৮৩০, আল ইরওয়া হা/১৪৯

[১০৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৫৯

[১০৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৮২, আবূ দাউদ হা/৩৩২, ৩৩৪, তিরমিযী হা/১২৪, নাসাঈ হা/৩২২, আল ইরওয়া হা/১৫৩

❖ তায়াম্মুমের অঙ্গ হলো মুখমণ্ডল, তারপর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত। নিয়্যাত করে ও বিসমিল্লাহ বলে একবার হাত যমীনে মারবে, তারপর তা দিয়ে তায়াম্মুমের অঙ্গ মাসাহ করবে (অর্থাৎ আগে মুখমণ্ডল তারপর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে)।[১১০]

❖ যে কারণগুলোতে উযূ ভঙ্গ হয় সেই কারণগুলোতে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

১. পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা হলে উযূ ও গোসলের বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুম করতে হয়। সাধারণভাবে যমীনের উপরিভাগের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যেমনঃ কঙ্কর, পাহাড়, বালু ও মাটি ইত্যাদি।

২. জানাবতের কারণে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। তবে তায়াম্মুমের পূর্বে পানি সন্ধান করা আবশ্যক।

৩. তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ

১. নিয়্যাত করা

২. বিসমিল্লাহ বলা

৩. প্রথমে পবিত্র মাটির উপর একবার দু'হাত মারবে, তারপর দু'হাতে ফুঁ দিবে।

৪. এরপর প্রথমে মুখমণ্ডল মাসাহ করবে

৫. তারপর দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ (প্রথমে বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পিঠ, পরে ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠ) করবে।

৬. দুই হাত আগে ও মুখমণ্ডল পরে মাসাহ করাও জায়েয। [মিসকুল খিতাম ১/২৩১]

[১১০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৬৮

[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

সপ্তম অধ্যায়ঃ হায়য (ঋতুস্রাব) ও নিফাস (প্রসবোত্তর)

[الفصل الأول] : الحيض

প্রথম পরিচ্ছেদঃ হায়য (ঋতুস্রাব)

- ❖ হায়যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে এমন কোন বর্ণনা আসেনি যা দিয়ে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে (হায়য হতে) পবিত্রতার বিষয়েও। বরং তা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমল করা হবে, আর অন্যগুলো লক্ষণ দেখে আমল করা হবে। কেননা হায়যের রক্ত অন্যগুলো থেকে আলাদা।[১১১]
- ❖ ঋতুবতী মহিলা যতক্ষণ হায়যের রক্ত দেখবে ততক্ষণ সে ঋতুবতী বলেই গণ্য হবে।[১১২]
- ❖ যদি হায়যের রক্ত বাদে অন্যরকম রক্ত দেখে তাহলে সে মুস্তাহাযা বলে গণ্য হবে। মুস্তাহাযা মহিলা পবিত্র মহিলার মতোই। সে রক্তের চিহ্ন ধৌত করবে এবং প্রতি ছলাতের জন্য উযূ করবে।[১১৩]
- ❖ ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হয়ে গোসল করা পর্যন্ত ছলাত আদায় করবে না, ছিয়াম পালন করবে না এবং সহবাসও করবে না।[১১৪]
- ❖ কিন্তু সে (পরবর্তীতে) শুধু ছিয়াম কাযা আদায় করবে (ছলাত কাযা আদায় করবে না)।[১১৫]

---

[১১১] মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে স্বভাবগতভাবে নির্গত রক্ত ৩ প্রকার। যথা: হায়যের রক্ত, নিফাসের রক্ত, ইস্তিহাযার রক্ত।

[১১২] হাসান : তিরমিযী হা/১২৫, ইবনে মাজাহ হা/৬২১, আবূ দাউদ হা/২৮২, নাসাঈ হা/৩৫৯

[১১৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/২২৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৩৩

[১১৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮০। সূরা বাকারা ২ :২২২

[১১৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৩৫

[الفصل الثاني: النفاس]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ নিফাস (প্রসবোত্তর)

- ❖ নিফাসের সর্বোচ্চ পমিাণ হলো চল্লিশ দিন।[১১৬]
- ❖ আর এর সর্বনিম্ন দিনের কোন সীমা নেই।
- ❖ আর নিফাসের বিধান হায়যের মতোই।

[১১৬] হাসান : আবূ দাউদ হা/৩১১, তিরমিযী হা/১৩৯, ইবনে মাজাহ হা/৬৪৮

[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

দ্বিতীয় পর্বঃ ছ্বলাত

[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

প্রথম অধ্যায়ঃ ছ্বলাতের ওয়াক্তসমূহ

- ❖ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লেই যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয়।[১১৭] আর তার শেষ ওয়াক্ত হলো সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সময়ের ছায়া ছাড়াই কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়া পর্যন্ত।[১১৮]
- ❖ আর তখনই (যুহরের শেষ ওয়াক্ত হলেই) আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর আসরের শেষ ওয়াক্ত হলো যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উজ্জল ও পরিষ্কার থাকে।[১১৯]
- ❖ আর সূর্য ডুবলেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর তার শেষ ওয়াক্ত হলো পশ্চিমাকাশে লাল আভা দূর হওয়া পর্যন্ত।[১২০]
- ❖ আর তখনই ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। আর তার শেষ ওয়াক্ত হলো অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।[১২১]
- ❖ আর প্রভাত বা ঊষা হলেই ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর সূর্য উঠলে তার ওয়াক্ত শেষ হয়।

---

[১১৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১৮।

[১১৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২, আবূ দাউদ হা/৩৯৩, তিরমিযী হা/১৪৯, ছ্বহীহুল জামি' হা/১৪০২।

[১১৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২, আবূ দাউদ হা/৩৯৩, তিরমিযী হা/১৪৯, ।

[১২০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২, ৬১৩

[১২১] ছ্বহীহ : তিরমিযী হা/১৬৭, ইবনে মাজাহ হা/৬৯১, ছ্বহীহুল জামি' হা/৫৩১৩।

❖ আর যে ব্যক্তি ছ্বলাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে যাবে অথবা ছ্বলাত আদায় করতে ভুলে যাবে, তার ওয়াক্ত হলো যখন স্মরণ হবে তখনই।[১২২]

❖ আর যে ব্যক্তি ওযরবশত (আগে জামা'আতে আসতে না পেরে) এক রাকাআত পায় সে পুরো ছ্বলাতই পেলো।[১২৩]

❖ ছ্বলাতের ওয়াক্ত তালাশ করা ওয়াজীব।[১২৪]

❖ শরী'আত সম্মত কারণে ছ্বলাত জমা করা জায়িয।[১২৫]

❖ তায়াম্মুমকারী, (কোন ওযরের কারণে) ছ্বলাত বা পবিত্রতাতে কমতিকারী (যেমন খোড়া হওয়ার কারণে বসতে পারে না, কোন অঙ্গ না থাকার কারণে পূর্ণভাবে ছ্বলাত আদায় করতে পারে না, রোগের কারণে পূর্ণভাবে **উযূ** করতে পারে না ইত্যাদি) দেরী করা ছাড়া অন্যান্যদের মতোই ছ্বলাত আদায় করবে।

❖ আর ফজরের পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত, সূর্য পশ্চমাকাশে ঢলে পড়ার সময়ে এবং আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এই তিন সময়ে ছ্বলাত আদায় করা মাকরূহ।[১২৬]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

১. যুহরের প্রথম সময় হচ্ছে, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময়। যুহরের শেষ সময় হলো, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার সমপরিমাণ হওয়া।[১২৭]

২. প্রথম ওয়াক্তে দ্রুত যুহরের ছ্বলাত আদায় করা মুস্তাহাব।[১২৮]

---

[১২২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৮০, ৬৮৪।

[১২৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬০৭।

[১২৪] ছ্বহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৯৩, তিরমিযী হা/১৫০, নাসাঈ হা/৫২৬, আল ইরওয়া হা/২৫০।

[১২৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৯০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৮৫, ৭০৪, ছ্বহীহ : আবূ দাউদ হা/১২২০, তিরমিযী হা/৫৫৩, নাসাঈ হা/৪৫৩, আল ইরওয়া হা/৫৭৮।

[১২৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৩২

[১২৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২।

৩. গ্রীষ্মকালে বা অত্যধিক গরমে যুহরের ছ্বলাত বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব।[১২৯]

৪. যখন প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার সমপরিমাণ হয়, তখনই আসরের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয়। আসরের ছ্বলাতের উত্তম শেষ সময় হচ্ছে: প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত।[১৩০]

আর আসরের জাযেয শেষ সময় হচ্ছে, সূর্যের রং হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত।[১৩১]

আর ওযর ও সমস্যার ক্ষেত্রে আসরের শেষ সময় হচ্ছে সূর্য ডোবার পূর্বে এক রাক'আত ছ্বলাত আদায় করার সময় পাওয়া পর্যন্ত।[১৩২]

৫. আসরের ছ্বলাত তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।[১৩৩]

৬. মাগরিবের ছ্বলাতের প্রথম সময় হচ্ছে, যখন সূর্য পরিপূর্ণভাবে ডুবে যাবে। মাগরিবের শেষ সময় হচ্ছে লালিমা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।[১৩৪]

৭. মাগরিবের ছ্বলাত তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব।[১৩৫]

৮. ইশার ছ্বলাতের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে যখন লালীমা দূরীভূত হবে। আলিমগণ ইশার ছ্বলাতের শেষ সময় নিয়ে মতানৈক্য করেছেন:

প্রথম মত: ইশার ছ্বলাতের শেষ সময় হচ্ছে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।[১৩৬]

দ্বিতীয় মত: ইশার শেষ সময় হচ্ছে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।[১৩৭]

তৃতীয় মত: ইশার ছ্বলাতের শেষ সময় হচ্ছে সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত।

---

[১২৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১৮, আবূ দাউদ হা/৪০৩, ইবনে মাজাহ হা/৬৭৩।

[১২৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৯০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১৫।

[১৩০] ছ্বহীহ: নাসাঈ হা/৫১৩

[১৩১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২।

[১৩২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬০৮।

[১৩৩] ছ্বহীহ বুখারী ৫৫০, ছ্বহীহ মুসলিম ৬২১।

[১৩৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২, ৬১৩

[১৩৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৯, মুসলিম হা/৬৩৭।

[১৩৬] ছ্বহীহ: নাসাঈ হা/৫২৬, ইবনে মাজাহ হা/৬৬৭

[১৩৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২, নাসাঈ হা/৫২২, ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭২।

৯. ইশার ছ্বলাত রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করে আদায় করা মুস্তাহাব।[১৩৮]

১০. ইশার ছ্বলাতের পর কথোপকথন করা অনুচিত।[১৩৯]

১১. তবে ইশার ছ্বলাতের পরে উপকারী ইলম চর্চা করা কিংবা মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত থাকাতে কোনো সমস্যা নেই।

১২. ফজরের সময়: সুবহে সাদিক উদিত হওয়া থেকে ফজরের ছ্বলাতের প্রথম সময় আরম্ভ হয়। আর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত ফজরের ছ্বলাতের শেষ সময়।

১৩. ফজরের ছ্বলাত অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব।[১৪০]

১৪. ছ্বলাতের নিষিদ্ধ সময় তিনিটি:

প্রথম: ফজরের ছ্বলাতের পর থেকে এক বল্লম পরিমাণ সূর্য ওপরে উঠা পর্যন্ত সময়ে।

দ্বিতীয়: দ্বিপ্রহরের সময় যখন সূর্য ঠিক মাথার ওপরে উঠবে, যতক্ষণ না সূর্য ঢলে যায়।[১৪১]

তৃতীয়: আছরের ছ্বলাতের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

---

[১৩৮] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১৬৭, ইবনে মাজাহ হা/৬৯১

[১৩৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৮, মুসলিম হা/৬৪৭।

[১৪০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৮, মুসলিম হা/৬৪৫।

[১৪১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৬৬।

[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

দ্বিতীয় অধ্যায়: আযান ও ইকামাত

❖ প্রত্যেক জনপদের অধিবাসীদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মুআযযিন হিসেবে নিয়োগ করা শরী'আত সম্মত, যিনি ছলাতের ওয়াক্ত প্রবেশের সময়ে আযানের জন্য শরী'আত সম্মত বাক্যগুলো দ্বারা আযান [আযান দেয়া ফরযে কেফায়া] দিবেন।[১৪২]

❖ আর যারাই মুআযিনের আযান শুনবেন তাদের জন্য শরী'আত সম্মত হলো যে, তারা মুআযযিনের অনুসরণ করবে।[১৪৩]

❖ তারপর বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইকামত দেওয়া শরী'আত সম্মত।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

১। আযানের বাক্য: আল্লাহু আকবার চারবার এবং অন্যান্য বাক্যগুলি দু'বার করে। তবে তাওহীদের কালিমা তথা 'লা-ইলা-হা ইল্লালাহ' বাক্যটি ছাড়া। কেননা তা একবার উচ্চারণ করতে হয়।

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

২। যখন তোমরা মুয়াযি্যনকে আযান বলতে শুনবে তখন তোমরাও অনুরূপ বলো। [ছহীহ বুখারী হা/৬১১ ও মুসলিম হা/৩৮৩]

মুয়াযি্যন " **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** " ও " **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** " বলার সময় " **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ** " বলবে। (ছহীহ মুসলিম হা/৮৭৬)

যে ব্যক্তি আযান শুনবে সে যেন দুরূদ পাঠ করে।[১৪৪] যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে:[১৪৫]

---

[১৪২] ছহীহ মুসলিম হা/৬৭৪

[১৪৩] ছহীহ বুখারী হা/৬১১, ছহীহ মুসলিম হা/৩৮৩।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

হে আল্লাহ (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত ছ্বলাতের তুমিই প্রভূ। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তুমি দান কর, অসীলা (নামক জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (শাফ'আতের) প্রশংসিত স্থানে 'মাক্বামে মাহমূদে' যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ। তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত বৈধ হবে।

৩। আল্লাহু আকবার দু'বার ব্যতীত আযানের বাক্যগুলো একবার একবার করে বলা এবং 'ক্বদক্বামাতিছ ছ্বলাহ' বাক্যটি দুইবার করে বলার নাম হলো ইক্বামত।[১৪৬]

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ছ্বলাতের শর্তসমূহ।

❖ ছ্বলাত আদায়কারীর জন্য ফরয হলো, কাপড়, শরীর ও স্থান অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্র করা।

❖ সতর ঢাকা, আর সে ইশতিমালে ছম্মাহ (ছিদ্রবিহীন কাপড়ে শরীর এমনভাবে জড়ানো যাতে অঙ্গ প্রতঙ্গ নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়) করে বসবে না, সাদাল (দুই কাধের ওপর দিয়ে শরীরের দুই পার্শে বন্ধনবিহীনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া) করবে না, টাখনুর নিচে কাপড়

---

[১৪৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৮৪

[১৪৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬১৪।

[১৪৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬০৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৭৮

ঝুলাবে না, কাপড় গুটিয়ে নিবে না, রেশমী পোশাক, খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক এবং লুণ্ঠিত পোশাক পরে ছলাত আদায় করবে না।

❖ আর তার জন্য আবশ্যক হলো কাবার দিকে মুখ করা যদি সেটি দেখা যায় অথবা দৃশ্যমানের হুকুমের মধ্যে পড়ে (যেমন কেউ যদি কাবার নিকটেই থাকে অথবা মক্কাতেই থাকে যেখান থেকে কাবার দিকে ফিরা তার জন্য সম্ভব)। আর যদি দৃশ্যমান না হয় তাহলে অনুসন্ধান করার পরে কাবার দিকে মুখ করবে।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

ছলাতের শর্তসমূহঃ

১। মুসলিম হওয়া (الإسلام)।[১৪৭]

২। বিবেকবান হওয়া (العقل)।[১৪৮]

৩। ভালো মন্দের পার্থক্য করার বয়সে উপনীত হওয়া (التمييز)।[১৪৯]

৪। ছলাতের সময় হওয়া (دخول الوقت)।[১৫০]

৫। সাধ্যানুযায়ী দু'ধরনের (ছোট ও বড়) নাপাকী হতে পবিত্রতা (গোসল ও উযূর মাধ্যমে) অর্জন করা (الطهارة من الحدثين)।[১৫১]

৬। শরীর, পোশাক ও স্থান নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া (طهارةُ الثوبِ والبدن والمكان الذي يصلّى فيه):[১৫২] চুরি বা ছিনতাই করা অথবা হারাম পোশাকে এবং জোরপূর্বক জবরদখলকৃত স্থানে ছলাত হবে না।

---

[১৪৭] সূরা আত তাওবা ৯ :৫৪

[১৪৮] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৪০৩, ইবনে মাজাহ হা/২০৪১, নাসাঈ হা/৩৪৩২

[১৪৯] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৩৯৮, ৪৪০১, ইবনে মাজাহ হা/২০৪১, নাসাঈ হা/৩৪৩২

[১৫০] সূরা আন নিসা ৪ :১০৩

[১৫১] সূরা আল মায়িদা ৫:৬, ছহীহ মুসলিম হা/২২৪, তিরমিযী হা/১

[১৫২] সূরা আল মুদ্দাসসির ৭৪ :৪, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৩৬, ইবনে মাজাহ হা/৫৪০, ছহীহ বুখারী হা/২২০, ২২৮, ২৬৯, ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৩।

৭। সাধ্যানুযায়ী লজ্জাস্থান (সতর) ঢাকা (سَتْرُ العورة):[১৫৩] একজন পুরুষ ছ্বলাতে কাঁধ হতে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখার জন্য আদিষ্ট। আর একজন মহিলার মুখমণ্ডল, হাতের কব্জিদ্বয় ও পায়ের পাতা ব্যতীত সমস্ত শরীরই সতরের অন্তর্ভুক্ত।

৮। সাধ্যানুযায়ী কিবলামুখী হওয়া (استقبال القبلة)।[১৫৪]

৯। নিয়্যাত করা (النية):[১৫৫] মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবাদত সম্পাদন করার দৃঢ় সংকল্প করার নাম নিয়্যাত। নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর, তা মুখে উচ্চারণ করা বিদ'আত।

[আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ছ্বলাতের পদ্ধতি।

- ❖ নিয়্যাত ছাড়া ছ্বলাত শরীয়তসম্মত বলে বিবেচিত হবে না।
- ❖ আর ছ্বলাতের প্রতিটি রুকুনই ফরয, শুধুমাত্র (তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট ছ্বলাতের) মাঝের তাশাহুদের বৈঠক এবং দুই সিজদার মাঝের বৈঠক ছাড়া।
- ❖ আর তাকবীর ছাড়া অন্যান্য যিকিরগুলো ফরয নয়।
- ❖ আর প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহাত পাঠ করা ফরয, যদিও সে মুক্তাদী হয়, (ছ্বলাতের আরো ফরয হলো) তাশাহুদের শেষ বৈঠক এবং সালাম ফিরানো।

---

[১৫৩] সূরা আল আরাফ ৭ :৩১, ছ্বহীহ : আবূ দাউদ হা/৬৪১, তিরমিযী হা/৩৭৭, ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৫৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫১৬।

[১৫৪] সূরা আল বাকারা ২ :১৪৪, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৭।

[১৫৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯০৭।

এগুলো ছাড়া অন্যান্য কাজগুলো সুন্নাত। সেগুলো হলো:

১. চার স্থানে (তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুর সময়, রুকু থেকে উঠে এবং প্রথম তাশাহদ থেকে উঠে) রফউল ইয়াদাইন করা

২. হাত বাধা

৩. তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়া

৪. আউযুবিল্লাহ পাঠ করা

৫. আমীন বলা

৬. সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্যান্য কিরাআত করা

৭. (তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট ছলাতের) মাঝের তাশাহুদের বৈঠক

৮. প্রত্যেক রুকুনে বর্ণিত যিকিরগুলো, যেই দু'আগুলো বর্ণিত হয়েছে আর যেগুলো বর্ণিত হয়নি সেগুলোর মাধ্যমেও দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য বেশি বেশি দু'আ করা।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

[১] ছ্বলাতের (ফরয) রুকনসমূহ:

১. সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য দাঁড়িয়ে ফরয ছ্বলাত আদায় করা।[১৫৬]

২. তাকবীরে তাহরীমা[১৫৭]

৩. প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, যদিও সে মুক্তাদী হয়।[১৫৮]

৪-৫. রুকু ও তাতে ধীরস্থিরতা[১৫৯]

৬-৭. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও স্থিরতা[১৬০]

---

[১৫৬] সূরা আল বাকারা ২:২৩৮, ছ্বহীহ বুখারী হা/১১১৭

[১৫৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৭, হাসান : আবূ দাউদ হা/৬১, তিরমিযী হা/৩, ইবনে মাজাহ হা/২৭৫

[১৫৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ৬২৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৪, ৩৯৭

[১৫৯] সূরা আল হাজ্জ ২২:৭৭, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৭

৮-৯. প্রথম ও দ্বিতীয় সিজদা ও তাতে ধীরস্থিরতা[১৬১]

১০-১১. দু' সিজদার মাঝে বসা ও তাতে ধীরস্থিরতা[১৬২]

১২. শেষ বৈঠকে বসা ও তাতে তাশাহুদ পাঠ করা[১৬৩]

১৩. শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দুরূদ পাঠ করা[১৬৪]

১৪. ডানদিকে সালাম ফিরানো: বিশুদ্ধ মতে সালামে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ। বলাই যথেষ্ট। তবে ডানে ও বামে পূর্ণ করে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ। বলা উত্তম।[১৬৫]

[আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, ছুহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

[২] ছ্বলাতের ওয়াজিব সমূহ:

১-৩. (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সকল তাকবীর) স্থানান্তরের সময় তাকবীর اللهُ أَكْبَرُ [আল্লাহ মহান] বলা, রুকু থেকে ওঠে ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনেন] বলা ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। [হে আমাদের প্রতিপালক সব প্রশংসা তোমার] বলা।[১৬৬]

৪-৫. ছ্বলাতের মাঝে (তিন বা চার রাকাআত ছ্বলাতে) বৈঠক (প্রথম তাশাহুদের জন্য বসা) ও তাশাহুদ পাঠ।[১৬৭]

---

[১৬০] ছুহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ছুহীহ মুসলিম হা/৩৯৭, ছুহীহ : আবূ দাউদ হা/৮৫৫, তিরমিযী হা/২৬৫, ইবনে মাজাহ হা/৮৭০

[১৬১] সূরা আল হাজ্জ ২২ :৭৭, ছুহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ছুহীহ মুসলিম হা/৩৯৭

[১৬২] ছুহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ছুহীহ মুসলিম হা/৩৯৭, ছুহীহ : আবূ দাউদ হা/৮৫৫, তিরমিযী হা/২৬৫, ইবনে মাজাহ হা/৮৭০

[১৬৩] ছুহীহ বুখারী হা/৮৩১, ছুহীহ মুসলিম হা/৪০২

[১৬৪] ছুহীহ : আবূ দাউদ হা/১৪৮১, তিরমিযী হা/৩৪৭৭

[১৬৫] হাসান : আবূ দাউদ হা/৬১, তিরমিযী হা/৩, ইবনে মাজাহ হা/২৭৫

[১৬৬] ছুহীহ বুখারী হা/৭৮৯, ছুহীহ মুসলিম হা/৩৯২।

[১৬৭] হাসান: আবূ দাউদ হা/৮৬০, আল ইরওয়া আল গালীল হা/৩৩৬।

৬. রুকুতে পঠিতব্য যিকর বা দু'আ।[১৬৮]

৭. সিজদায় পঠিত যিকর বা দু'আ।[১৬৯]

৮. সালামের পূর্বে চারটি বিষয় হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

যখন তোমাদের কেউ ছ্বলাতের শেষ (বৈঠকের) তাশাহুদ পাঠ হতে অবসর হয়, তখন সে যেন আল্লাহ তা'আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে- জাহান্নামের শাস্তি হতে, কবরের শাস্তি হতে, জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় হতে এবং কানা দাজ্জালের অনিষ্ঠ হতে।[১৭০]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

হে আল্লাহ আমি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৭১]

[আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

[৩] পঠিত সুন্নাত সমূহ:

১। ছ্বলাত শুরুর দু'আ বা ছানা পাঠ।[১৭২]

---

[১৬৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭২

[১৬৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭২

[১৭০]. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮৮, আবূ দাউদ হা/৯৮৩, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৯৬৭, ইবনে মাজাহ হা/৯০৯।

[১৭১]. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ ১৫৪২, নাসাঈ ৫৫১৪, ইবনে মাজাহ ৩৮৪০, মুয়াত্তা মালিক।

[১৭২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৮, আবূ দাউদ হা/৭৮১, ইবনে মাজাহ হা/৮০৫

২. কুরআন পাঠের পূর্বে আঊযুবিল্লাহ বলা।[১৭৩]

৩. ছানা ও আউযুবিল্লাহ পাঠ করার পরে এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম নীরবে পাঠ করা মুস্তাহাব।

আর বিস্‌মিল্লাহ সূরা ফাতিহার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা দু'সূরার মধ্যবর্তী আয়াত, কিন্তু সূরা আনফাল ও সূরা আত-তাওবার মধ্যবর্তী নয়। মিসকুল খিতাম ১/৫০১।

৪. সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা।[১৭৪]

৫। প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহার পর (অন্য সূরা) কুরআন পাঠ করা।[১৭৫]

৬। রুকূ হতে দাঁড়ানোর পর এবং سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ। رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার পর পঠিতব্য যিকর বা দু'আ।[১৭৬]

৭। দু'সিজদার মাঝে পঠিতব্য দু'আ।[১৭৭]

৮। প্রথম তাশাহুদের পর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করা।[১৭৮]

৯। দ্বিতীয় তাশাহুদের (শেষ বৈঠকে) পরে পঠিতব্য অন্যান্য দু'আ মাছুরা।

১০। দ্বিতীয় (বামে) সালাম ফিরানো।[১৭৯]

১১। সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য যিকর ও দু'আ।[১৮০]

---

[১৭৩] সূরা আন নাহল ১৬ :৯৮, আবূ দাউদ হা/৭৭৫, তিরমিযী হা/২৪২

[১৭৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১৮, আবূ দাউদ হা/৮০১, ৯৩২, ইবনে মাজাহ হা/৮৫৫, তিরমিযী হা/২৩২, ২৪৮

[১৭৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৭৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৫১, ৪৫২,, আবূ দাউদ হা/৭৯৮

[১৭৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯৯,, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৭৬, ৪৭৮,।

[১৭৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৯৭, আবূ দাউদ হা/৮৫০, তিরমিযী হা/২৮৪, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৭৪৪, আল্লামা আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

[১৭৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৪৬

[১৭৯] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৯৯৬, ইবনে মাজাহ হা/৯১৪, ৯১৯, তিরমিযী হা/২৯৫, ২৯৬

[আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, ছুহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

[৪] কর্মগত সুন্নাতসমূহঃ

১। ছ্বলাতের জন্য সুতরাহ গ্রহণ করা।[১৮১]

২। তাকবীরে তাহ্‌রীমা, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু হতে উঠার সময় এবং প্রথম তাশাহুদের বৈঠক থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন বা দু'হাত উত্তোলন করা।[১৮২]

৩। ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা।[১৮৩]

৪। সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা।[১৮৪]

৫। রুকুতে পিঠ সোজা ও সমান ভাবে রাখা, মাথাকে উঁচু অথবা নীচু না করা, হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে হাতের তালু দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে দু'হাঁটু শক্ত করে ধরা এবং হাতের দু'বাহুকে দু'পার্শ্ব থেকে দূরে রাখা।[১৮৫]

৬। সিজদার সময় দু'হাঁটুর আগে দু'হাত মাটিতে রাখা।[১৮৬]

৭। সিজদার সময় (সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা) কপাল, নাক ও দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটিতে রাখা। আর দু'হাতকে দু'পাঁজর থেকে দূরে রাখা। দু'হাতের তালুকে দু'কাঁধ অথবা দু'কান বরাবর রাখা। দু'কনুই মাটি থেকে উঁচু করে রাখা, দু'পায়ের অগ্রভাগকে খাড়া করে

---

[১৮০] ছুহীহ মুসলিম হা/৫৯১, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৬, ছুহীহ বুখারী হা/২৮২২, ৮৪৪

[১৮১] সহীহ: আবূ দাউদ হা/৬৯৫

[১৮২] ছুহীহ বুখারী হা/৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৯,, ছুহীহ মুসলিম হা/৩৯০, ৩৯১।

[১৮৩] ছুহীহ বুখারী হা/৭৪০

[১৮৪] হাকিম হা/১৭৬১, ছুহীহ আলবানী। বাইহাকী ৫/১৫৮, ছুহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৩০১২।

[১৮৫] ছুহীহ বুখারী হা/৮২৮, ছুহীহ মুসলিম হা/৪৯৮, আবূ দাউদ হা/৭৩৪, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩,৭৩৪, ৭৩৫, ইবনে মাজাহ হা/৮৬২, ৮৬৩, তিরমিযী হা/২৬০, ৩০৪, ৩০৫

[১৮৬] আবূ দাউদ হা/৮৪০, বুখারী ৮০৩ নং হাদীসের অধ্যায়, নাসাঈ হা/১০৯১, ছুহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৬২৭, হাসান সনদে।

রাখা, দু'পায়ের গোড়ালীকে পাশাপাশি মিলিয়ে রাখা এবং দু'হাত ও দু'পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখা।[১৮৭]

৮। দু'সিজদার মাঝের বৈঠকে ডান পায়ের আঙ্গুল (সম্মুখ ভাগকে) খাড়া করে রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা।[১৮৮]

৯। দু'সিজদার মাঝের বৈঠককে দীর্ঘ করা।[১৮৯]

১০। সিজদার পর দ্বিতীয় রাক'আত এবং চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে বসা (জালসাতুল ইস্তিরাহাত)।[১৯০]

১১। নতুন রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় মাটির উপর দু'হাত রেখে ভর দেয়া।[১৯১]

১২। প্রথম তাশাহুদে 'ইফতিরাশ' করে বসা এবং শেষ তাশাহুদের ক্ষেত্রে 'তাওয়াররুক' করে বসা:[১৯২]

ইফতিরাশ হল: ডান পায়ের অগ্রভাগ খাড়া করে 'বাম পা' এর উপরে বসা।

আর তাওয়াররুক হল: ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে (ডান পায়ের তলা দিয়ে) বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে বাম নিতম্ব মাটিতে রেখে বসা।

শুধু দু'রাক'আত বিশিষ্ট ছ্বলাত যেখানে একটি মাত্র তাশাহুদ হবে সে ক্ষেত্রে ইফতিরাশ করে বসা সুন্নাত।

১৩। তাশাহুদ বৈঠকের প্রথম থেকে সালাম ফিরানোর পূর্বে শেষ দু'আ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা।[১৯৩]

---

[১৮৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮০৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৯৪, ৪৯৫, আবূ দাউদ হা/৭৩৪, ৭৩৫, তিরমিযী হা/২৬০

[১৮৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৯৮, আবূ দাউদ হা/৭৮৩।

[১৮৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৭৩, আবূ দাউদ হা/৮৫৩।

[১৯০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৩

[১৯১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৪

[১৯২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৮, আবূ দাউদ হা/৯৬৪, তিরমিযী হা/২৯৩।

[১৯৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮০, নাসাঈ হা/১১৬০

[৫] সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য যিকরসমূহ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাত সমাপ্ত করার পর তিনবার ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) পাঠ করতেন।[১৯৪] অর্থাৎ বলতেন:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

(আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি -তিনবার)। অতঃপর বলতেন,

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়। তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন। তুমি বরকতময়; হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।[১৯৫]

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা করো, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না। আর কোনো সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না।[১৯৬]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। তারই নিয়ামত, তারই অনুগ্রহ এবং তারই উত্তম প্রশংসা।

---

[১৯৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯১, ইবনে মাজাহ হা/৯২৮, তিরমিযী হা/৩০০, নাসাঈ হা/১৩৩৭।

[১৯৫] ছ্বহীহ মুসলিম ৫৯১

[১৯৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৩, আবূ দাউদ হা/১৫০৫, নাসাঈ হা/১৩৪১।

আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। দীনকে আমরা একনিষ্ঠভাবে তারই মনে করি, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।[১৯৭]

যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) ছ্বলাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পরম পবিত্র), ৩৩ বার আল হামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ) পাঠ করবে। আর এতে মোট নিরানব্বই বার হবে এবং একশত পূর্ণ হওয়ার জন্য বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক, নেই, তাঁরই জন্য বিশ্বের সার্বভৌমত্ব, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপরে অধিক ক্ষমতাবান'। তার (বিগত) অপরাধ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা (আধিক্যের দিক দিয়ে) সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।[১৯৮]

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছ্বলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা হতে পারে না।[১৯৯]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ছ্বলাতের পরে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠ করতে আদেশ করেছেন।[২০০]

[আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

---

[১৯৭] সহীহ মুসলিম (৫৯৪), সুনানে নাসাঈ ১৩৩৯।

[১৯৮] সহীহ মুসলিম (৫৯৭), মুসনাদে আহমাদ ৮৮৩৪, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৭৫০, সহীহ ইবনে হিব্বান ২০১৬।

[১৯৯] ইবনু সুন্নী সনদ হাসান, বুলুগুল মারাম, ইবনে কাসীর।

[২০০] আবূ দাউদ (১৫২৩), মুসনাদে আহমাদ ১৭৭৯২, নাসাঈ (১৩৩৬), সনদ হাসান।

[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

পঞ্চম অধ্যায়: কখন ছলাত বাতিল হয়, আর কাদের থেকে ছলাত মাফ হয়ে যায়?

[الفصل الأول: مبطلات الصلاة]

প্রথম পরিচ্ছেদ: ছলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ।

ছলাত বিনষ্ট হয় কথা বলা,[২০১] যেটা ছলাতের অন্তর্ভুক্ত নয় তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা, ইচ্ছাকৃতভাবে ছলাতের কোন শর্ত বা রুকুন ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে।[২০২]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

ছলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

১। যে হাদাসে (অপবিত্রতা) উযূ নষ্ট হয় তা নিশ্চিতভাবে জানতে পারলে।[২০৩]

২। বিনা কারণে ছলাতের শর্তসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি শর্ত বাদ দেয়া অথবা রুকন (ফরয) সমূহের মধ্য থেকে কোন একটি রুকন বাদ দেয়া।[২০৪]

৩। ইচ্ছাকৃত খাওয়া ও পান করা।[২০৫]

৪। ছলাতে সংশোধন করা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা।[২০৬]

৫। উচ্চস্বরে হাসা।[২০৭]

---

[২০১] ছহীহ বুখারী হা/৪৫৩৪, ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, ৫৩৯

[২০২] ছহীহ বুখারী হা/১৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/২২৫

[২০৩] ছহীহ বুখারী হা/১৩৭, ছহীহ মুসলিম হা/৩৬১

[২০৪] ছহীহ বুখারী হা/৭৯৩, ছহীহ মুসলিম হা/৩৯৭, আবূ দাউদ হা/১৭৫

[২০৫] আল ইজমা, ইবনে মুনজির ই/৪৭-৪৮

[২০৬] ছহীহ বুখারী হা/১২০০, ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৯।

৬। মহিলা, গাধা ও কালো কুকুর মুসল্লি ও সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা।[২০৮]

[আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, ছুহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ কাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত ফরয আর কাদের থেকে তা মাফ হয়ে যায়?

- ❖ যে শরী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় (ভালো মন্দের পার্থক্য করার বয়সে উপনীত হয়নি) তার ওপর ছলাত ফরয নয়।[২০৯]
- ❖ আর যে ইশারা করতেও সক্ষম নয় অথবা যে সংজ্ঞাহীন থাকে, এমনকি অবশেষে ছলাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এমন ব্যক্তি থেকে ছলাত মাফ হয়ে যায়।[২১০]
- ❖ আর অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছলাত আদায় করবে, না পারলে বসে, আর তাও না পারলে এক পাশের ওপর ভর দিয়ে ছলাত আদায় করবে।[২১১]

---

[২০৭] হাসান: মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩৭৭৪, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা (১/৩৮৭)।

[২০৮] ছুহীহ মুসলিম হা/৫১০

[২০৯] ছুহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৩৯৮, নাসাঈ হা/৩৪৩২, ইবনে মাজাহ হা/২০৪১

[২১০] ছুহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৩৯৮, নাসাঈ হা/৩৪৩২, ইবনে মাজাহ হা/২০৪১

[২১১] ছুহীহঃ বুখারী হা/১১১৭

[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

ষষ্ঠ অধ্যায়: নফল ছ্বলাত।

নফল ছ্বলাত হলো:

১. যূহরের আগে চার রাকাআত আর পরে চার রাকাআত

২. আসরের আগে চার রাকাআত

৩. মাগরিবের পরে দুই রাকাআত

৪. ইশার পরে দুই রাকাআত

৫. ফজরের আগে দুই রাকাআত

৬. যোহা বা চাশতের ছ্বলাত[২১২]

৭. রাতের ছ্বলাত (তাহাজ্জুদ) আর এর সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো তের রাকআত[২১৩]

৮. শেষ রাতে বিতরের ছ্বলাত[২১৪]

৯. তাহিয়্যাতুল মাসজিদ[২১৫]

১০. ইস্তেখারার ছ্বলাত[২১৬]

১১. আযান ও ইকামাতের মাঝে দুই রাকাআত ছ্বলাত।[২১৭]

---

[২১২] ছ্বহীহ: বুখারী হা/১১০৩ এবং মুসলিম হা/৩৩৬

[২১৩] ছ্বহীহ: বুখারী হা/১১৪৭, ১১৭০ এবং মুসলিম হা/৭৩৮

[২১৪] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৪৭২, ৯৯০, ৯৯৮ এবং মুসলিম হা/৭৪৯, ৭৫১

[২১৫] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৪৪৪ এবং মুসলিম হা/৭১৪

[২১৬] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৬৩৮২

[২১৭] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৬২৪ এবং মুসলিম হা/৮৩৭

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

যুহরের সুন্নাতের তিনটি পদ্ধতি:

প্রথম পদ্ধতি: ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত। যেমন ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ

আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে দশ রাক'আত ছ্বলাত স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছি। দু'রাক'আত যুহরের পূর্বে, দুই রাক'আত তার পরে। আর দুই রাক'আত মাগরীবের পরে বাড়ীতে, দুই রাক'আত ইশার পর বাড়ীতে এবং দুই রাক'আত ফজরের পূর্বে।[২১৮]

দ্বিতীয়: যুহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত:

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

রসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুহরের পূর্বের চার রাক'আত ছ্বলাত (কখনও) বাদ দিতেন না।[২১৯]

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে রসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নফল ছ্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، –، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

তিনি বললেন: তিনি যুহরের পূর্বে বাড়ীতে চার রাক'আত এবং পরে দু'রাক'আত আদায় করতেন।[২২০] উম্মে হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

---

[২১৮]. ছ্বহীহ: বুখারী হা/১১৭২, ১১৮০, মুসলিম হা/৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী হা/৪৩৩, ইবনে খুযাইমা হা/১১৯৭।

[২১৯]. ছ্বহীহ: বুখারী (১১৮২), ইবনে আবী শাইবা ৫৯৭২, দারিমী ১৪৭৯, আবূ দাউদ ১২৫৩, নাসাঈ ১৭৫৮।

[২২০]. ছ্বহীহ: মুসলিম (৭৩০), আহমাদ (২৪০১৯), আবূ দাউদ ১২৫১, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা ১১৯৯।

তৃতীয় পদ্ধতি: যুহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে চার রাক'আত।

উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছ্বলাত পড়বে মহান আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।[২২১]

আছরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত প্রমাণিত নয়।[২২২] তবে আসরের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত ছ্বলাত পড়া মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ

প্রত্যেক দু'আযানের মাঝে ছ্বলাত রয়েছে। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। (তারপর বলেন) যে চায় তার জন্য।[২২৩]

[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

সপ্তম অধ্যায়: জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায় করা।

❖ এটি হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহর অন্তর্ভুক্ত।[২২৪]

---

[২২১]. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ (১২৬৯), তিরমিযী (৪২৮), নাসায়ী (১৮১৬), ইবনু মাজাহ (১১৬০), আহমাদ (২৭৪০৩), হাকেম (১/৩১২) এ হাদীসের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে সব সনদেই হাদীসটি ছ্বহীহ।

[২২২]. যঈফ: আবূ দাউদ হা/১২৭১, তিরমিযী হা/৪৩০। আল্লামা আলবানী হাসান বলেছেন।

[২২৩]. ছ্বহীহ: বুখারী হা/৬২৪ এবং মুসলিম হা/৮৩৮, ইবনে মাজাহ হা/১১৬২, আবূ দাউদ হা/১২৮৩, তিরমিযী হা/১৮৫, নাসাঈ হা/৬৮১।

[২২৪] আলেমগণ এ মাসআলায় চারটি মত ব্যক্ত করেছেন: প্রথম- পুরুষের জন্য ফরযে আইন, দ্বিতীয়- ফরযে আইন এবং জামা'আত ছাড়া ছ্বলাত হবে না, তৃতীয়- ফরযে কেফায়া, চতুর্থ- সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে প্রথম মতটি (পুরুষের জন্য ফরযে আইন) অগ্রগণ্য। মুসলিম হা/৬৫১, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতের পক্ষের দলীল যঈফ। চতুর্থ মতের পক্ষে দলীল হচ্ছে: বুখারী হা/৬৪৫, মুসলিম হা/৬৫০। ফাতহুল আল্লাম।

❖ দুই জনের মাধ্যমেও জামা'আত হয়।[২২৫]

❖ একত্রিত লোকজনের সংখ্যা বেশি হলে ছওয়াবও বেশি হবে।[২২৬]

❖ অধিক উত্তম ব্যক্তি যদি তার চেয়ে কম উত্তম ব্যক্তির পিছনেও ছলাত আদায় করে তবে তা বিশুদ্ধ হবে।[২২৭]

❖ উত্তম লোকদের মধ্য থেকে ইমাম হওয়াই অধিক উপযোগী।

❖ পুরুষরা নারীদের ইমামতি করবে, এর বিপরীতটা নয় (অর্থাৎ নারীরা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না)।[২২৮]

❖ ফরয ছলাত আদায়কারী নফল ছলাত আদায়কারীদের ইমামতি করতে পারবে এবং এর বিপরীতটাও করা যাবে।

❖ ছলাতকে বাতিল করে এমন বিষয়ে ছাড়া অন্য বিষয়ে ইমামের অনুসরণ করা ফরয।[২২৯]

❖ আর কোন লোক এমন লোকজনের ইমামতি করবে না, যারা তাকে অপছন্দ করে।[২৩০]

❖ তাদেরকে নিয়ে হালকাভাবে ছলাত আদায় করবে।[২৩১]

❖ শাসক ও স্থানীয় ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার দিবে। তারপর যিনি অধিক কুরআন জানেন, তারপর যিনি বেশি জ্ঞানী, তারপর যিনি বয়সে বড় তাকে অগ্রাধিকার দিবে।[২৩২]

❖ ইমামের ছলাতে কোন ত্রুটি হলে সেটি তার ওপর বর্তাবে, মুক্তাদীর ওপরে নয়।[২৩৩]

---

[২২৫] ছহীহ বুখারী হা/১৩৮, ৬৯৮, ছহীহ মুসলিম হা/৭৬৩।

[২২৬] হাসান : আবূ দাউদ হা/৫৫৪

[২২৭] ছহীহ বুখারী হা/৬৮৪, ছহীহ মুসলিম হা/৪২১।

[২২৮] ছহীহ বুখারী হা/৩৬২, ৩৮০, ছহীহ মুসলিম হা/৪৪১, ৬৫৮।

[২২৯] ছহীহ বুখারী হা/৩৭৮, ৭২২, ছহীহ মুসলিম হা/৪১১, ৪১৪।

[২৩০] যঈফ: আবূ দাউদ হা/৫৯৩, তিরমিযী হা/৩৫৮, ৩৬০, ইবনে মাজাহ হা/৯৭০

[২৩১] ছহীহ বুখারী হা/৭০১, ছহীহ মুসলিম হা/৪৬৫।

[২৩২] ছহীহ মুসলিম হা/৬৭৩।

- ❖ মুক্তাদীদের দাঁড়ানোর স্থান হলো ইমামের পিছনে। তবে মুক্তাদী একজন হলে সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে।[২৩৪]
- ❖ আর মহিলা ইমামের স্থান হলো কাতারের মাঝে।
- ❖ পুরুষদের কাতারকে আগে দিতে হবে, তারপর ছোট ছেলেদের কাতার, তারপর নারীদের কাতার।[২৩৫]
- ❖ অধিক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই প্রথম কাতারের বেশি হকদার।[২৩৬]
- ❖ জামা'আতে উপস্থিত ব্যক্তিদের কর্তব্য হলো তারা কাতার সোজা করবে, মাঝের ফাঁকা স্থান বন্ধ করবে, প্রথমে প্রথম কাতার পুরা করবে, তারপর পরের কাতার, এভাবে চলবে।[২৩৭]

الباب الثامن: باب سجود السهو

অষ্টম অধ্যায়: সিজদায়ে সাহু

সেটি হলো তাকবীরে তাহরীমা (তাকবীর), তাশাহুদ[২৩৮] ও সালামসহ সালামের আগে অথবা পরে দু'টি সিজদা দেয়া।[২৩৯] সিজদায়ে সাহু শরী'আত সম্মত হলো, কোন সুন্নাত কাজ ত্যাগ করলে, ছলাতে ভূলবশত কোন কিছু বাড়িয়ে দিলে, যদিও তা এক রাকাআত হয়, রাকাআত সংখ্যার

---

[২৩৩] ছহীহ বুখারী হা/৬৯৪

[২৩৪] ছহীহ মুসলিম হা/৩০১০, ছহীহ বুখারী হা/৩৬১।

[২৩৫] যঈফ: আবূ দাউদ হা/৬৭৭, ইবনে মাজাহ হা/৪১৭।

[২৩৬] ছহীহ মুসলিম হা/৪৩২।

[২৩৭] ছহীহ বুখারী হা/৭১৮, ৭৩২, ছহীহ মুসলিম হা/৪৩৩, ৪৩৬।

[২৩৮] সাজদায়ে সাহূর জন্য শুধু তাকবীরই যথেষ্ট। আর সাহু সিজদায় তাশাহুদ পাঠের হাদীস যঈফ। সাজদায়ে সাহু হল একটি পূর্ণাঙ্গ রাকআতের দুটি সাজদাহর ন্যায় দুটি সাজদাহ। যেখানে প্রত্যেক মাথা নত ও উত্তোলনের সময় তাকবীর দিবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে। সে সাজদাহ সালামের পূর্বে হোক বা পরে হোক একই বিধান। ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

[২৩৯] ছহীহ বুখারী হা/৪৮২, ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৩।

বিষয়ে সন্দেহ করলে।[২৪০] ইমাম সিজদা করলে মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করবে।[২৪১]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

১. সাহু অর্থ ভুল করা। আর সিজদাহ দেয়ার তিনটি কারণ নিহিত রয়েছে: ছ্বলাতের মাঝে কোনো কিছু বৃদ্ধি হওয়ার কারণে অথবা ছ্বলাতের কোনো কিছু ঘাটতি হওয়ার কারণে অথবা কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে।

২. সাহু সিজদা সালামের আগে দেয়া বা পরে দেয়া দুটোই জাযেয। তবে উত্তম হলো ছ্বলাতে কমতি/ঘাটতি হলে সালামের আগে, আর ছ্বলাতে বাড়তি হলে সালামের পরে দেয়া। আর সন্দেহ হলে আগে বা পরে উভয়ই করা।

৩. জানাযার ছ্বলাত ও তিলাওয়াতে সিজদায় সাহু সিজদা নেই।

৪. ছ্বলাতে ভুলবশত কোন রুকন/ফরয যে রাক'আতে ছুটে যাবে শুধু সে রাক'আত বাতিল হবে, পুরো ছ্বলাত বাতিল হবে না, তারপর ভুলের জন্য সাহু সিজদা দিতে হবে।

৫. ছ্বলাতে ভুলবশত কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

৬. ছ্বলাতে ভুলবশত কোন মুস্তাহাব/সুন্নাত ছুটে গেলেও সাহু সিজদা দেয়া মুস্তাহাব। মিসকুল খিতাম, ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

নবম অধ্যায়: ছুটে যাওয়া ছ্বলাতের কাযা করা।

❖ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ছ্বলাত পরিত্যাগ করে, কোন ওযরের কারণে নয়, তাহলে আল্লাহর ঋণ কাযা করারই অধিক হকদার।[২৪২]

---

[২৪০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৭১।

[২৪১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪১৪।

[২৪২] অন্যমতে সময় শেষ হওয়ার পর বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে ছ্বলাত ত্যাগ করলে তার উপর কাযা ওয়াজিব নয়। বরং তার ছ্বলাতই বিশুদ্ধ হবে না। (শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী ও মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন এ

❖ যদি কোন ওযরের কারণে হয়, তাহলে সেই ছলাতের কোন কাযা নেই। বরং ওযরের সময় চলে গেলেই তা আদায় করে নিবে, তবে ঈদের ছলাত ছাড়া।[২৪৩] কেননা সেটি দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ পরবর্তী দিনে) আদায় করবে।[২৪৪]

[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

দশম অধ্যায়: জুমুআর ছলাত।

❖ প্রত্যেক শরী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর জুমুআর ছলাত ফরয।[২৪৫]

❖ তবে মহিলা, দাস, মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর ফরয নয়।[২৪৬]

❖ এটি অন্যান্য ছলাতের মতোই। এতে ছলাতের আগে দু'টি খুতবা দেয়া শরী'আত সম্মত হওয়া ছাড়া আর কোন ব্যতিক্রম নেই।[২৪৭]

❖ এর ওয়াক্ত হলো যূহরের ওয়াক্তের সময়।[২৪৮]

❖ যারা (জুমুআর ছলাতে) উপস্থিত হবে তাদের কর্তব্য হলো, তারা মানুষের কাধ ডিংগিয়ে যাবে না, দুই খুতবার সময়ে চুপ থাকবে।[২৪৯]

মতটিকে উত্তম বলেছেন।) কোন ব্যক্তি তার জীবনের দীর্ঘ সময় ছলাত আদায় করেনি, অতঃপর আল্লাহর নিকটে তাওবা করল ও দীনের উপর অটল রইল, তাহলে সে অতীতে ছুটে যাওয়া ছলাত আদায় করবে না। বরং তার উপর অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হচ্ছে, আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রর্থানা করা, বেশি বেশি সৎ আমল করা ও নফল ছলাত আদায় করা। ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

[২৪৩] ছহীহ: বুখারী হা/৫৯৭, ৫৯৫, মুসলিম হা/৬৮১, ৬৮৪

[২৪৪] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১১৫৭

[২৪৫] সূরা আল জুমুআহ :৯, মুসলিম হা/৬৫২।

[২৪৬] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/১০৬৭।

[২৪৭] ছহীহ বুখারী হা/৯২০, ছহীহ মুসলিম হা/৮৬১।

[২৪৮] ছহীহ বুখারী হা/৩৯৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/৮৬০।

[২৪৯] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/১১১৮, বুখারী হা/৩৯৪, মুসলিম হা/৮৫১।

❖ মুছল্লীর জন্য মুস্তাহাব হলো, সকাল সকাল আসা, সুগন্ধি লাগানো, সৌন্দর্যতা অবলম্বন করা এবং ইমামের নিকটবর্তী হওয়া।[২৫০]

❖ যে ব্যক্তি জুমুআর ছলাতের এক রাকাআত পেল, সে যেন পুরো ছলাতই পেলো।[২৫১]

❖ আর ঈদের দিনে জুমুআর ছলাতের ছাড় রয়েছে।[২৫২]

[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

একাদশ অধ্যায়: দুই ঈদের ছলাত।

❖ ঈদের ছলাত হলো দুই রাকাআত।[২৫৩]

❖ কিরাআতের আগে প্রথম রাকাআতে সাত তাকবীর আর দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে।[২৫৪]

❖ আর ছলাতের পরে খুতবা দিতে হবে।[২৫৫]

❖ এই ছলাতের জন্য মুস্তাহাব হলো:

---

[২৫০] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/১১০৮।

[২৫১] ছহীহ: নাসাঈ হা/৫৫৭, ইবনে মাজাহ হা/১১২৩।

[২৫২] ইচ্ছা করলে জুমুআর ছলাত আদায় না করে যূহরের ছলাত আদায় করতে পারে। আবূ দাউদ হা/১০৭০, ইবনে মাজাহ হা/১৩১০, নাসাঈ হা/১৫৯১।

[২৫৩] ছহীহ: নাসাঈ হা/১৪২০, ইবনে মাজাহ হা/১০৬৩, আল ইরওয়া হা/৬৩৮।

[২৫৪] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/১১৫০, ইবনু মাজাহ হা/১২৮০।

[২৫৫] ইমাম ঈদের ছলাতের পর মিম্বারের উপর নয়, বরং জমিনের উপর দাঁড়িয়ে, দুইটি নয়, বরং একটি খুতবা প্রদান করবেন। আর এটিই সুন্নাত। এভাবেই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীন করতেন। দুইটি খুতবা প্রদান করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ। দেখুন, ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬০৭, বুখারী হা/৯৬২, মুসলিম হা/৮৮৪। ঈদের ছলাতের পর খুতবা প্রদান করা ও খুতবা শোনা মুস্তাহাব। খুতবায় উপস্থিত থাকার জন্য জনগণকে ইচ্ছাধীন করে দেয়া। যে পছন্দ করে সে খুতবার জন্য অপেক্ষা করুক এবং যে চলে যেতে পছন্দ করে সে চলে যাক। ছহীহ: আবূ দাউদ হা/১১৫৫, নাসায়ী ৩/১৮৫, ইবনু মাজাহ হা/১২৯০।

১. সৌন্দর্যতা অবলম্বন করা[২৫৬]

২. খোলা ময়দানে ছলাত আদায় করা[২৫৭]

৩. রাস্তা পরিবর্তন করা[২৫৮]

৪. ঈদুল ফিতরের দিন ছলাতে যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া, কিন্তু ঈদুল আযহাতে নয়।[২৫৯]

❖ ঈদের ছলাতের ওয়াক্ত হলো সূর্য এক বর্শা পরিমাণ (প্রায় ৩ মিটার) উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্য পশ্চিমকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত।[২৬০] অর্থাৎ সূর্য সাদা হওয়ার পর থেকে সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত।

❖ এই ছলাতের কোন আযানও নেই আবার কোন ইকামাতও নেই।[২৬১]

الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

দ্বাদশ অধ্যায়: ছলাতুল খওফ বা ভয়ভীতির ছলাত।

❖ রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই ছলাত আদায় করেছেন। পদ্ধতিগুলোর যেকোনটিতে ছলাত আদায় করলেই তা যথেষ্ট হবে।[২৬২]

---

[২৫৬] ছহীহ: বুখারী হা/৮৮৬, মুসলিম হা/২০৬৮। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

[২৫৭] ঈদমাঠে ঈদের ছলাত আদায় করা মুস্তাহাব। মিসকুল খিতাম ২/১০৪।

[২৫৮] ছহীহ: বুখারী হা/৯৮৬। ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব, বিনা প্রয়োজনে আরোহন না করা। হাসান: ছহীহ ইবনু মাজাহ, আলবানী) হা/১০৭১।

[২৫৯] হাসান: তিরমিযী হা/৫৪২, ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬, আহমাদ ৫/৩৫২।

[২৬০] অর্থাৎ সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ মিনিটি পর হতে শুরু হয়। ইবনু আবেদীন (১/৫৮৩) দাসুকী (১/৩৯৬) কাশফুল কান্না (২/৫০), ফিক্বহুস সুন্নাহ।

[২৬১] ছহীহ বুখারী হা/৯৬০, ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৬। **ঈদের ছলাতের আগে ও পরে কোন সুন্নাত (ছলাত) নেই।** ছহীহ: বুখারী হা/৯৮৯, তিরমিযী হা/৫৩৭, নাসায়ী ৩/১৯৩, ইবনু মাজাহ হা/১২৯১।

[২৬২] ছহীহ: বুখারী হা/৪১২৬, ৯৪২, মুসলিম হা/৮৪৩, ৮৩৯, ৮৪০।

❖ যখন ভয় খুব বেশি হতো এবং যুদ্ধ শুরু হতো, তখন তিনি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটতে হাঁটতে এবং বাহনে চড়ে ছলাত আদায় করতেন, যদিও তা কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে হয় এবং যদিও তা ইশারার মাধ্যমেও হয়।[২৬৩]

الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ সফরের ছলাত।

❖ যে ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করে যখন সে তার শহর থেকে বের হবে তখন তার জন্য কসর করা ওয়াজীব।[২৬৪]

❖ যদিও সেই দুরুত্ব এক বারীদের[২৬৫] কম হয়।

❖ যদি কোন শহরে (সফরে কতদিন থাকবে সেই দিন সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে) অনিশ্চয়তার মাঝে থাকে তাহলে বিশ দিন পর্যন্ত কসর করবে, তারপর পুরো ছলাত আদায় করবে।[২৬৬]

---

[263] ছহীহঃ বুখারী হা/৮৩৯, মুসলিম হা/৪৫৩৫।

[২৬৪] ছহীহ বুখারী হা/৩৫০, ১১০২, ৩৯৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/৬৮৫, ৬৮৯।

[২৬৫] ১ বারীদ= ৪ ফারসাখ, আর ১ ফারসাখ= ৩ মাইল=৫.৫৪৪ কি.মি., সুতরা ১ বারীদ= ১২ মাইল। ১ মাইল =১.৮৪৮ কি.মি। অতএব ১২ মাইল =২২.১৭৬ কি. মি.। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ দূরের কোন সফরে বের হতেন তখন দু'রাকআত ছলাত আদায় করতেন। ছহীহ মুসলিম হা/৬৯১। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের সবচেয়ে ছহীহ ও স্পষ্ট কথা এটি। ১ ফারসাখ বা ৩ মাইল=৫.৫৪৪ কি.মি. বা ৩ ফারসাখ বা ৯ মাইল =১৬.৬৩২ কি.মি.। অতএব ৯ মাইল সবচেয়ে কম দূরত্ব যেখানে ছলাত কসর করা হয়। [মক্কা ও আরাফার দূরত্ব প্রায় ১ বারীদ বা ৪ ফারসাখ যেখানে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসর করেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৪, ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ।]

[২৬৬] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১২৩৫। সফরের নেতৃত্ব শুরু হয় সফর চলাকালীন, আর তা শেষও হয় সফরের দ্বারা। যখন তুমি কোনো শহরে উপনীত হয়ে সেখানে বিশদিনের অতিরিক্ত সময় অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন সেখানে কোনো নেতৃত্ব কার্যকর হবে না এবং পূর্ণ ছলাত আদায় করতে হবে।

❖ যদি চারদিন (অথবা এর চেয়ে বেশি দিন) থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে, তাহলে চারদিন পরে পুরো ছলাত আদায় করবে।[২৬৭]

❖ সে এক আযান ও দুই ইকামাত দিয়ে চাই তা অগ্রীম সময়ে একত্রে আদায় করা হোক অথবা বিলম্বে একত্রিত করা হোক দুটোই করতে পারবে।[২৬৮]

[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

চতুর্দশ অধ্যায়: ছলাতুল কুসুফাইন বা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ছলাত।

❖ সেটি হলো সুন্নাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা)।[২৬৯]

❖ এর পদ্ধতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অধিক ছহীহ বর্ণনা মতে, এটি দুই রাকাআত, প্রতি রাকাআতে দুই রুকু।[২৭০]

❖ (প্রতি রাকাআতে) তিন, চার এবং পাঁচটি রুকু করা সম্পর্কেও বর্ণনা এসেছে।[২৭১]

❖ দুই রুকুর মাঝখানে যতটুক সম্ভব কিরাআত করবে।[২৭২]

আর যখন তুমি কোনো শহরে উপনীত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিবে যে, যখন তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে, তখন তুমি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। তাহলে তুমি সেখানে এক বা দুই অথবা তিন অথবা চার অথবা পাঁচ মাস অবস্থান করলেও তোমার উক্ত সময়কে সফরের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হবে। সুতরাং এই নেতৃত্ব শুরু হবে সফর চলাকালে আর শেষ হবে সফরের দ্বারা।

আর বিদেশে পড়ালেখা করার উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ যখন যাত্রা করে, তখন তাদেরকে অনেকেই মুসাফির বলে ফতোয়া দেন, যা সঠিক নয়। কারণ, সে আভিধানিক, সামাজিক ও শরী'আতের দৃষ্টিতে মুসাফির নয়। শাইখ মুক্বিল ইবনে হাদী আল ওয়াদি'য়ী।

[২৬৭] তালখীছ ২/৪৪।

[২৬৮] ছহীহ বুখারী হা/ ১১১২, ১০৯১, ছহীহ মুসলিম হা/৭০৪, ৪৫, ১২১৮।

[২৬৯] ছহীহ বুখারী, হা/১০৪৪, ছহীহ মুসলিম, হা/৯০১

[২৭০] ছহীহ বুখারী, হা/১০৫২, ছহীহ মুসলিম, হা/৯০৭

[২৭১] ছহীহ মুসলিম, হা/৯০৪, ৯০৯।

❖ প্রতি রাকাআতে একটি রুকু করা সম্পর্কেও বর্ণনা এসেছে।[২৭৩]

❖ বেশি বেশি দু'আ করা, তাকবীর বলা, ছদাকাহ করা এবং ইস্তেগফার করা মুস্তাহাব।[২৭৪]

[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

পঞ্চাদশ অধ্যায়: ছলাতুল ইস্তেসকাহ বা বৃষ্টি প্রার্থনার ছলাত

❖ অনাবৃষ্টির সময় দুই রাকাআত ছলাত আদায় করা মুস্তাহাব, সুন্নাত। তারপর খুতবা (ঈদের সালাতের মতো একটি খুতবা) হবে, যাতে থাকবে যিকির, আনুগত্যের বিষয়ে উৎসাহিতকরণ এবং পাপাচার থেকে সতর্ককরণ।[২৭৫]

❖ ইমাম ও তার সাথে যারা থাকবে সকলেই অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য বেশি বেশি ইস্তেগফার ও দু'আ করবে।[২৭৬]

❖ আর তারা সকলেই তাদের চাদর উল্টিয়ে ধরবে।[২৭৭]

---

[২৭২] ছহীহ বুখারী, হা/১০৪৬, ছহীহ মুসলিম, হা/৯০১

[২৭৩] ছহীহ মুসলিম, হা/৯১৩

[২৭৪] ছহীহ বুখারী, হা/১০৫৯, ছহীহ মুসলিম, হা/৯১২

[২৭৫] ছহীহ বুখারী, হা/১০২৭। ইবনে মাজাহ হা/১২৬৭, খুতবা ছলাতের আগেও দেয়া জায়েয। ছহীহ বুখারী, হা/১০২৪, ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪, হাসান: আবূ দাউদ হা/১১৭৩।

[২৭৬] ছহীহ বুখারী, হা/১০১৫, ১০৩১, ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯৫

[২৭৭] ছহীহ বুখারী, হা/১০২৪, ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪

الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

তৃতীয় পর্ব: জানাযা

[الفصل الأول: أحكام المختصر]

প্রথম পরিচ্ছেদ: মুমূর্ষ ব্যক্তির বিধি বিধান

❖ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

১. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া[২৭৮]

২. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দুই শাহাদাত (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল) এর তালকীন দেয়া[২৭৯]

৩. তাকে কিবলার দিকে মুখ করে রাখা[২৮০]

৪. সে মারা গেলে তার চেখ বন্ধ করে দেয়া[২৮১]

৫. তার সামনে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা[২৮২]

৬. দ্রুত তাকে (জানাযা ও দাফনের জন্য) প্রস্তুত করা, তবে তার জীবন সম্পর্কে যদি আশা থাকে তাহলে নয় (অর্থাৎ যদি ধারণা করে যে, এখনো তার মৃত্যু হয়নি, তাহলে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে)[২৮৩]

---

[২৭৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/১২৪০, মুসলিম হা/২১৬২

[২৭৯] মুসলিম হা/৯১৬, আবূ দাউদ হা/৩১১৬, ৩১১৭, আল ইরওয়া হা/৬৮৭, তিরমিযী হা/৯৭৬; ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৫।

[২৮০] মুরসাল সনদ।

[২৮১] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৯২০, আবু দাউদ হা/৩১০২

[২৮২] যঈফ : আবূ দাউদ হা/৩১২১, ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৮, আল ইরওয়া হা/৬৮৮। হাদীসটি আমলযোগ্য নয়। কেননা ছ্বহীহ হাদীস ছাড়া আমল সাব্যস্ত হয় না। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা, ১৩৪ পৃ.।

[২৮৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩১৫, মুসলিম হা/৯৪৪

৭. দ্রুত তার ঋণ পরিশোধ করা[২৮৪] এবং

৮. (তার মৃত্যুর পরে) তাকে ঢেকে রাখা।[২৮৫]

❖ তাকে চুম্বন করা জায়িয।[২৮৬]

❖ অসুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো: সে তার রবের ওপর ভালো ধারণা পোষণ করবে, আল্লাহর কাছেই তাওবাহ করবে এবং তার ওপর যে দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করবে।[২৮৭]

[الـ] فصل [الثاني: غسل الميت]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া।

❖ কোন মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া জীবিতদের ওপর ফরয।[২৮৮]

❖ নিকটাত্মীয় তার নিকটাত্মীয়কে গোসল দেয়ানোর বেশি হকদার, যদি তারা একই শ্রেণির হয় (অর্থাৎ পুরুষ পুরুষকে, নারী নারীকে)।[২৮৯]

❖ স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গোসল দেয়ার বেশি হকদার।[২৯০]

❖ তিন বা পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশি সংখ্যকবার পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দিবে। আর শেষে কর্পূর দিবে।[২৯১]

❖ (শরীরের) ডান অঙ্গগুলোকে আগে ধৌত করবে।[২৯২]

---

[২৮৪] হাসান : তিরমিয হা/১০৭৮, ১০৭৯, ইবনে মাজাহ হা/২৪১৩।

[২৮৫] ছহীহ বুখারী হা/১২৪১, ১২৪২, মুসলিম হা/৯৪২

[২৮৬] ছহীহ: আবু দাউদ হা/৩১৪৭, তিরমিযী হা/৯৯৪, ইবনে মাজাহ হা/১৪৫৬।

[২৮৭] ছহীহ বুখারী হা/ ৬৩০৯, ২৭৩৮, মুসলিম হা/ ২৮৭৭, ২৭৪৭, ১৬২৭

[২৮৮] ছহীহ বুখারী হা/১৪৬৭, আল হাকিম ১/৩৬২

[২৮৯] ইবনে মাজাহ হা/১২৪১, ১২৪২, মুসলিম হা/৯৪২

[২৯০] হাসান : ইবনে মাজাহ হা/১৪৬৫

[২৯১] ছহীহ বুখারী হা/১২৫৩, ১২৪২, মুসলিম হা/৯৩৯

[২৯২] ছহীহ বুখারী হা/১৬৭, ১২৪২, মুসলিম হা/৯৩৯

❖ আর শহীদদেরকে গোসল দেয়া হবে না।[২৯৩]

[ال] فصل [الثالث: تكفين الميت]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ মৃতকে কাফন দেয়া।

❖ মৃতের শরীর ঢাকে এমন কাপড় দিয়ে কাফনা দেয়া ফরয, যদিও সে সেই কাপড় ছাড়া অন্য কিছুর মালিক না হয়।[২৯৪]

❖ আর সক্ষম হলে এর অতিরিক্ত করাতেও কোন সমস্যা নেই, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না থাকে।[২৯৫]

❖ শহীদকে সেই কাপড়েই কাফন দিতে হবে, যেই কাপড়ে সে মারা গেছে।[২৯৬]

❖ মৃতের শরীর ও কাফন সুন্দর করা মুস্তাহাব।

[ال] فصل [الرابع: صلاة الجنازة]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ জানাযার ছলাত।

❖ মৃতের জানাযার ছলাত আদায় করা ফরয (ফরযে কেফায়া)।[২৯৭]

❖ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে ইমাম সাহেব তার মাথা বরাবর আর মহিলা হলে তার মাঝ বরাবর দাড়াবে।[২৯৮]

---

[২৯৩] ছহীহ বুখারী হা/১৩৪৭

[২৯৪] মুসলিম হা/৯৪৩

[২৯৫] ছহীহ বুখারী হা/১৩৮৭

[২৯৬] যঈফ : আবূ দাউদ হা/৩১৩৪, ইবনে মাজাহ হা/১৫১৫, আল ইরওয়া হা/৭১০

[২৯৭] ছহীহ বুখারী হা/২২৮৯, ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৯

- ❖ তিনি চারটি অথবা পাঁচটি তাকবীর দিবেন।[২৯৯]
- ❖ প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহাসহ আরেকটি সূরা পাঠ করবেন।[৩০০]
- ❖ অন্য তাকবীরগুলোর মাঝে বর্ণিত দু'আগুলো দ্বারা দু'আ করবেন।[৩০১]
- ❖ তিনি আত্মসাৎকারী,[৩০২] আত্মহত্যাকারী,[৩০৩] কাফির[৩০৪] এবং শহীদ ব্যক্তির জানাযার ছলাত আদায় করবেন না।[৩০৫]
- ❖ কবরকে সামনে রেখে জানাযার ছলাত আদায় করা যাবে।[৩০৬]
- ❖ অনুপস্থিত ব্যক্তিরও জানাযার ছলাত আদায় করা যাবে (অর্থাৎ গায়েবানা জানাযা আদায় করা যাবে)।[৩০৭]

---

[২৯৮] ছহীহ : ইবনে মাজাহ হা/১৪৯৪, তিরমিযী হা/১০৩৪, ছহীহ বুখারী হা/৩৩২, ছহীহ মুসলিম হা/৯৬৪

[২৯৯] ছহীহ বুখারী হা/১৩৩৩, ছহীহ মুসলিম হা/৯৫১, ৯৫৭

[৩০০] ছহীহ : নাসাঈ হা/১৯৮৭, জমহুর আলেম শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতে বলেন। ফাতহুল আল্লাম ৩/৪৭৭।

[৩০১] তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরুদ পাঠ করবে। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, সনদ ছহীহ। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, সনদ ছহীহ; ইবনে হিব্বান হা/৭৫৪, আবূ দাউদ হা/৩১৯৯, সনদ হাসান। তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে দুদিকে সালাম ফিরাবে। ছহীহ: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/১১৪৯১।

[৩০২] যঈফ : আবূ দাউদ হা/২৭১০, নাসাঈ হা/১৯৫৯, ইবনে মাজাহ হা/২৮৪৮

[৩০৩] ছহীহ মুসলিম হা/৯৭৮, ইমাম ও সৎব্যক্তিগণ ছলাত আদায় করবেন না। কিন্তু অন্যরা সালাত আদায় করবেন।

[৩০৪] সূরা আত তাওবা ৯ :৮৪

[৩০৫] ছহীহ বুখারী হা/১৩৪৩।

[৩০৬] কেবল জানাযার সালাত আদায় করা যাবে। কারণ এ সলাতে রূকু সিজদা নেই। ছহীহ বুখারী হা/৪৬০, ছহীহ মুসলিম হা/৯৫৬। অন্য সালাত কবরে আদায় করা নিষেধ। ছহীহ বুখারী হা/৪৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/৫২৯

[৩০৭] ছহীহ বুখারী হা/১২৪৫, ছহীহ মুসলিম হা/৯৫১। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে তিনটি মত আছে। প্রথম মত : গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করা শরীয়াসম্মত, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ রহিমাহুমাল্লাহ এ কথা বলেন। দ্বিতীয় মত : শরীয়াসম্মত

[الـ] فصل [الخامس: المشي بالجنازة]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ লাশের পিছনে পিছনে চলা।

- ❖ লাশের পিছনে দ্রুতও হাঁটা যায় আবার তার সাথেও হাঁটা যায়।[৩০৮]
- ❖ লাশ বহন করা সুন্নাত।[৩০৯]
- ❖ লাশের আগে আগে যাওয়া অথবা পিছন পিছনে যাওয়া দুটোই সমান।[৩১০]
- ❖ তবে বিনা প্রয়োজনে বাহনে চড়ে যাওয়া মাকরূহ।[৩১১]
- ❖ আর নাঈ' (শোক সংবাদ উচ্চস্বরে ঘোষণা করা),[৩১২] বিলাপ করা,[৩১৩] আগুন নিয়ে জানাযার অনুসরণ করা,[৩১৪] জামা কাপড় ছিড়ে ফেলা এবং ধ্বংস ও বিনাশের জন্য দু'আ করা এগুলো সবই হারাম।[৩১৫]
- ❖ লাশ নামানো পর্যন্ত অনুসরণকারী বসবে না।[৩১৬]
- ❖ লাশের জন্য দাঁড়ানোর বিধান মানসূখ হয়ে গেছে।[৩১৭]

নয়, ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালেকের মত। তৃতীয় মত : জানাযার সালাত আদায় করা হয়নি এমন হলে আদায় করা যাবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া, খাত্তাবী, হাফেয ইবনুল কাইয়িম, আল্লামা নাসিরুদ্দিন আল বানী, শাইখ মুক্বিল ইবনে হাদী আল ওয়াদি'য়ী রহিমাহুমুল্লাহ। এ মতটিই অগ্রগণ্য। ফাতহুল আল্লাম ৩/৪৫৫

[৩০৮] ছহীহ বুখারী হা/১৩১৫, ছহীহ মুসলিম হা/৯৪৪

[৩০৯] ছহীহ বুখারী হা/১৩১৪।

[৩১০] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩১৭৯, ছহীহ বুখারী হা/৪৭, ছহীহ মুসলিম হা/৯৪৫

[৩১১] ছহীহ :আবূ দাউদ হা/৩১৭৭

[৩১২] হাসান : ইবনে মাজাহ হা/১৪৭৬, তিরমিযী হা/৯৮৬, যঈফ, ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা, ১৫২ পৃ.। বিশুদ্ধ হলো, মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করা জায়েয। ছহীহ মুসলিম হা/৯৫১, বুখারী হা/৪২৬২।

[৩১৩] ছহীহ মুসলিম হা/৯৩৪

[৩১৪] হাসানঃ ইবনে মাজাহ হা/১৪৮৭, ছহীহ মুসলিম হা/১২১

[৩১৫] ছহীহ মুসলিম হা/১০৩, ইবনে মাজাহ হা/১৫৮৫।

[৩১৬] ছহীহ বুখারী হা/১৩১০, মুসলিম হা/৯৫৯

[৩১৭] ছহীহ মুসলিম হা/৯৬২

[الفصل السادس: دفن الميت]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ মৃতকে দাফন করা

- ❖ মৃতকে এমন গর্তে দাফন করা ফরয যা তাকে হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষা করবে। যরহ (সোজা গর্ত করে কবর বানানো) কবর (জায়েয) এবং লাহদ (বোগলী) কবর (উত্তম) করাতে কোন সমস্যা নেই।[৩১৮]
- ❖ মৃতকে তার পায়ের দিক দিয়ে কবরে প্রবেশ করাতে হয়।[৩১৯]
- ❖ কিবলামুখী করে তাকে ডান দিকের ওপর ভর করে রাখতে হয়।[৩২০]
- ❖ উপস্থিত সকলের জন্য তিন আজলা মাটি দেওয়া মুস্তাহাব।[৩২১]
- ❖ এক বিঘতের বেশি কবরকে উচু করা যাবে না।[৩২২]
- ❖ মৃতের কবর যিয়ারত করা শরী'আত সম্মত (জায়েয)।[৩২৩]
- ❖ যিয়ারতকারী ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।[৩২৪]
- ❖ কবরকে মাসজিদ (সিজদার স্থান) হিসেবে গ্রহণ করা,[৩২৫] তাকে সুসজ্জিত করা, সেখানে প্রদীপ জ্বালানো, তার ওপর বসা[৩২৬] এবং মৃতদেরকে গালি দেয়া এগুলো সবই হারাম।[৩২৭]
- ❖ মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করা শরী'আত সম্মত।[৩২৮]
- ❖ অনুরূপভাবে মৃতের পরিবারকে খাবার দেয়াও শরী'আত সম্মত।[৩২৯]

---

[৩১৮] ছহীহ মুসলিম হা/৯৬৬, তিরমিযী হা/১৭১৩, আবূ দাউদ হা/৩২১৫

[৩১৯] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩২১১, বাইহাকী ৪/৮৯

[৩২০] মাজমূ ইমাম নাব্বী ৫/২৯৩

[৩২১] হাসানঃ ইবনে মাজাহ হা/১৫৬৫

[৩২২] ছহীহ মুসলিম হা/৯৬৯

[৩২৩] ছহীহ মুসলিম হা/১৯৭৭

[৩২৪] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩২১২, ইবনে মাজাহ হা/১৫৪৮

[৩২৫] ছহীহ বুখারী হা/৪৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/৫৩১

[৩২৬] ছহীহ মুসলিম হা/৯৭০

[৩২৭] ছহীহ বুখারী হা/১৩৯৩

[৩২৮] ছহীহ বুখারী হা/৫৬৫৫, ছহীহ মুসলিম হা/৯২৩

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

চতুর্থ পর্ব: যাকাত

সম্পদের মালিক যদি শরী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার যেই সম্পদে যাকাত ফরয, সেগুলোর বর্ণনা সামনে আসছে।

[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

প্রথম অধ্যায়: পশুর যাকাত।

শুধুমাত্র উট, গরু ও ছাগলে (ছাগল, ভেড়া, দুম্বা) যাকাত ফরয।

[الفصل الأول: نصاب الإبل]

প্রথম পরিচ্ছেদ: উটের নিছাবের পরিমাণ

- উটের সংখ্যা ৫ হলে তাতে ১টি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে। তারপর ২৪ পর্যন্ত প্রতি ৫টি উটে ১টি ছাগল দিতে হবে।
- যদি উটের সংখ্যা ২৫ -৩৫ হয় তাহলে তাতে ১টি বিনতে মাখায (যে উটনীর এক বছর পার হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) অথবা ১টি ইবনু লাবুন (যে উট দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে।
- আর ৩৬-৪৫ টিতে একটি বিনতে লাবুন (যে উটনী দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে।
- আর ৪৬-৬০ টিতে একটি হিক্কাহ (যে উটনী তৃতীয় বছর পূর্ণ করে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে।

---

[৩২৯] হাসান: আবূ দাউদ হা/৩১৩২, তিরমিযী হা/৯৯৮, ইবনে মাজাহ হা/১৬১০। যঈফ, ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা।

❖ ৬১-৭৫ টিতে একটি জাযাআ (যে উটনী চতুর্থ বছর পূর্ণ করে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে।

❖ আর ৭৬-৯০ টিতে দুইটা বিনতে লাবুন দিতে হবে।

❖ আর উটের সংখ্যা ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে তাতে দু'টি হিক্কাহ দিতে হবে।

❖ যদি এর বেশি হয়, ১২১ হলে প্রতি ৪০টিতে একটি করে বিনতে লাবুন আর প্রতি ৫০টিতে একটি করে হিক্কাহ দিতে হবে।[৩৩০]

[الفصل الثاني: نصاب البقر]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ গরুর নিছাবের পরিমাণ

❖ ত্রিশটা গরুতে একটি তাবী (যেই গরু এক বছর পার করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) অথবা তাবী'আ (যেই গাভী এক বছর পার করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দেয়া ফরয।

❖ আর প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে মুসিন্নাহ (যেই গাভী দ্বিতীয় বছর পার করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে। তারপর এভাবে চলতে থাকবে।[৩৩১]

[الفصل الثالث: نصاب الغنم]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ছাগলের নিছাবের পরিমাণ

❖ ৪০টি থেকে ১২১টি পর্যন্ত ছাগলে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয।

---

[৩৩০] ছহীহ বুখারী হা/১৪৫৪

[৩৩১] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৫৭৬, তিরমিযী হা/৬২৩, নাসাঈ হা/২৪৭৭, ইবনে মাজাহ হা/১৮০৩।

❖ আর ছাগলের পরিমান ১২১টি হলে তাতে দু'টি ছাগল দিতে হবে, এই পরিমাণই দিতে হবে ছাগলের সংখ্যা ২০১ হওয়া পর্যন্ত।

❖ আর ছাগলের পরিমাণ ২০১ হলে তাতে তিনটি ছাগল দিতে হবে। এই পরিমানই দিতে হবে ছাগলের সংখ্যা ৩০১ হওয়া পর্যন্ত।

❖ আর ছাগলের পরিমাণ ৩০১ হলে তাতে চারটি ছাগল দিতে হবে।

❖ তারপর প্রতি একশ ছাগলে একটি করে ছাগল দিতে হবে।[৩৩২]

[الفصل الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ (পশুকে) একত্রিত করা, বিচ্ছিন্ন করা এবং ওয়াকস (দুই ফরয পরিমানের মাঝের পশুর সংখ্যা। যেমন পাঁচটি উটে একটি ছাগল এবং দশটি উটে দু'টি ছাগল দিতে হবে। এখন কারো কাছে যদি ছয়টি বা সাতটি উট থাকে তাহলে এই বাড়তি সংখ্যাকেই ওয়াকস বলে) সম্পর্কে।

❖ যাকাতের ভয়ে একত্রিত পশুগুলোকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং যাকাত আদায়ের জন্য বিচ্ছিন্ন গবাদিপশুগুলোকে একত্রিত করা যাবে না।[৩৩৩]

❖ আর নিসাবের পরিমাণে কম সংখ্যক পশু থাকলে তাতে কোন যাকাত নেই। আবার ওয়াকসেরও কোন যাকাত নেই।[৩৩৪]

❖ আর দুই অংশীদারের মাঝে (তাদের অংশ অনুপাতে যাকাতের পরিমাণ) সমানভাবে ভাগ করা হবে।[৩৩৫]

❖ আর যাকাতের ক্ষেত্রে অতিবৃদ্ধ, কানা, ত্রুটিযুক্ত, একেবারে কম বয়সী, আকুলা (যেই পশু খুব বেশি খায়), রুব্বা (যেই পশু তার দুধ দিয়ে তার

---

[৩৩২] ছহীহ বুখারী হা/১৪৫৪

[৩৩৩] ছহীহ বুখারী হা/১৪৫০

[৩৩৪] ছহীহ : মুসনাদে আহমাদ ৫/২৪০, আল লুবাব

[৩৩৫] ছহীহ বুখারী হা/১৪৫১

মালিকের পরিবারকে লালন পালন করে), গর্ভবতী এবং পাঠা নেওয়া হবে না।[৩৩৬]

[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সোনা ও রূপার যাকাত।

- ❖ এই দু'টির কোন একটি যদি কারো কাছে থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলে তাতে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হবে।[৩৩৭]
- ❖ সোনার নিছাবের পরিমাণ হলো বিশ দীনার। আর রূপার নিছাবের পরিমাণ হলো দুইশত দিরহাম। এর কম পরিমাণে কোন যাকাত নেই।[৩৩৮]
- ❖ সোনা রূপা ছাড়া অন্য কোন মূল্যবান বস্তুতে (হীরা, মুক্তা) যাকাত নেই এবং
- ❖ ব্যবসায়িক পণ্যে কোন যাকাত নেই, তবে মূল্যের উপর যাকাত ফরয।[৩৩৯]

---

[৩৩৬] ছহীহ বুখারী হা/১৪৫৫

[৩৩৭] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৫৭২, তিরমিযী হা/৬২০, নাসাঈ হা/২৪৭৭, ইবনে মাজাহ হা/১৭৯০।

[৩৩৮] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৫৭২, তিরমিযী হা/৬২০, নাসাঈ হা/২৪৭৭, ইবনে মাজাহ হা/১৭৯০।

[৩৩৯] ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয এই ফাতওয়া উমার ও ইবনে উমার (রা) থেকে প্রমাণিত। আর এই দুইজন ছাহাবী রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সবসময় থাকতেন। আর ছাহাবীদের কেউ তাদের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায় না। এই দুইজন সম্মানীত ছাহাবী যেই ফাতওয়া দিয়েছেন আমরাও সেই ফাতওয়াই দিচ্ছি। কারণ এখন ধনীদের অধিকাংশ সম্পদই হলো ব্যবসায়িক পণ্য। ফাতগুল আল্লাম। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা।

[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

তৃতীয় অধ্যায়: উৎপাদিত ফসলের যাকাত।

- ❖ গম, যব, ভুট্টা, খেজুর ও কিশমিশে উশর অর্থাৎ দশভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয।[৩৪০]
- ❖ কোন যন্ত্র বা উটের মাধ্যমে সেচ দেয়া হলে তাতে অর্ধ উশর অর্থাৎ বিশভাগের একভাগ দিতে হবে।[৩৪১]
- ❖ উৎপাদিত ফসলের নিছাবের পরিমাণ হলো পাঁচ ওয়াসাক (এক ওয়াসাক=৬০ সা, তাহলে ৫ ওয়াসাক=৩০০সা= ৬১২ কেজি প্রায়)।[৩৪২]
- ❖ এগুলো ছাড়া অন্যান্য ফসল যেমন শাক সবজিসহ অন্যান্য ফসলে কোন যাকাত নেই।
- ❖ আর মধুতে দশ ভাগের একভাগ দেয়া ফরয।[৩৪৩]
- ❖ (এক বছর পূর্ণ হওয়ার) আগেই যাকাত দেয়া জায়িয।[৩৪৪]
- ❖ শাসকের দায়িত্ব হলো ধনীদের যাকাত সর্বত্র গরীবদের মাঝে দিয়ে দেয়া।[৩৪৫]
- ❖ সম্পদের মালিক শাসকের নিকট যাকাত জমা করার মাধ্যমেই দায়মুক্ত হবে, যদিও সেই শাসক অত্যাচারী হয়।[৩৪৬]

---

[৩৪০] হাসান : মুস্তাদরাক হাকীম হা/১৪৫৭, মুসনাদে আহমাদ হা/২১৯৮৯, বাইহাকী সুনানুল কুবরা হা/৭৪৭৪

[৩৪১] ছহীহ বুখারী হা/১৪৮৩

[৩৪২] ছহীহ বুখারী হা/১৪৪৭, ছহীহ মুসলিম হা/৯৮৯

[৩৪৩] হাসান : আবূ দাউদ হা/১৬০০। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো ছহীহ নয়। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা, ১৯১ পৃ.। অগ্রগণ্য মত হলো মধুতে যাকাত নেই। মিসকুল খিতাম ৯৯৭ পৃ.

[৩৪৪] ছহীহ মুসলিম হা/৯৮৩

[৩৪৫] ছহীহ বুখারী হা/১৩৯৫

❖ যাকাত ব্যয়ের খাত আটটি, যেমনটি নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾

ছদাকাহ তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও ছদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা আত তাওবাহ: ৬০।

❖ বানূ হাশিম ও তাদের মুক্ত দাস দাসীদের জন্য যাকাতের সম্পদ নেয়া হারাম।[৩৪৭]

❖ ধনী ও উপার্জন করতে সক্ষম এমন বলবান মানুষের জন্য যাকাতের সম্পদ নেয়া হারাম।[৩৪৮]

[৩৪৬] ছহীহ বুখারী হা/৩৬০৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৮৪৩

[৩৪৭] ছহীহ বুখারী হা/৩১৪০, মুসলিম হা/১০৭২, আবূ দাউদ হা/২৯৮০।

[৩৪৮] আবূ দাউদ হা/১৬৩৩-১৬৩৪, তিরমিযী হা/৬৫২, নাসাঈ হা/২৫৯৮।

[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

পঞ্চম অধ্যায়: ছদাকাতুল ফিতর।

- ❖ সেটি হলো প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা পরিমাণ প্রচলিত খাদ্য দেয়া।[৩৪৯]
- ❖ (দাসের ফিতরা) তার মালিকের ওপর ফরয।
- ❖ অনুরূপভাবে (ছোটদের ফিতরা) অভিভাবকের ওপর ফরয।
- ❖ ঈদের ছলাতের আগে ছদাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে।[৩৫০]
- ❖ যেই ব্যক্তির কাছে সেই দিন ও রাতের খাবারের অতিরিক্ত সম্পদ নেই, তার ওপর কোন ফিতরা নেই (অর্থাৎ যার কাছে ঈদের দিন ও রাতের খাবারের অতিরিক্ত সম্পদ আছে তার উপর যাকাতুল ফিতর ফরয)।[৩৫১]
- ❖ যাকাতের খাতসমূহই হলো ছদাকাতুল ফিতরের খাত (অর্থাৎ যাকাত যেমন আটটি খাতে দেয়া যাবে তেমনই ফিতরাও আটটি খাতে দেয়া যাবে)।[৩৫২]

---

[৩৪৯] ছহীহ বুখারী হা/১৫০৩, মুসলিম হা/৯৮৪।

[৩৫০] ছহীহ বুখারী হা/১৫০৯, ১৫১১, ছহীহ মুসলিম হা/৯৮৬

[৩৫১] আবূ দাউদ হা/১৬২৯, সনদ হাসান। কিতাবুল উম্ম-ইমাম শাফেঈ, আল মাজমু আন-নববী, ফিক্বহুস সূন্নাহ। ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমা।

[৩৫২] হাসান: ইবনে মাজাহ হা/১৮২৭, আবূ দাউদ হা/১৬০৯। আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন: ৮টি খাতে যাকাতুল ফিতর ব্যয় করার বিধানটি সুন্নাহ সম্মত নয়। তামামুল মিন্নাহ।

আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ হল: যাকাতুল ফিতর শুধুমাত্র মিসকিনদের জন্য নির্দিষ্ট। এটাকে মুষ্টি মুষ্টি করে ৮টি খাতে বন্টন করা যাবে না। কারণ, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতে আদেশ করেননি। আর ছাহাবী ও পরবর্তীদের আমল এরূপ নয়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে যাকাতুল ফিতর মিসকিন ছাড়া বন্টন করা জায়েয নয়। যাদুল মা'আদ।

الكتاب الخامس: كتاب الخمس

পঞ্চম পর্বঃ খুমুস বা (গণীমত বা গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা)।

- যুদ্ধে যা গণীমত হিসেবে পাওয়া যায় তাতে এবং গুপ্তধনে এক পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয।[৩৫৩]
- এই দু'টি ব্যতীত অন্য কোথাও এক পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয নয়।
- এর ব্যয়ের খাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾

আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা গণীমত হিসেবে লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সফরকারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (সূরা আল আনফাল ৮:৪১)।

যাকাতুল ফিতর একটি খাত ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। আর এ খাতের অংশীদার হল ফকীর বা দরিদ্রগণ। মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু-শাইখ ছলিহ আল উছাইমীন।

[৩৫৩] সূরা আল আনফাল: ৪১, ছহীহ বুখারী হা/১৪৯৯, ছহীহ মুসলিম হা/৬৪২

[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

ষষ্ঠ পর্বঃ ছিয়াম

[الباب الأول: أحكام الصيام]

প্রথম অধ্যায়ঃ ছিয়ামের বিধি বিধান

[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

প্রথম পরিচ্ছেদঃ রমাদানের ছিয়াম ফরয হওয়া প্রসঙ্গে।

- ❖ একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখার মাধ্যমে অথবা শাবান মাস (৩০ দিন) পূর্ণ করে রমাদানের ছিয়াম রাখা ফরয।[৩৫৪]
- ❖ রমাদান পূর্ণ করার আগে শাওয়ালের চাঁদ প্রকাশিত না হলে ত্রিশ দিন ছিয়াম পালন করতে হবে।[৩৫৫]
- ❖ কোন দেশের লোকজন চাঁদ দেখলে অন্য সকল দেশের জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক।[৩৫৬]
- ❖ ছিয়ামপালনকারীর জন্য ফজরের আগেই নিয়্যাত করা আবশ্যক।[৩৫৭]

---

[৩৫৪] আবূ দাউদ, হা/২৩৪২, দারেমী, হা/১৭৩৩, দারাকুতনী, হা/২১৪৬, ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। ইবনু হাযম (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আল মুহাল্লাহ' (৬/২৩৬) কিতাবে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। আর শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আল ইরওয়া' হা/৯০৮ কিতাবে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

[৩৫৫] ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৬, ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮০।

[৩৫৬] 'চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ছিয়াম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ছিয়াম রাখা বন্ধ করবে না।' ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৬, ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮০। এই সম্বোধনটি উম্মতের সকলের জন্য। সুতরাং কোন স্থানে এই উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি চাঁদ দেখে তাহলে সেটি সকলের দেখা বলেই গণ্য হবে। আল লুবাব

[৩৫৭] হাসানঃ আবূ দাউদ, হা/২৪৫৪, তিরমিযী, হা/৭৩০, ইবনু মাজাহ, হা/১৭০০। ফরয ছিয়ামের ক্ষেত্রে ছিয়াম পালনকারীর জন্য ফজরের আগেই নিয়্যাত করা ফরয।

[الـ] فصل [الثاني: مبطلات الصوم]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ছিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ।

- ❖ খাওয়া, পানাহার করা,[৩৫৮] সহবাস করা[৩৫৯] এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করার মাধ্যমে ছিয়াম ভঙ্গ হয়।[৩৬০]
- ❖ ছিয়ামে বিছাল (বিরতিহীনভাবে ছিয়াম) রাখা হারাম।[৩৬১]
- ❖ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে (সহবাস করার মাধ্যমে) ছিয়াম ভঙ্গ করবে তার কাফফারা হলো যিহারের কাফফারার মতো (অর্থাৎ একটি দাস মুক্ত করতে হবে, যদি সেটি করতে সক্ষম না হয় তাহলে ধারাবাহিকভাবে ষাট দিন ছিয়াম পালন করতে হবে। যদি তাতেও সক্ষম না হয় তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে)। কিন্তু এই কাফফারা শুধু ঐ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য যে ব্যক্তি সহবাস করার মাধ্যমে তার ছিয়াম ভঙ্গ করেছে।
- ❖ দ্রুত ইফতার করা[৩৬২] ও দেরীতে সাহরী করা মুস্তাহাব।[৩৬৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

[১] ছিয়াম ভঙ্গকারী কাজসমূহঃ

১, ২। ছিয়ামের ব্যাপার স্মরণ থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় আহার করলে এবং পান করলেঃ যদি ভুলে পান করে, অথবা আহার করে, তাহলে ছিয়ামকে পরিপূর্ণ

পক্ষান্তরে নফল ছিয়ামের ক্ষেত্রে, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার আগে নিয়্যাত করলেও তা ছহীহ হবে। ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৪। আল লুবাব

[৩৫৮] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৩, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৫

[৩৫৯] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৬, ছহীহ মুসলিম, হা/১১১১। ছহীহঃ আবূ দাউদ, হা/২৩৯৩, ইবনু মাজাহ, হা/১৬৭১।

[৩৬০] আবূ দাউদ, হা/২৩৮০, তিরমিযী, হা/৭২০, ইবনু মাজাহ, হা/১৬৭৬।

[৩৬১] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৪, ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৫।

[৩৬২] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭, ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮।

[৩৬৩] ছহীহ বুখারী, হা/১৯২১, ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৭।

করবে। কাযা আদায় করতে হবে না।[৩৬৪] স্বেচ্ছায় পানাহার করলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে:[৩৬৫]

৩। স্বেচ্ছায় বমি করা: "কারো যদি মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত বমি আসে,তাহলে তার উপর কাযা নেই। আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় বমি করে, তাহলে সে যেন কাযা আদায় করে।[৩৬৬]

৪, ৫। হায়য (ঋতুস্রাব) এবং নিফাস (প্রসব পরবর্তী অপবিত্রতা): কোন মহিলা যদি দিনের শেষ মুহূর্তে এসেও ঋতুস্রাব অথবা প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ (নিফাস) দ্বারা অপবিত্র হয়, তাহলে তার ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে তাকে ঐ ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।[৩৬৭]

৬। স্বেচ্ছায় বীর্যপাত ঘটানো: কোন ব্যক্তি ছিয়ামের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় বীর্যপাত ঘটালে তার ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তাকে কাযা আদায় করতে হবে। আর কোন ব্যক্তি ছিয়ামরত অবস্থায় রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে, বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক।।[৩৬৮]

[২] ছিয়ামের মুস্তাহাব- সুন্নাত ও আদবসমূহ:

১। সাহরী খাওয়া: তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে।[৩৬৯]

আমাদের এবং আহলে কিতাবের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া।[৩৭০]

২। বিলম্বে সাহরী খাওয়া: "আমরা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাহরী খেলাম, এরপর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[৩৬৪] ছহীহ বুখারী হা/১৯২৩, ছহীহ মুসলিম হা/১১৫৫।

[৩৬৫] আল মাজমু (৬/৩২৯), আল মুগনী (৩/১৩০), আল মুহাল্লা (৬/১৮৫)।

[৩৬৬] ছহীহ: আবু দাউদ হা/২৩৮০, তিরমিযী হা/৭২০, ইবনু মাজাহ হা/১৬৭৬, "আল ইরওয়া" হা/৯২৩, ছহীহুল জামে হা/৬২৪৩।

[৩৬৭] ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

[৩৬৮] আল উম্ম (২/৮৬), আল মুগনী (৩/৪৮), ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

[৩৬৯] ছহীহ বুখারী হা/১৯২৩, মুসলিম হা/১০৯৫।

[৩৭০] ছহীহ মুসলিম হা/১০৯৬, আবু দাউদ হা/২৩৪৩, তিরমিযী হা/৭০৯।

ছ্বলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহরী এবং আযানের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু ছিল? তিনি বলেন: "পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ"।[৩৭১]

৩। সূর্যাস্ত মাত্রই দ্রুত ইফতার করা: মানুষ যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে, ততদিন মঙ্গলের মধ্যে থাকবে।[৩৭২]

৪। কাঁচা অথবা পাকা খেজুর (যদি সম্ভব হয়) অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা: "রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাতের পূর্বে কয়েকটি কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না পেতেন, তবে শুকনো খেজুর দিয়ে করতেন, খেজুরও না পেলে তিনি কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।[৩৭৩]

৫। ইফতারের সময় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা:

ইফতারের শুরুতে بسم الله 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা ও ইফতার শেষে الْحَمْدُ لِلَّهِ 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে।[৩৭৪] ইফতারের মাঝে বলবে-

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

আল্লাহ 'তৃষ্ণা দূরীভূত হয়েছে, শিরা উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং ইংশা আল্লাহ প্রতিদান লিপিবদ্ধ হয়েছে'।[৩৭৫]

৬। অধিক দান করা, কুরআন পাঠ করা এবং কুরআনের আলোচনা করা:[৩৭৬]

৭। ছ্বিয়ামের ছাওয়াব কমিয়ে দেয় এমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা: যে ব্যক্তি (ছ্বিয়াম রাখার পরও) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা

---

[৩৭১] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৭।

[৩৭২] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৭, মুসলিম হা/১০৯৮।

[৩৭৩] হাসান: আবু দাউদ হা/২৩৫৬, তিরমিযী হা/৬৯২, আল ইরওয়া হা/৯২২, আছ্ব-ছ্বহীহা (২০৬৫)।

[৩৭৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৩৪। মওসূআতুল ফিক্বহীল ইসলামী, ইবাদত পর্ব, ছ্বিয়াম অধ্যায়।

[৩৭৫] আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, আবু দাউদ (২৩৫৭), নাসাঈ (৩৩২৯-১০১৩১), ইবনুস সানী (৪৭২), দেখুন আল ইরওয়া (৯২০)। যঈফ : ফাতহুল আল্লাম। আল ইরওয়া হা/৯১৯-৯২১

[৩৭৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩০৮।

থেকে বিরত থাকতে পারল না, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার এ পানাহার ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই।[৩৭৭]

৮। রমাদ্বানের শেষ দশকে অধিক ইবাদতে মশগুল থাকা।[৩৭৮]

[৩] যে সকল কারণে ছিয়াম নষ্ট হয় না:

১। অপবিত্র (বীর্যপাত হওয়ার পর যে ব্যক্তি এখনও গোসল করেনি) অবস্থায় সকাল করলে: ছিয়ামরত অবস্থায় ঘুমে কারো স্বপ্নদোষ হলে, তার ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।[৩৭৯] তদ্রুপ কোন ব্যক্তি যদি রাতে বীর্যপাত হওয়ার পর পরদিন গোসল না করেই ছিয়াম পালন করে, তবে তার ছিয়াম শুদ্ধ হবে।[৩৮০]

২। বীর্যপাত হওয়ার আশংকা মুক্ত হলে স্ত্রীকে চুম্বন করা ও জড়িয়ে ধরা:[৩৮১] আর পুরুষ যদি বুঝতে পারে যে, এ অবস্থায় তার বীর্যপাত হবে, তাহলে এ কাজ করা জায়েয হবে না। আবার চুম্বন কিংবা জড়াজড়ির পর যার বীর্যপাত হবে তার ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাকে কাযা আদায় করতে হবে।[৩৮২]

৩। গোসল করা এবং মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য পানি ঢালা:[৩৮৩]

৪। কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া, কিন্তু অতিরিক্ত না করা: তুমি যদি ছিয়ামরত অবস্থায় না হও, তাহলে ভালভাবে পানি প্রবেশ করাও।[৩৮৪]

৫। হিজামা করা: 'নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করেছেন এবং তিনি সাওমরত অবস্থায়ও হিজামা গ্রহণ করেছেন।[৩৮৫]

৬। যদি পেটে না পৌঁছে তবে প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ নেওয়া।[৩৮৬]

---

[৩৭৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯০৩, আবু দাউদ হা/২৩৪৫, তিরমিযী হা/৭০২।

[৩৭৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/২০২৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৭৪।

[৩৭৯] রদ্দুল মুহতার (২/৯৮), আল ক্বাওয়ানিনুল ফিক্বহিয়্যাহ (৮১)।

[৩৮০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯২৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১০৯।

[৩৮১] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯২৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১০৬।

[৩৮২] আল উম্ম, (২/৮৬), আল-মাজমু (৬/৩২২), আল-মাবসূত্ব (৩/৬৫)।

[৩৮৩] ছ্বহীহ আলবানী: আবূদাউদ হা/২৩৪৮

[৩৮৪] ছ্বহীহ: মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ হা/৮৪, ইবনু মাজাহ হা/৪০৭, আবূ দাউদ হা/১৪২।

[৩৮৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৩৬।

৭। সুরমা, পায়ুপথে ঔষধ প্রবেশ, ড্রপ ব্যবহার, ঘ্রাণ নেওয়া, ইনহেলার ব্যবহার।[৩৮৭]

৮। মিসওয়াক করা:[৩৮৮] ছিয়ামরত ব্যক্তির জন্য মিসওয়াক ব্যবহার বৈধ- এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত। যে কোন সময় মিসওয়াক করাতে কোন অসুবিধা নেই।

[الفصل الثالث: قضاء الصوم]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ছিয়ামের কাযা করা।

- যে ব্যক্তি শারঈ কোন ওযরের (যেমন মুসাফির, অসুস্থ ব্যক্তি, ঋতুবতী মহিলা) কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করবে, তার জন্য সেই ছিয়ামের কাযা আদায় করা ফরয।[৩৮৯]
- মুসাফিরসহ এমন মানুষের জন্য ছিয়াম না রাখার বিধানটি রুখসত বা ছাড়।[৩৯০]
- তবে যদি মারা যাওয়ার বা লড়াইয়ে (জিহাদে) দুর্বলতার আশংকা করে, তখন ছিয়াম ছেড়ে দেয়া আবশ্যক।[৩৯১]
- কোন ব্যক্তি ছিয়াম (কাযা) রেখে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক সেই ছিয়াম পালন করবে।[৩৯২]
- ছিয়াম পালন ও কাযা আদায় করতে অক্ষম এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি কাফফারা হিসেবে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।[৩৯৩]

---

[৩৮৬] হাসান লি গইরিহি। ইবনু আবী শাইবাহ (৩/৪৭)। সমর্থক হাদিস বুখারী (৪/১৫৩) মুয়াল্লাক, বাইহাকী (৪/২৬১)।

[৩৮৭] মাজমূউল ফাতাওয়া (২৫/২৩৫), আল-মুহাল্লা (৬/২১৫), ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

[৩৮৮] ছহীহ বুখারী হা/৮৮৭ ও ছহীহ মুসলিম হা/২৫২, ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

[৩৮৯] সূরা আল বাকারা: ১৮৪, ছহীহ বুখারী, হা/৩২১, ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫।

[৩৯০] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৪৩, ছহীহ মুসলিম, হা/১১২১।

[৩৯১] ছহীহ মুসলিম, হা/১১২০, আবূ দাউদ, হা/২৪০৬।

[৩৯২] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫২, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৭।

[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

দ্বিতীয় অধ্যায়: নফল ছিয়াম।

[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

প্রথম পরিচ্ছেদ: যে ছিয়ামগুলো পালন করা মুস্তাহাব।

১. শাওয়াল মাসের ছয় দিন[৩৯৪]

২. যুল-হাজ্জ মাসের (প্রথম) নয় দিন[৩৯৫]

৩. মুহাররম (আশুরার ছিয়াম)[৩৯৬] ও শাবান মাসে[৩৯৭]

৪. সোমবার ও বৃহস্পতিবারে[৩৯৮]

৫. আইয়্যামে বীযের (চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) ছিয়াম পালন করা।[৩৯৯]

---

[৩৯৩] ছহীহ বুখারী, হা/৪৫০৫। প্রতিদিনের জন্য অর্ধ 'সা (১ কেজী ১২৫ গ্রাম চাল) খাদ্য মিসকিনকে দিবে।

[৩৯৪] ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪, আবূ দাউদ, হা/২৪৩৩, তিরমিযী, হা/৭৫৯।

[৩৯৫] ছহীহ আলবানী, আবূ দাউদ, হা/২৪৩৭। যঈফ: শুয়াইব আর নাউত। আসলে এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো ছহীহ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যিলহাজের) দশ দিন সওম পালন করেননি। ছহীহ মুসলিম হা/১১৭৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের 'আমলই উত্তম নয়। ছহীহ বুখারী হা/৯৬৯। সুতরাং কেউ যদি উত্তম আমল হিসাবে জিল হাজ্জের প্রথম নয় দিন ছিয়াম পালন করে, সাথে অন্য আমল (দু'আ, যিকির, ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত, সদাকা) করে তবে তা জায়েয। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা। ২২৪-২২৫ পৃ.। যারা হাজ্জ করছে না শুধু তাদের জন্য আরাফার দিন ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব, সুন্নাত। ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।

[৩৯৬] ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩, আবূ দাউদ, হা/২৪২৯, তিরমিযী, হা/৭৪০, ইবনু মাজাহ, হা/১৭৪২। মুহাররম মাসের নয় ও দশ তারিখে ছিয়াম পালন করা সুন্নাত।

[৩৯৭] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬।

[৩৯৮] ছহীহ : তিরমিযী, হা/৭৪৫

[৩৯৯] ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২, আবূ দাউদ, হা/২৪২৫।

৬. সবচেয়ে উত্তম নফল ছিয়াম হলো একদিন ছিয়াম পালন করা আর অন্যদিন ছিয়াম পালন না করা।[৪০০]

[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ যে ছিয়ামগুলো পালন করা মাকরূহ

১. পুরো বছর ছিয়াম পালন করা[৪০১]

২. শুধুমাত্র শুক্রবার ছিয়াম পালন করা[৪০২] এবং

৩. শুধুমাত্র শনিবারে ছিয়াম পালন করা মাকরূহ।[৪০৩]

[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ যে ছিয়ামগুলো পালন করা হারাম।

১. দুই ঈদের দিনে[৪০৪]

২. আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে[৪০৫] এবং

৩. রমাদানের একদিন বা দুইদিন আগে ছিয়াম পালন করা হারাম।[৪০৬]

---

[৪০০] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮০, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।

[৪০১] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭৭, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।

[৪০২] ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮৪, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৩।

[৪০৩] ছহীহ : আবূ দাউদ, হা/২৪২১, তিরমিযী, হা/৭৪৪।

[৪০৪] ছহীহ বুখারী, হা/১১৯৭, ছহীহ মুসলিম, হা/৮২৭।

[৪০৫] ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪২

[৪০৬] ছহীহ : আবূ দাউদ, হা/২৩৩৪, তিরমিযী, হা/৬৮৬।

[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

তৃতীয় অধ্যায়: ই‘তিকাফ

- ❖ মাসজিদসমূহে সর্বদাই ই‘তিকাফ করা ছহীহ ও শরী‘আত সম্মত।[৪০৭]
- ❖ তবে রমাদানে এটি বেশি তাগীদপূর্ণ, বিশেষভাবে রমাদানের শেষ দশ দিনে।[৪০৮]
- ❖ আর ই‘তিকাফে আমল করাতে পরিশ্রম করা[৪০৯] এবং কদরের রাত্রিগুলো জাগা মুস্তাহাব।[৪১০]
- ❖ আর ই‘তিকাফকারী প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না।[৪১১]

---

[৪০৭] বাইহাকী, হা/৮৫৭৪, মুশকিলুল আছার, ৪/২০, সীয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১৫/৮১। তিনটি মাসজিদে সর্বদাই ই‘তিকাফ করা ছহীহ। সেগুলো হলো মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা, মাসজিদুন নাববী।

[৪০৮] ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭১।

[৪০৯] ছহীহ বুখারী, হা/২০২৪, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৪।

[৪১০] ছহীহ বুখারী, হা/৩৫, ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০।

[৪১১] ছহীহ বুখারী, হা/২০২৯, ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৭।

[الكتاب السابع] : كتاب الحج

সপ্তম পর্ব: হাজ্জ

[الباب الأول: أحكام الحج]

প্রথম অধ্যায়: হাজ্জের বিধি বিধান

[الفصل الأول: وجوب الحج]

প্রথম পরিচ্ছেদ: হাজ্জ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

- ❖ প্রত্যেক সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ওপর দ্রুত (জীবনে একবার) হাজ্জ করা ফরয।[৪১২]
- ❖ অনুরূপভাবে (জীবনে একবার) উমরাহ করাও (ফরয)।[৪১৩]
- ❖ আর অতিরিক্ত করা হলো নফল।[৪১৪]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন:

[১] হাজ্জের রুকনসমূহ (الأركان):

১। ইহরাম বাঁধা (الإحرام): তা হচ্ছে হাজ্জে প্রবেশ করার নিয়্যাত করা।[৪১৫]

---

[৪১২] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৭২১, ইবনে মাজাহ হা/২৮৮৬, সূরা আল বাকারা ২:১৯৬

[৪১৩] ছহীহ মুসলিম হা/১২৪১, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৭২১৯০, সূরা আল বাকারা ২:১৯৬

[৪১৪] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৭২১, ইবনে মাজাহ হা/২৮৮৬,

[৪১৫] ছহীহ বুখারী হা/১ ও ইবনে মাজাহ হা/৪২২৭।

২। আরাফায় অবস্থান করা (الوقوف بعرفة)।[৪১৬] যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারীখে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।

৩। ঈদের রাত্রে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা।[৪১৭]

৪. বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ইফাযাহ করা (طواف الإفاضة): কা'বা ঘরের তাওয়াফে ইফাযাহ (যিয়ারাহ) করা।[৪১৮]

৫. সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা (السعي بين الصفا والمروة):[৪১৯]

[২] **হাজ্জের ওয়াজিবসমূহঃ**

১. মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা।[৪২০]

২. ঈদের দিন (১০ তারিখে) জামরায়ে আক্বাবায় (বড় জামরায়) এবং তাশরীকের দিনগুলিতে (১১, ১২, ১৩ তারিখে) সময় মত তিনটি জামরাতেই কংকর নিক্ষেপ করা।[৪২১]

৩. পুরুষদের জন্য মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা। তবে মহিলারা শুধুমাত্র চুল ছোট করবে।[৪২২] অর্থাৎ চুলের অগ্রভাগ থেকে সামান্য (আংগুল পরিমাণ) কাটবে।

৪. আইয়ামে তাশরীক্বের রাত্রিগুলি মিনায় অতিবাহিত করা। তবে তাড়াতাড়ি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মিনায় ১১ ও ১২ যিলহাজ্জের রাতগুলি যাপন করা। আর বিলম্ব করতে ইচ্ছুক হাজীর জন্য ১৩ যিলহাজ্জের রাত পর্যন্ত যাপন করা।

---

[৪১৬] সূরা আল-বাক্বারা ২:১৯৮, ছ্বহীহঃ মুসনাদ আহমাদ হা/১৮৭৭৪ , নাসাঈ হা/৩০১৬, তিরিমিযী হা/৮৮৯ ও ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫।

[৪১৭] সূরা আল-বাক্বারা ২:১৯৮

[৪১৮] সূরা আল-হাজ্জ ২২:২৯

[৪১৯] সূরা আল-বাক্বারা ২:১৫৮, ছ্বহীহ মুসলিম ১২১১, ছ্বহীহ বুখারী ১৭৯০ ও ছ্বহীহ মুসলিম ১২৭৭।

[৪২০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫২৪ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৮১। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫২৫।

[৪২১] সূরা আল-বাক্বারা ২:২০৩, ছ্বহীহঃ ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমাহ হা/২৮৮২।

[৪২২] ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/১৯৮৫।

৫. তাওয়াফে বিদা' (বিদায়ী তাওয়াফ) সমস্ত হাজীর উপর ওয়াজিব হবে যারা মক্কা থেকে নিজ দেশে প্রস্থান করবে।[৪২৩]

[الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ নিয়্যাতের মাধ্যমে কোন এক প্রকার হাজ্জকে নির্দিষ্ট করা।

- ইহরাম বাধাঃ তামাত্তু বা কিরান বা ইফরাদ এগুলোর কোন এক প্রকারকে নিয়্যাতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা ফরয। তবে প্রথমটি (তামাত্তু) করা উত্তম।[৪২৪]
- সুপরিচিত মীকাতগুলো থেকেই ইহরাম বাধতে হবে।[৪২৫]
- যে ব্যক্তির সেগুলো (মীকাতের) ভিতরে থাকবে, সে সেখান থেকেই ইহরাম বাধবে, এমনকি মক্কাবাসী মক্কা থেকেই ইহরাম বাধবে।[৪২৬]

[الفصل الثالث: محظورات الإحرام]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

১. মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, টুপি, পায়জামা, ওরস ও জা'ফরান মিশ্রিত কাপড় পরবে না। সে পায়ে মোজাও পরবে না। তবে যদি জুতা না পায়, তাহলে এমনভাবে কেটে মোজা পরবে যাতে তা দুই টাখনুর নিচ পর্যন্ত হয়।[৪২৭]

---

[৪২৩] ছহীহ বুখারী ১৭৫৫ ও ছহীহ মুসলিম ১৩২৮।

[৪২৪] ছহীহ বুখারী হা/১৫৬৮, মুসলিম হা/১২১৬

[৪২৫] ছহীহ বুখারী হা/১৫২৬, মুসলিম হা/১১৮১

[৪২৬] ছহীহ বুখারী হা/১৫২৪, মুসলিম হা/১১৮১

[৪২৭] ছহীহ বুখারী হা/১৫৪২, মুসলিম হা/১১৭৭

২. মহিলারা নেকাব করবে না, হাত মোজা এবং ওরস ও জা'ফরান মিশ্রিত কাপড় পরবে না।[৪২৮]

৩. তারা (ইহরামের পরে নতুনভাবে) সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।[৪২৯]

৪. আর নখ, চুল ও চামড়া থেকে ওযর ছাড়া কিছুই কাটবে না।[৪৩০]

৫. আর সহবাস করবে না, অশ্লীল কথা বলবে না, অন্যায় কাজ করবে না এবং ঝগড়া করবে না।[৪৩১]

৬. আর নিজেও বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ দিবে না এবং (বিবাহের) প্রস্তাবও দিবে না।[৪৩২]

৭. আর শিকার হত্যা করবে না।[৪৩৩] আর যে ব্যক্তি শিকারকে হত্যা করবে, তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফায়ছালা করবে দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোক।

৮. অন্য কেউ তার জন্য যা শিকার করবে সেটিও খাবে না। তবে যদি শিকারকারী (ইহরাম অবস্থায় না থেকে) হালাল অবস্থায় থাকে এবং সেই মুহরিম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিকার না করে, তবে সে তা খেতে পারবে।[৪৩৪]

৯. ইযখির ছাড়া হারাম এলাকার কোন গাছ কাটবে না।[৪৩৫]

কেবল পাঁচ প্রকার দুষ্ট জন্তুকে (সাপ, কাক, ইদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল) হত্যা করা জায়িয।[৪৩৬]

---

[৪২৮] ছহীহ বুখারী হা/১৮৩৮, তিরমিযী হা/৮৩৩, আবূ দাউদ হা/১৮২৫

[৪২৯] ছহীহ বুখারী হা/৪৯৮৫, মুসলিম হা/১১৮০

[৪৩০] সূরা আল বাকারা ২ :১৯৬

[৪৩১] সূরা আল বাকারা ২ :১৯৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৪০৯, আবূ দাউদ হা/১৮৪১

[৪৩২] ছহীহ বুখারী হা/১৮৩৭, মুসলিম হা/১৪০৯, ১৪১০, ১৪১১

[৪৩৩] সূরা আল মায়িদা ৫ :৯৫

[৪৩৪] ছহীহ বুখারী হা/১৮২৪, ১৮২৫, মুসলিম হা/১১৯৩, ১১৯৬

[৪৩৫] ছহীহ বুখারী হা/১৮৩৪, মুসলিম হা/১৩৫৩

[৪৩৬] ছহীহ বুখারী হা/৩৩১৪, মুসলিম হা/১১৯৮

১০. মদীনার হারাম এলাকার শিকার ও গাছের বিধান মক্কার হারাম এলাকার মতোই।[৪৩৭]

১১. তবে যেদি কোন ব্যক্তি মদীনার হারাম এলাকার গাছ কাটে অথবা পাতা ঝরায়, তাহলে যে ব্যক্তি তাকে দেখতে পাবে তার জন্য ঐ ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ থাকবে সেগুলো নেয়া হালাল হবে।[৪৩৮]

১২. ওয়াজ্জ (তায়িফের একটি উপত্যকা) এলাকায় শিকার করা এবং তার গাছ কাটাও হারাম।

[الفصل الرابع: ما عمله أثناء الطواف]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ তাওয়াফ করা অবস্থায় যে কাজগুলো করা হয়।

- ❖ হাজ্জ পালনকারী মক্কাতে আসার পরে সাত চক্করের মাধ্যমে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করবে।[৪৩৯]
- ❖ প্রথম তিন চক্করে রমল (একটু দ্রুত হাঁটবে) করবে আর পরবর্তীগুলো (স্বাভাবিকভাবে) হাঁটবে।[৪৪০]
- ❖ সে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিবে অথবা মিহজান (মাথা ভাজ করা লাঠি) দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবে এবং সেই মিহজানে চুমা দিবে।[৪৪১]
- ❖ রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করবে।[৪৪২]
- ❖ কিরান হাজ্জকারীর জন্য প্রথমবার তাওয়াফ ও সাঈ করাই (আগমনী তাওয়াফ) যথেষ্ঠ।[৪৪৩]

---

[৪৩৭] ছহীহ বুখারী হা/২১২৯, মুসলিম হা/১৩৬০

[৪৩৮] মুসলিম হা/১৩৬৪

[৪৩৯] ছহীহ বুখারী হা/১৬৪১, মুসলিম হা/১২৩৫

[৪৪০] ছহীহ বুখারী হা/১৬১৬, ১৬০২, মুসলিম হা/১২৬১, ১২৬৬

[৪৪১] ছহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, ১৬০৭, মুসলিম হা/১২৭০, ১২৭২

[৪৪২] ছহীহ বুখারী হা/১৬৬, মুসলিম হা/১১৮৭

❖ তাওয়াফের সময় ওযূ অবস্থায় থাকতে হবে এবং সতর ঢাকতে হবে।

❖ অন্য হাজ্জ পালনকারীরা যা করবে ঋতুবতী মহিলাও তাই করতে পারবে, তবে সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।[৪৪৪]

❖ তাওয়াফের সময় বর্ণিত যিকিরগুলো করা মুস্তাহাব।[৪৪৫]

❖ তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমে দুই রাকাআত ছ্বলাত আদায় করবে।[৪৪৬]

❖ আবার হাজরে আসওয়াদের নিকটে ফিরে গিয়ে তাকে স্পর্শ করবে।[৪৪৭]

[الـ] فصل [الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ছাফা ও মারওয়াতে সাঈ করা ফরয।

❖ ছাফা ও মারওয়াতে সাত চক্করের মাধ্যমে সাঈ করবে, সেখানে বর্ণিত দু'আগুলো করবে।[৪৪৮]

❖ যদি হাজ্জ পালনকারী তামাত্তু হাজ্জ করে, তাহলে সে সাঈ করার পর, [মাথার চুল ছোট করার মাধ্যমে] হালাল হয়ে যাবে।[৪৪৯]

---

[৪৪৩] ছ্বহীহ : তিরমিযী হা/৯৪৮, ইবনে মাজাহ হা/২৯৭৫

[৪৪৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৫, মুসলিম হা/১২১১

[৪৪৫] হাসান : আবূ দাউদ হা/১৮৯২

[৪৪৬] সূরা আল বাকারা ২ :১২৫

[৪৪৭] মুসলিম হা/১২১৮

[৪৪৮] ছ্বহীহ : মুয়াত্তা মালিক হা/১২৭, নাসাঈ ৫/২৪০, মুসলিম হা/১৭৮০, ১২১৮

[৪৪৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৬৮, মুসলিম হা/১২১৬

[الفصل السادس: مناسك الحج]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ হাজ্জের পদ্ধতি

- ❖ অবশেষে যখন তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহাজ্জ) আসবে, তখন সে সকালে হাজ্জের (ইহরাম বেধে) তালবিয়া পাঠ করবে।
- ❖ তারপর মিনার দিকে রওয়ানা করবে। সেখানে গিয়ে যূহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের ছলাত আদায় করবে।
- ❖ তারপর আরাফার দিন (৯ ই যুল-হাজ্জ) সকালে তালবিয়া ও তাকবীর বলতে বলতে আরাফাতে আসবে।[৪৫০]
- ❖ সেখানে যূহর ও আসরের ছলাত জমা করবে, খুতবা হবে।[৪৫১]
- ❖ তারপর সূর্যাস্তের পরে আরাফা থেকে প্রস্থান করবে এবং মুযদালিফাতে আসবে।[৪৫২]
- ❖ সেখানে এসে মাগরিব ও ইশার ছলাত জমা করবে এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করবে।[৪৫৩]
- ❖ তারপর ফজরের ছলাত আদায় করে মাশ'আরুর হারামে (মুযদালিফাতে ছোট একটি পাহাড় যেখানে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়েছিলেন) আসবে। তারপর সেখানে আল্লাহর যিকির করবে। সূর্য উঠা পর্যন্ত অবস্থান করবে।[৪৫৪]
- ❖ তারপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বাতনে মুহাসসার নামক উপত্যকাতে আসবে। তারপর গাছের নিকটে জামারা, যেটি হলো জামারায়ে আকাবাহ, সেই জামারার দিকের মাঝের পথ দিয়ে আসবে।

---

[৪৫০] ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮

[৪৫১] ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮

[৪৫২] ছহীহ বুখারী হা/১৬৭৩, মুসলিম হা/১২৮৮

[৪৫৩] ছহীহ বুখারী হা/১৬৭৩, মুসলিম হা/১২৮৮

[৪৫৪] সূরা আল বাকারা ২ :১৯৮, ছহীহ বুখারী হা/১৬৮৪, মুসলিম হা/১২১৮

তারপর (সেখানে এসে) তাতে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবে।[৪৫৫]

❖ মহিলা ও শিশু ছাড়া অন্য কেউ সূর্য উঠার আগে পাথর নিক্ষেপ করবে না। তবে তাদের (মহিলা ও শিশুদের) জন্য সূর্য উঠার আগেই নিক্ষেপ করা জায়িয।[৪৫৬]

❖ তারপর পুরুষগণ মাথা মুণ্ডন (পুরুষের জন্য উত্তম মাথা মুণ্ডন করা) করবে অথবা চুল ছোট করবে।[৪৫৭] আর মহিলাগণ চুল ছোট করবে অর্থাৎ চুলের অগ্রভাগ থেকে সামান্য (আংগুল পরিমাণ) কাটবে।

❖ তারপর মহিলা ছাড়া (অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা ছাড়া) অন্য সকল কিছুই তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।[৪৫৮]

❖ কোন ব্যক্তি যদি পাথর নিক্ষেপ করার আগেই মাথা মুণ্ডন করে অথবা (পশু) যবেহ করে অথবা তাওয়াফে ইফাযাহ করে তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই।[৪৫৯]

❖ কুরবানীর দিনে হাজ্জ পালনকারী তাওয়াফে ইফাযাহ অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারাহ করবে।[৪৬০]

❖ তারপর মিনাতে ফিরে আসবে এবং সেখানে আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে রাত্রি যাপন করবে।[৪৬১]

❖ আইয়্যামের তাশরীকের প্রতিদিনেই তিনটি জামারাতে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবে। নিকটের জামরা দিয়ে শুরু করবে, তারপর মাঝেরটা তারপর জামরায়ে আকাবাতে নিক্ষেপ করবে।[৪৬২]

---

[৪৫৫] ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৭, মুসলিম হা/১২৯৬

[৪৫৬] ছহীহ বুখারী হা/১৬৭৮, ১৬৮১, ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৩, ১২৯০

[৪৫৭] ছহীহ বুখারী হা/১৭২৮, মুসলিম হা/১৩০২, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৯৮৪

[৪৫৮] ছহীহ : ইবনে মাজাহ হা/৩০৪১

[৪৫৯] ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৬, মুসলিম হা/১৩০৬

[৪৬০] মুসলিম হা/১৩০৮

[৪৬১] ছহীহ বুখারী হা/১৬৩৪, মুসলিম হা/১৩১৫, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৯৭৫, তিরমিযী হা/৯৫৪, ইবনে মাজাহ হা/৩০৩৭

❖ যে ব্যক্তি মানুষদেরকে নিয়ে হাজ্জ করাচ্ছে তার জন্য কুরবানীর দিনে এবং আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিনে খুতবা দেয়া মুস্তাহাব।[৪৬৩]

❖ যখন হাজ্জের কার্যাবলি শেষ করবে এবং (নিজের স্থানে) ফেরত আসার ইচ্ছা করবে, তখন বিদায়ী তাওয়াফ করবে।[৪৬৪]

[الـ] فصل [السابع: أفضل أنواع الهدي]

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন প্রকার কুরবানীর মধ্যে যেটি সর্বোত্তম কুরবানী।

❖ কুরবানীতে সর্বোত্তম হলো উট, তারপর গরু, তারপর ছাগল।[৪৬৫]

❖ উট ও গরু সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।[৪৬৬]

❖ কুরবানীদাতার জন্য সেই পশুর গোশত খাওয়া[৪৬৭] এবং তাতে আরোহন করা জায়িয।[৪৬৮]

❖ (কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে) কুরবানীর পশুর কোন পার্শ্বে কেটে দাগ দেয়া ও মালা পরানো মুস্তাহাব।[৪৬৯]

❖ কোন ব্যক্তি যদি কুরবানীর পশু পাঠায়, তাহলে মুহরিম ব্যক্তির জন্য যেগুলো হারাম সেগুলোর কোন কিছুই ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে না।[৪৭০]

---

[৪৬২] ছহীহ বুখারী হা/১৭৫২

[৪৬৩] ছহীহ বুখারী হা/১৭৪১, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৯৫২

[৪৬৪] ছহীহ মুসলিম হা/১৩২৭

[৪৬৫] ছহীহ বুখারী হা/৮৮১, ছহীহ মুসলিম হা/৮৫০।

[৪৬৬] ছহীহ বুখারী হা/১৩১৮, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/২৮০৭, তিরমিযী হা/৯০৪

[৪৬৭] ছহীহ বুখারী হা/১৭০৯, ছহীহ মুসলিম হা/১২১১

[৪৬৮] ছহীহ বুখারী হা/১৬৯০, ছহীহ মুসলিম হা/১৩২৩

[৪৬৯] ছহীহ মুসলিম হা/১২৪৩, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/১৭৫২, তিরমিযী হা/৯০৬, ইবনে মাজাহ হা/৩০৯৭

[৪৭০] ছহীহ বুখারী হা/১৭০০, ছহীহ মুসলিম হা/১৩২১

[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

দ্বিতীয় অধ্যায়: পৃথকভাবে উমরাহ করা

❖ উমরাহর জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাধতে হবে। যে ব্যক্তি মক্কাতেই থাকবে সে (হারাম এলাকা ছেড়ে) হালাল এলাকায় যাবে (ইহরাম বাধার জন্য)।[৪৭১]

❖ (ইহরাম বাধার পরে) তাওয়াফ করবে, (তারপর) সাঈ করবে, (তারপর) মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে।

❖ বছরের সব সময়ই উমরাহ করা শরী'আত সম্মত।[৪৭২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

[১] উমরার রুকন চারটি:[৪৭৩]

১. ইহরাম বাধা (الإحرام)।[৪৭৪]

২. তাওয়াফ করা (الطواف)।[৪৭৫]

৩. সাঈ করা (السعى)।[৪৭৬]

৪. মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা (الحلق أو التقصير)।[৪৭৭]

[২] **উমরা ওয়াজিব একটি:** শরী'আত নির্ধারিত মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা।[৪৭৮]

---

[৪৭১] ছহীহ বুখারী, হা/১৭৮৪, ছহীহ মুসলিম, হা/১২১১।

[৪৭২] ছহীহ বুখারী, হা/১৭৮০, ছহীহ মুসলিম, হা/১২৫৩।

[৪৭৩] আল ওয়াজিজ ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আজিজ, ২৬৬ পৃ.

[৪৭৪] ছহীহ বুখারী হা/১৫৫৬, ছহীহ মুসলিম হা/১১৮১

[৪৭৫] সূরা হাজ্জ ২২:২৯

[৪৭৬] সূরা আল বাকারা ২:১৫৮

[৪৭৭] ছহীহ বুখারী, হা/১৬৯১, ছহীহ মুসলিম, হা/১২২৭। পুরুষগণ মাথা মুণ্ডন (পুরুষের জন্য উত্তম মাথা মুণ্ডন করা) করবে অথবা চুল ছোট করবে। আর মহিলাগণ চুল ছোট করবে অর্থাৎ চুলের অগ্রভাগ থেকে সামান্য (আংগুল পরিমাণ) কাটবে।

[৪৭৮] ছহীহ বুখারী হা/১৫২৪ ও ছহীহ মুসলিম হা/১১৮১। ছহীহ বুখারী হা/১৫২৫।

[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

অষ্টম পর্ব: নিকাহ বা বিবাহ

[الفصل الأول: أحكام الزواج]

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিবাহের বিধি বিধান

- যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখে তার জন্য বিবাহ করা শরী'আত সম্মত, মুস্তাহাব, সুন্নাহ।[৪৭৯] আর যে ব্যক্তি পাপে পতিত হওয়ার ভয় করে তার জন্য বিবাহ করা ফরয।
- (সামর্থ থাকার পরেও) অবিবাহিত থাকা জায়িয নয় (হারাম)।[৪৮০]
- তবে বিবাহে যা আবশ্যক তা পালনে অক্ষম হলে (সামর্থ না থাকলে অবিবাহিত থাকা যাবে)।[৪৮১]
- (বিবাহের জন্য) পাত্রী হওয়া উচিত বেশি বেশি ভালোবাসাদানকারিনী, অধিক সন্তান দানকারিনী,[৪৮২] কুমারী, সুন্দরী, বংশ মর্যাদাশীলা, দীনদারী এবং সম্পদশালী।[৪৮৩]
- ত্বলাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা মহিলাকে বিবাহ দেওয়ার সময় তার সম্মতি নিতে হবে। আর যে ব্যক্তি যোগ্য তার সাথে বিবাহ দেওয়ার সময় তার রাজী থাকা বিবেচ্য বিষয়। আর ছোট মহিলার ক্ষেত্রে তার

---

[৪৭৯] ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৫, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০০।

[৪৮০] ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৩, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০২।

[৪৮১] ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৫, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০০।

[৪৮২] মুসনাদে আহমাদ, হা/১২২০২, ১৩১৫৭, ইবনু হিব্বান, হা/১২২৮। ছহীহ: ইরওয়া আল গালীব হা/১৭৮৪।

[৪৮৩]ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯০, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৬।

অভিভাবককে প্রস্তাব দিতে হবে। আর কুমারী মহিলার রাজী থাকা হলো তার চুপ থাকা।[৪৮৪]

- ইদ্দতের সময়ে প্রস্তাব দেওয়া[৪৮৫] এবং একজনের প্রস্তাবের ওপরে আরেকজনের প্রস্তাব দেওয়া হারাম।[৪৮৬]
- প্রস্তাবকৃত মেয়েকে দেখা জায়িয।[৪৮৭]
- অভিভাবক এবং দুইজন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না।[৪৮৮] তবে যদি সেই অভিভাবক বিবাহ দিতে অস্বীকারকারী এবং অমুসলিম হয় (তাহলে ভিন্ন কথা)।[৪৮৯]
- স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য বিবাহের চুক্তিতে উকিল নিযুক্ত করা জায়িয, যদিও তা একজন হয়।[৪৯০]
- [বিবাহের জন্য খুতবা দেয়া মুস্তাহাব।][৪৯১]
- [বর কনের জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব।][৪৯২]

---

[৪৮৪] ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২১, আবু দাউদ, হা/২০৯৮, তিরমিযী, হা/১১০৮, নাসাঈ, হা/৮৪, ইবনু মাজাহ, হা/১৮৭০।

[৪৮৫] ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০, আবু দাউদ, হা/২২৮৪, তিরমিযী, হা/১১৮০।

[৪৮৬] ছহীহ বুখারী, হা/৫১৪২।

[৪৮৭] আবূ দাউদ, হা/২০৮২, ইরওয়া, হা/১৭৯১।

[৪৮৮] সুনানুল কুবরা, হা/১৩৭১৮, দারাকুত্তনী, হা/৩৫৩৩।

[৪৮৯] আবূ দাউদ, হা/২১০৭, সুনানুল কুবরা, হা/১৩৯১১

[৪৯০] আবূ দাউদ, হা/২১১৭, ইরওয়াহ, হা/১৯২৪।

[৪৯১] তিরমিযী, হা/১১০৫, আবু দাউদ, হা/২১১৮, ইবনু মাজাহ, হা/১৮৯২। সংযুক্ত

[৪৯২] তিরমিযী, হা/১০৯১, আবু দাউদ, হা/২১৩০। সংযুক্ত

[الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ হারাম বিবাহসমূহ

১. মুত'আ বিবাহ হারাম যা (নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিবাহ করা) মানসূখ হয়ে গেছে।[৪৯৩]

২. হিল্লা বিবাহ (একজনের স্ত্রীকে হালাল করার জন্য অন্যজনের সাথে বিবাহ দেয়া) হারাম।[৪৯৪]

৩. শিগার বিবাহ হারাম ('শিগার বিবাহ' হলো, কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং দুই মেয়েকেই কোন মহর দেওয়া হবে না)।[৪৯৫]

❖ স্ত্রীর শর্ত পুরণ করা স্বামীর জন্য ফরয। তবে সে যদি হারামকে হালাল করে অথবা হালালকে হারাম করে তাহলে নয়।

৪. কোন পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী ও মুশরিক মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপভাবে এর বিপরীতটা (অর্থাৎ কোন মহিলার জন্যও কোন ব্যভিচারী ও মুশরিক পুরুষের সাথে বিবাহে বসা হারাম)।[৪৯৬]

৫. যাদেরকে বিবাহ করা হারাম বলে কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। দুধপান করার কারণে বংশ সম্পর্কের মতোই (অর্থাৎ বংশের কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও তা হারাম হয়) হারাম।[৪৯৭]

---

[৪৯৩] ছহীহ বুখারী, হা/৫১১৫, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০৭।

[৪৯৪] তিরমিযী, হা/১১২০, সুনানুল কুবরা, হা/১৪১৮৩।

[৪৯৫] ছহীহ বুখারী, হা/৫১১২, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৫।

[৪৯৬] সূরা আন নূরঃ ৩

[৪৯৭] নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না, তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (সেটা ক্ষমা করা হলো)। নিশ্চয় তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা। তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্ব আছে, তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাক,

৬. কোন মহিলা এবং তার ফুফুকে অথবা তার খালাকে (বিবাহের মাধ্যমে) একত্র করা হারাম। [দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম]।[৪৯৮]

৭. স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের জন্য বৈধ সংখ্যার বেশি (অর্থাৎ চারের বেশি) বিবাহ করা হারাম।[৪৯৯]

❖ কোন দাস যদি তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, তাহলে তার বিবাহ বাতিল।[৫০০]

❖ কোন দাসীকে মুক্ত করা হলে সেই তার নিজের বিষয়ের মালিক হয়। আর তখন তার বিবাহের বিষয়ে তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয় (অর্থাৎ সে চাইলে আগের বিবাহ বহাল রাখবে, আর না চাইলে সেই বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে)।[৫০১]

❖ দোষ ত্রুটির কারণে বিবাহ বাতিল করা জায়িয।

❖ কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করলে, শরী'আত যা সমর্থন করে তাদের বিবাহগুলোর মধ্যে শুধু সেগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া হবে। (অর্থাৎ কোন কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর যদি তার ছয়টি স্ত্রী থাকে তাহলে চারটিকে স্বীকৃতি দেয়া হবে আর বাকি দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করতে বলা হবে)।

❖ যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং তখন স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ফরয হবে।[৫০২]

তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া সব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ মহিলারা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এগুলো আল্লাহর বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থ ব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয় (সূরা আন নিসা: ২২-২৪)।

[৪৯৮] ছহীহ বুখারী হা/৫১০৯। আবূ দাউদ হা/২২৪৩।

[৪৯৯] আবূ দাউদ হা/২২৪১।

[৫০০] আবূ দাউদ হা/২০৭৮।

[৫০১] ছহীহ মুসলিম হা ৯/১৫০৪।

[৫০২] ছহীহ বুখারী হা/৫২৮৬।

❖ যদি অন্যজনও ইসলাম গ্রহণ করে এবং তখনো যদি সেই মহিলার বিবাহ না হয়, তাহলে অনেক দিন অতিবাহিত হলেও তারা তাদের প্রথম বিবাহের ওপরই বহাল থাকবে, যদি তারা দুইজনে এটিকে পছন্দ করে।[৫০৩]

[ال] فصل [الثالث: أحكام المهر]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ মহরের বিধি বিধান

❖ মহর দেয়া ফরয।[৫০৪] আর তাতে বাড়াবাড়ি করা মাকরূহ।[৫০৫]

❖ একটি লোহার আংটি দিয়েও অথবা কুরআন শিক্ষা দিয়েও মহর দেয়া ছহীহ।[৫০৬]

❖ যদি কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করে, কিন্তু মহর ধার্য না করে, তাহলে সেই মহিলার মহর হবে (তার আত্মীয় বা সেই শহরের) মহিলাদের মহরের সমান, যদি ব্যক্তি সেই মহিলার সাথে সহবাস করে।[৫০৭]

❖ সহবাসের আগেই মহরের কিছু দেওয়া মুস্তাহাব।

❖ স্বামীর কর্তব্য হলো (স্ত্রীর সাথে) সৎভাবে থাকা আর স্ত্রীর কর্তব্য হলো (স্বামীর) আনুগত্য করা।[৫০৮]

---

[৫০৩] আবূ দাউদ হা/২২৪০, তিরমিযী হা/১১৪৩, ইবনে মাজাহ হা/২০০৯।

[৫০৪] সূরা আন নিসা ৪:৪, ২৪, সূরা আল মুমহাহিনা ৬০:১০

[৫০৫] ছহীহ বুখারী হা/৫১৩৫, ৫১৪৯, ছহীহ মুসলিম হা/১৪২৫, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/২১১৭

[৫০৬] ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৯।

[৫০৭] ছহীহ : আবূ দাউদ, হা/২১১৬, তিরমিযী, হা/১১৪৫, ইবনু মাজাহ, হা/১৮৯১।

[৫০৮] সূরা আন নিসা: ১৯, ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮৬, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৮, সূরা আন নিসা: ৩৪

❖ আর যে ব্যক্তির দুই বা তার বেশি স্ত্রী থাকবে, সে (কোন কিছু) দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং যেগুলোতে প্রয়োজন অনুভব হবে সেগুলোতে তাদের মাঝে ইনছাফ করবে।[৫০৯]

❖ আর যখন সফর করবে, তখন তাদের মাঝে লটারী করবে। আর কোন মহিলা তার পালা অন্য স্ত্রীকে দিতে পারে অথবা সেটি ছাড়ার জন্য স্বামীর সাথে সমঝোতা করতে পারে।[৫১০]

❖ (বিবাহ করার পরে) স্বামী নতুন কুমারী মহিলার কাছে সাতদিন আর বিধবা মহিলার কাছে তিনদিন অবস্থান করবে।[৫১১]

❖ আর আযল করা জায়িয নয়[৫১২] এবং

❖ স্ত্রীর পশ্চাৎ দ্বারে (মলদ্বার বা পায়ু পথে) সহবাস জায়িয নয় (হারাম)।[৫১৩]

[الفصل الرابع: الولد للفراش]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বিছানা যার, সন্তান তার।

❖ বিছানা যার, সন্তান তার। অন্য কোন ব্যক্তির সাদৃশ্যতা ধর্তব্য নয়।[৫১৪]

---

[৫০৯] ছহীহ, আবূ দাউদ হা/২১৩৩, নাসাঈ হা/৩৯৪২, তিরমিযী হা/১১৪১, ইবনে মাজাহ হা/১৯৬৯।

[৫১০] বুখারী হা/২৫৯৩।

[৫১১] বুখারী হা/৫২১৪, মুসলিম হা/১৪৬১।

[৫১২] সঠিক কথা হলো আযল করা জাযেয। বুখারী হা/৫২০৯, মুসলিম হা/১৪৪০। স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় স্ত্রী-অঙ্গের বাইরে শুক্র স্খলিত করার নাম আযল।

[৫১৩] ছহীহ, তিরমিযী হা/১৩৫, আবূ দাউদ হা/৩৯০৪, ইবনে মাজাহ হা/৬৩৯।

[৫১৪] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৪৯, ৫৩০৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৪৫৭, ১৫০০

[الفصل الخامس: أحكام وليمة العرس]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ বিবাহে অলীমার বিধি বিধান।

- ❖ অলীমা করা শরী'আত সম্মত (অলীমা করা ওয়াজীব)।[৫১৫]
- ❖ অলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজীব।[৫১৬]
- ❖ আগে দাওয়াত দানকারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তারপর যে বেশি নিকটের প্রতিবেশী (যার দরজা কাছে) তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৫১৭]
- ❖ যদি অলীমাতে পাপাচার হয়, তাহলে সেখানে উপস্থিত হওয়া জায়িয নয়।[৫১৮]

[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

নবম পর্বঃ ত্বলাক

[الباب الأول: أنواع الطلاق]

প্রথম অধ্যায়ঃ বিভিন্ন প্রকার ত্বলাকের বর্ণনা।

[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ত্বলাক শরী'আত সম্মত হওয়া এবং তার বিধি বিধান

- ❖ শরী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ত্বলাক দেয়া জায়িয, যদিও তা রসিকতা করে হয়।[৫১৯]

---

[৫১৫] ছহীহ বুখারী হা/৫১৬৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৪২৭, আবূ দাউদ হা/২১০৯, তিরমিযী হা/১০৯৪, ইবনে মাজাহ হা/১৯০৭

[৫১৬] ছহীহ বুখারী হা/৫১৭৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৪২৯, ১৪৩১, আবূ দাউদ হা/৩৭৩৬

[৫১৭] ছহীহ বুখারী হা/৬০২০

[৫১৮] ছহীহঃ ইবনে মাজাহ হা/৩৩৫৯।

[৫১৯] হাসানঃ তিরমিযী হা/১১৮৪, আবূ দাউদ হা/২১৯৪, ইবনে মাজাহ হা/২০৩৯।

❖ (ত্বলাক হবে ঐ মহিলার জন্য) যে মহিলা (হায়িয থেকে) পবিত্র আছে, সেই পবিত্রতায় তার সাথে সহবাস করা হয়নি, আর এই পবিত্রতার আগের হায়িয অবস্থায় এবং গর্ভবতী থাকাবস্থায়, যা স্পষ্ট হয়ে গেছে এমন অবস্থায় তাকে ত্বলাক দিবে না। এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে ত্বলাক দেয়া হারাম।[৫২০]

❖ এই ত্বলাক কার্যকর হওয়া এবং (স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নেয়া ছাড়াই একের অধিক ত্বলাক কার্যকর হওয়া (যেমন একই বৈঠকেই তিন ত্বলাক দেয়া ইত্যাদি) সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, ত্বলাক কার্যকর হবে না।[৫২১]

[الـ] فصل [الثاني: بما يقع الطلاق]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ যার মাধ্যমে ত্বলাক কার্যকর হয়।

❖ নিয়্যাতের সাথে ইঙ্গিতের মাধ্যমেই ত্বলাক সংঘটিত হয়।[৫২২]

❖ আবার ইখতিয়ারের মাধ্যমেও ত্বলাক কার্যকর হয়, যদি সে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই পছন্দ করে।[৫২৩]

❖ আর যদি স্বামী অন্যকে ত্বলাকের দায়িত্ব দেয়, তাহলেও ত্বলাক কার্যকর হবে। (যেমন আমার স্ত্রীর ত্বলাকের বিষয়টি তোমার ওপর ন্যাস্ত করলাম। তখন সে বলল, তোমার স্ত্রী ত্বলাক। তাহলে তার স্ত্রী ত্বলাক হয়ে যাবে)।[৫২৪]

---

[৫২০] ছহীহ বুখারী হা/৫২৫১, মুসলিম হা/ ১/১৪৭১, ৫/১৪৭১।

[৫২১] মুসলিম হা/১৪৭২। একই বৈঠকে দেয়া তিন ত্বালাক এক ত্বালাক হিসাবে গণ্য হবে।

[৫২২] ছহীহ বুখারী, হা/৫২৫৪।

[৫২৩] সূরা আল আহযাবঃ ২৮-২৯

[৫২৪] ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, ২৬৯৬, ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭, ১৬৯৮।

❖ (নিজের ওপর) স্ত্রীকে হারাম করার মাধ্যমে ত্বলাক কার্যকর হবে না।[৫২৫]

❖ কোন ব্যক্তির তার ত্বলাকের ইদ্দতের মধ্যে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিক হকদার। সে যখন ইচ্ছা তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে, যদি সেটি রাজঈ ত্বলাক হয়।[৫২৬]

❖ আর তৃতীয় ত্বলাকের পরে তার জন্য সেই স্ত্রী হালাল নয়, যতক্ষণ সেই মহিলা অন্য কাউকে বিবাহ না করবে।[৫২৭]

[الباب الثاني] : باب الخلع

দ্বিতীয় অধ্যায়: খোলা ত্বলাকের বর্ণনা[৫২৮]

❖ কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে খোলা করে দেয়, তাহলে সেই মহিলাই তার নিজের বিষয়ের মালিক হয়ে যায়, শুধু ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে সে আর ফেরত আসতে পারবে না (অর্থাৎ স্বামীর কাছে ফেরত আসতে হলে আবার নতুনভাবে বিয়ে হতে হবে)।

---

[৫২৫] ছহীহ বুখারী, হা/৫২৬৬, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭৩।

[৫২৬] সূরা আল বাকারা: ২২৮, ছহীহ: আবূ দাউদ, হা/২১৯৫, নাসাঈ, হা/৩৫৫৪।

[৫২৭] ছহীহ বুখারী, হা/২৬৩৯, ছহীহ মুসলিম হা ১৪৩৩

[৫২৮] সেটি হলো সম্পদের বিনিময়ে (স্বামী থেকে) স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া। খোলা শব্দটি কাপড় খোলা থেকে নেয়া হয়েছে। কেননা রূপক অর্থে স্ত্রী হলো স্বামীর পোশাকস্বরূপ। আর মূল শব্দ প্রকৃত অর্থ ও রূপক অর্থের মাঝে পার্থক্যকে একত্রিত করেছে। খোলার মূল উৎস হলো, আল্লাহ তা'আলা এই বাণী যাতে তিনি বলেন,

﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾

তারপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই (সূরা আল বাকারা: ২২৯)।

- ❖ কম এবং বেশি সম্পদের মাধ্যমে খোলা করা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মহিলাকে যা প্রদান করা হয়েছে স্বামীর পক্ষ থেকে তার চেয়ে বেশি দাবি করা না হয়।
- ❖ আর খোলাতে অবশ্যই স্বামী স্ত্রীর উভয়েরই সন্তুষ্টি থাকতে হবে অথবা এদের পারস্পারিক বিবাদের সময় বিচারক তাদেরকে বাধ্য করবে।[৫২৯]
- ❖ খোলা হলো ফাসখ বা বিবাহ বিচ্ছেদ (এটি ত্বলাক নয়)।[৫৩০]
- ❖ খোলাকৃত মহিলার ইদ্দতকাল হলো এক হায়িয।[৫৩১]

[الباب الثالث] : باب الإيلاء

তৃতীয় অধ্যায়: ঈলা (স্ত্রীর থেকে পৃথক থাকার শপথ করা)[৫৩২]

- ❖ তা হলো স্বামীর সকল স্ত্রীদের বা কিছু স্ত্রীদের নিকট না যাওয়ার জন্য শপথ করা।
- ❖ যদি চার মাসের কম সময় নির্ধারণ করে, তাহলে যে সময় নির্ধারণ করেছেন সেটি অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকবে।[৫৩৩]

---

[৫২৯] সূরা আন নিসা: ১২৮, ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭৩, ইবনু মাজাহ, হা/২০৫৬।

[৫৩০] ছহীহ : তিরমিযী, হা/১১৮৫, ইবনু মাজাহ, হা/২০৫৮, নাসাঈ, হা/৩৪৯৮।

[৫৩১] ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

সাবিত ইবনু কায়িস (রা)-এর স্ত্রী তার কাছ থেকে খোলা করে নিলেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইদ্দাতকাল এক হায়িয নির্ধারণ করলেন। এই হাদীছটি ছহীহ। আবূ দাউদ হা/২২২৯, তিরমিযী হা/১১৮৫।

[৫৩২] আভিধানিক অর্থে ঈলা হলো শপথ করা। শরীয়তগতভাবে, ঈলা হলো শপথ করার মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

[৫৩৩] ছহীহ বুখারী, হা/৫২০২, ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮৫

❖ আর যদি চার মাসের বেশি সময় নির্ধারণ করে, তাহলে চার মাস অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অথবা ত্বলাক দেয়ার তাকে ইখতিয়ার দেয়া হবে।[৫৩৪]

[الباب الرابع] : باب الظهار

চতুর্থ অধ্যায়ঃ যিহার।

❖ সেটি হলো স্ত্রীকে স্বামীর বলা যে, আমার কাছে তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো অথবা আমি তোমাকে যিহার করছি অথবা অনুরূপ কিছু বলা।

❖ তখন স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে স্বামীর জন্য কাফফারা হিসেবে একটি দাস মুক্ত করা ফরয। যদি তা করতে না পারে, তাহলে দুই মাস অবিরাম ছিয়াম পালন করবে, যদি সেটি করতেও সমর্থ না হয়, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।[৫৩৫]

❖ মুসলিমদের যাকাত থেকে তাকে সহযোগিতা করা ইমাম বা রাষ্ট্রীয় নেতার জন্য জায়িয, যদি সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয় এবং ছিয়াম পালন করতেও সমর্থ না হয়। আর সে ব্যক্তি সেগুলো (যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া সম্পদ) তার এবং তার পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করতে পারবে।[৫৩৬]

❖ আর যিহার যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়, তাহলে সেই সময় পার হওয়া পর্যন্ত যিহারের বিধান উঠবে না। আর যদি সময় পার হওয়ার আগেই অথবা কাফফারা দেয়ার আগেই সহবাস করে, তাহলে সে

[৫৩৪] সূরা আল বাকারাঃ ২২৬, ছহীহ বুখারী, হা/৫২৯১।

[৫৩৫] সূরা আল মুজাদালাহঃ ৩-৪

[৫৩৬] আবূ দাউদ, হা/২২১৩, তিরমিযী, হা/১২০০।

পুরোপুরি কাফফারা দেয়া পর্যন্ত অথবা নির্দিষ্ট সময় পার হওয়া পর্যন্ত (সহবাস করা থেকে) বিরত থাকবে।[৫৩৭]

[الباب الخامس] : باب اللعان

পঞ্চম অধ্যায়: লি'আন

- ❖ কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দেয়, আর যদি স্ত্রী তা স্বীকার না করে এবং স্বামীও যদি তার অপবাদ থেকে ফিরে না আসে তাহলে লি'আন করবে (একে অপরকে অভিশাপ দিবে)।[৫৩৮]
- ❖ সেই ব্যক্তি আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, নিশ্চয় সে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে বলবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার ওপর আল্লাহর লানত নেমে আসবে। তারপর সেই মহিলা চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, নিশ্চয় তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তাহলে তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে।[৫৩৯]
- ❖ যদি সেই মহিলা গর্ভবতী হয় অথবা সন্তান প্রসব করেছে এমন হয় তাহলে সন্তান অস্বীকারের বিষয়টিও এই শপথেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।
- ❖ আর হাকিম বা বিচারক তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। আর সেই ব্যক্তির জন্য সেই মহিলা চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে।[৫৪০]
- ❖ আর সেই সন্তানকে শুধু তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে।[৫৪১]

---

[৫৩৭] হাসান : আবূ দাউদ, হা/২২২৩, তিরমিযী, হা/১১৯৯, ইবনু মাজাহ, হা/২০৬৫, নাসাঈ, হা/৩৪৫৭।

[৫৩৮] সূরা আন নূর ২৪: ৬-১০

[৫৩৯] সূরা আন নূর ২৪: ৬-১০

[৫৪০] ছহীহ মুসলিম হা/১৪৯৩

[৫৪১] ছহীহ বুখারী হা/৫৩১৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৪৯৪

❖ আর যে ব্যক্তি সন্তানের জন্য স্ত্রীকে (যিনার) অভিযোগ করবে, তাহলে সে ব্যক্তিই মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী।

[الباب السادس] : باب العدة

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইদ্দত পালন সম্পর্কে

[الفصل الأول: أنواع العدة]

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার ইদ্দত সম্পর্কে

❖ ত্বলাক দেওয়ার পর গর্ভবতীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।[৫৪২]

❖ মাসিক হয় এমন মহিলার ইদ্দত হলো তিন মাস।[৫৪৩]

❖ এই দুই প্রকার (গর্ভবতী ও যাদের মাসিক হয়) মহিলা ছাড়া অন্যান্যদের জন্য তিনমাস।[৫৪৪]

❖ স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত হলো চারমাস দশদিন।[৫৪৫] যদি সেই মহিলা গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত।[৫৪৬]

❖ যার সাথে সহবাস করা হয়নি তার কোন ইদ্দত নেই।[৫৪৭]

❖ দাসী স্বাধীনা মহিলার মতোই (অর্থাৎ স্বাধীনা মহিলার ইদ্দতের মতোই দাসীর ইদ্দত)।[৫৪৮]

---

[৫৪২] সূরা আত তালাক ৬৫ :৪

[৫৪৩] সূরা আল বাকারা: ২২৮

[৫৪৪] সূরা আত তালাক ৬৫ :৪

[৫৪৫] সূরা আল বাকারা: ২৩৪

[৫৪৬] ছহীহ বুখারী, হা/৫৩১৮, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৮৫।

[৫৪৭] সূরা আল আহযাব: ৪৯

[৫৪৮] কারণ দাসীদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোন বিধান বর্ণিত হয়নি।

❖ স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার কর্তব্য হলো:

১. সৌন্দর্য অবলম্বন না করা[৫৪৯]

২. স্বামীর মৃত্যুর সময় অথবা সেই খবর পৌঁছার সময় সে যে বাড়িতে ছিল সে বাড়িতেই অবস্থান করা (অর্থাৎ স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করা)।[৫৫০]

[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর জরায়ু মুক্ত করা সম্পর্কে।

❖ দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর এক হায়িয অপেক্ষা করার মাধ্যমে জরায়ু মুক্ত করা ফরয, যদি সেই মহিলার হায়িয হয়ে থাকে। আর গর্ভবতীর জন্য তার সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।[৫৫১]

❖ যে মহিলার হায়িয বন্ধ হয়ে গেছে তার জন্য সেই সময় (তিন মাস) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যেই সময়ে বুঝা যাবে যে, সে গর্ভবতী হয়নি।[৫৫২]

❖ সাধারণভাবে কুমারী এবং ছোট মেয়েদের জরায়ু মুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই।[৫৫৩]

---

[৫৪৯] ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৪১, ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩৮।

[৫৫০] ছহীহ : আবূ দাউদ, হা/২৩০০, তিরমিযী, হা/১২০৪, নাসাঈ, হা/৩৫২৯, ইবনু মাজাহ, হা/২০৩১।

[৫৫১] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/২১৫৭, মুসনাদে আহমাদ ৩/৬২, আল মুস্তাদরাক হাকীম ২/১৯৫

[৫৫২] ছহীহ মুসলিম হা/১৪৫৬।

[৫৫৩] কেননা এই বিষয়ে কোন দলীল নেই, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট কোন বর্ণনাও নেই এবং ছহীহ কোন কিয়াসও নেই।

❖ বিক্রেতাসহ এমন ব্যক্তিদের জন্য জরায়ু মুক্ত করা আবশ্যক নয় (কেননা তারা তো সহবাস করবে না, বরং তারা বিক্রি করবে। জরায়ু মুক্ত করা তো প্রয়োজন সেই ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি সহবাস করবে)।

[الباب السابع] : باب النفقة

সপ্তম অধ্যায়: ভরণপোষণ সম্পর্কে

❖ স্বামীর ওপর ফরয হলো স্ত্রীর[৫৫৪] এবং রাজঈ ত্বলাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণপোষণ করা।[৫৫৫]

❖ তবে বায়িন ত্বলাকপ্রাপ্তা মহিলার এবং স্বামী মারা যাওয়ার কারণে ইদ্দতপালনকারিণী মহিলার জন্য নয়। কেননা তাদের জন্য কোন ভরণপোষণ ও বাসস্থানের (দায়িত্ব স্বামীর ওপর) নেই। তবে যদি তারা গর্ভবতী হয় তাহলে তারা ভরণপোষণ ও বাসস্থান পাবে।[৫৫৬]

❖ অস্বচ্ছল সন্তানের ভরণপোষণ করা স্বচ্ছল পিতার ওপর ফরয। আর এর বিপরীতটাও (অর্থাৎ অস্বচ্ছল পিতার ভরণপোষণ করা স্বচ্ছল সন্তানের ওপর ফরয)।[৫৫৭]

❖ মালিকের ওপর ফরয হলো তার গোলামের ভরণপোষণ করা।[৫৫৮]

❖ কোন নিকটাত্মীয়ের জন্য অপর নিকটাত্মীয়ের ভরণপোষণ করা ফরয নয়। তবে শারঈ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ভরণপোষণ করতে হবে।[৫৫৯]

---

[৫৫৪] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/২১৪২, ইবনে মাজাহ হা/১৮৫০, ছহীহ বুখারী হা/৫৩৬৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৪

[৫৫৫] সূরা আত তালাক ৬৫ :১, ৬, সূরা আল বাকারা ২ :২৪১

[৫৫৬] ছহীহ মুসলিম হা/১৪৮০

[৫৫৭] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৫২৮, তিরমিযী হা/১৩৫৮, ইবনে মাজাহ হা/২২৯০

[৫৫৮] ছহীহ বুখারী হা/৬০৫০, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৬১

[৫৫৯] ছহীহ বুখারী হা/৫৯৮৮, ৫৯৮৬, ছহীহ মুসলিম হা/২৫৫৪, ২৫৫৭

❖ যার ভরণপোষণ করা ফরয, তাকে পোশাক পরিচ্ছদ ও বাসস্থান দেওয়াও ফরয।[৫৬০]

[الباب الثامن] : باب الرضاع

অষ্টম অধ্যায়: সন্তানকে দুধ পান করানো সম্পর্কে।

❖ পাঁচবার দুধ পান করানোর মাধ্যমে এর হুকুম কার্যকর হবে,[৫৬১] তবে এর সাথে দুধের মওজুদ থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে এবং শিশুকে দুধ ছাড়ানোর আগের সময়ে হতে হবে।[৫৬২]

❖ বংশগত কারণে যা হারাম হয় দুধ পান করানোর মাধ্যমেও তা হারাম হবে।[৫৬৩]

❖ আর এই বিষয়ে দুধ দানকারিণী মহিলার কথা গ্রহণ করা হবে।[৫৬৪]

❖ (কোন মহিলার দিকে) দৃষ্টি দেওয়াকে জায়িয করার জন্য বড়দেরকেও দুধ পান করানো যাবে, যদিও সেই ব্যক্তি দাড়িওয়ালা হয়।[৫৬৫]

---

[৫৬০] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/২১৪২, ইবনে মাজাহ হা/১৮৫০, ছহীহ বুখারী হা/৫৩৬৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৪

[৫৬১] ছহীহ মুসলিম হা/১৪৫২

[৫৬২] সূরা আল বাকারা ২ :২৩৩

[৫৬৩] ছহীহ বুখারী হা/২৬৪৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪৭

[৫৬৪] ছহীহ বুখারী হা/২৬৬০

[৫৬৫] ছহীহ বুখারী হা/২৬৪৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৪৫৩

[الباب التاسع] : باب الحضانة

নবম অধ্যায়: শিশুর লালন পালন সম্পর্কে

❖ সন্তানের লালনপালনের ক্ষেত্রে তার মা বেশি হকদার, যতক্ষণ সেই মা (অন্যত্র) বিবাহ না করে, তারপর সেই সন্তানের খালা, তারপর বাবা। তারপর বিচারক নিকটাত্মীয়ের মধ্যে এমনজনকে দায়িত্ব দিবেন, যার মধ্যে তিনি সন্তানের কল্যাণ দেখবেন।[৫৬৬]

❖ সন্তান যখন তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে স্বনির্ভর হবে (যেমন নিজে নিজেই পেশাব পায়খানা, গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে পারে), তখন তাকে তার বাবা ও মায়ের যে কাউকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হবে।[৫৬৭]

❖ (তার লালনপালন করার মতো) যদি কাউকে পাওয়া না যায়, তাহলে বিচারক এমনজনকে দায়িত্ব দিবেন যার লালনপালনে সন্তানের কল্যাণ রয়েছে।

---

[৫৬৬] হাসান : আবূ দাউদ হা/২২৭৬, বুখারী হা/৪২৫১, ২৬৯৯, তিরমিযী হা/১৯০৪

[৫৬৭] ছহীহ : তিরমিযী হা/১৩৫৭, ইবনে মাজাহ হা/২৩৫১, নাসায়ী হা/৩৪৯৬, আবূ দাউদ হা/২২৭৭, ইরওয়া হা/২১৯২ তাহকীক আলবানী, ছহীহ।

[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

দশম পর্বঃ ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে

[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

প্রথম অধ্যায়ঃ বিভিন্ন প্রকার হারাম ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে

❖ ক্রয় বিক্রয়ে শুধু (উভয় পক্ষের) সন্তুষ্টই ধর্তব্য, যদিও কথা বলতে সক্ষম এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইশারার মাধ্যমেও হয়।[৫৬৮]

❖ হারাম ক্রয় বিক্রয় হচ্ছেঃ

১. মদ, মৃত জন্তু, শূকর, মুর্তি[৫৬৯]

২. কুকুর (ক্রয়-বিক্রয় করা, মূল্য গ্রহণ, গোশত খাওয়া হারাম)[৫৭০]

৩. বিড়াল (বিক্রয় করা, মূল্য গ্রহণ, গোশত খাওয়া হারাম)[৫৭১]

৪. রক্ত বিক্রি করা[৫৭২]

৫. পশুকে পাল দেয়া বাবদ বিনিময় নেয়া।[৫৭৩]

৬. প্রতিটি হারাম জিনিস (বিক্রয়, ব্যবহার, খাওয়া) হারাম।

৭. অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা।[৫৭৪]

৮. যাতে ধোঁকা রয়েছে এমন জিনিস বিক্রয় করা হারাম।[৫৭৫]

---

[৫৬৮] সূরা আল বাকারা ২:২৭৫, সূরা আন নিসা ৪ :২৯, ইবনে মাজাহ হা/২১৮৫

[৫৬৯] ছহীহ বুখারী হা/২২২৫, ২২৩৬, ছহীহ মুসলিম হা/২১১০, ১৫৮১

[৫৭০] ছহীহ বুখারী হা/২২৩৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬৭

[৫৭১] ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬৯

[৫৭২] ছহীহ বুখারী হা/২২৩৮, সূরা আল মায়িদা ৫:৩

[৫৭৩] ছহীহ বুখারী হা/২২৮৪

[৫৭৪] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৪৭৮, তিরমিযী হা/১২৭১, নাসাঈ হা/৪৬৬২

ক. যেমন পানিতে থাকতেই মাছ বিক্রয় করা।[৫৭৬]

খ. হাবলুল হাবালাহ (কোন গর্ভবতী উটের বাচ্চাকে বিক্রি করা) শর্তে বিক্রি করা।[৫৭৭]

গ. মুনাবাযা (পণ্যদ্রব্য যেমন কাপড়কে ক্রেতা বিক্রেতা একে অপরের উপর নিক্ষেপ দ্বারা বিক্রয় পাকা করা) ও

ঘ. মুলামাসা (বিক্রয়ের কাপড় না দেখেই হাত দিয়ে ছুয়ে বিক্রয় পাকা করা) ধরনের বিক্রি করা।[৫৭৮]

ঙ. গাভীর বাটে যা আছে তা বিক্রি করা।[৫৭৯]

চ. পালানো দাসকে বিক্রি করা।

ছ. গণীমত বন্টন করার আগেই তা বিক্রি করা।[৫৮০]

জ. উপযুক্ত হওয়ার আগেই ফল বিক্রি করা।[৫৮১]

ঝ. (পশুর) পিঠের পশম বিক্রি করা।[৫৮২]

ঞ. দুধে থাকতেই ঘি বিক্রি করা (কেননা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পর্কে জানা নেই। কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে)।[৫৮৩]

৯. মুহাকালা (ওজন করা শুকনো গমের বিনিময়ে জমির কোন শস্য বিক্রয় করা), মুযাবানাহ (গাছে লাগানো ফলকে শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা), মুআওয়ানা (কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম

---

[৫৭৫] ছহীহ মুসলিম হা/১০১

[৫৭৬] ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৩

[৫৭৭] ছহীহ মুসলিম হা/১৫৪১

[৫৭৮] ছহীহ বুখারী হা/২১৪৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৫১২

[৫৭৯] ছহীহ বুখারী হা/২১৪৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৪,

[৫৮০] ছহীহ : নাসাঈ হা/৪৬৪৫

[৫৮১] ছহীহ বুখারী হা/২১৯৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৫৫

[৫৮২] ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৩

[৫৮৩] ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৩

ফল বিক্রি করা) এবং মুখাযারা (ব্যবহাররোপযোগী হয়নি এমন কাঁচা ফল বিক্রয় করা) ধরনের বিক্রি করা।[৫৮৪]

১০. উরবুন (অগ্রিম বায়না) নিয়ে বিক্রি করা।

১১. যে ব্যক্তি মদ বানাবে তার কাছে ফলের রস বিক্রি করা।[৫৮৫]

১২. অবিদ্যমান কোন জিনিসের বদলে আরেকটি অবিদ্যমান জিনিস বিক্রি করা।

১৩. সম্পূর্ণভাবে দখলে নেয়ার আগেই সেই পণ্য বিক্রি করা।[৫৮৬]

১৪. দুইবার ওজন না দিয়ে খাদ্য বিক্রি করা (অর্থাৎ ক্রেতা যখন কিনবে তখন সে মেপে নিবে। তারপর সে যখন আবার অন্য কারো কাছে বিক্রি করবে তখনও সে মেপে দিবে), এই সব ধরনের ক্রয় বিক্রয়ই হারাম।[৫৮৭]

❖ ক্রয় বিক্রয়ে সুনইয়া (কোন বস্তুর সকল কিছুর মধ্যে কিছু অংশ পৃথককরণ) করা ছহীহ নয়। তবে তা নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে কোন সমস্যা নেই (যেমন বাগানের গাছ বিক্রি করে কোন একটি গাছকে নির্দিষ্ট করে বিক্রির আওতায় না আনা জায়িয। তবে যদি বাগানের সেই গাছকে নির্দিষ্ট না করে, অনির্দিষ্টভাবে একটি গাছকে পৃথক করে তাহলে তা জায়িয নয়)। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কোন বিক্রিত পশুর পিঠকে পৃথক করা (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই পশুর পিঠে আরোহনের শর্ত করা)।

❖ মাহরামদের মাঝে পার্থক্য তৈরি করা জায়িয নয় (যেমন মাকে এক জায়গায় এবং তার ছেলে আরেক জায়গাতে বিক্রি করা)।[৫৮৮]

❖ গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী বিক্রি করবে না।[৫৮৯]

---

[৫৮৪] ছহীহ বুখারী হা/২২০৭, ২৩৮১, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৩৬

[৫৮৫] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ হা/২৩৭০

[৫৮৬] ছহীহ মুসলিম হা/১৫২৯

[৫৮৭] হাসান : ইবনে মাজাহ হা/২২২৮

[৫৮৮] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৯৫৪, তিরমিযী হা/১২৮৩

[৫৮৯] ছহীহ বুখারী হা/২১৬১, ছহীহ মুসলিম হা/১৫২৩

- ❖ দালালী করবে না।[৫৯০]
- ❖ একজনের বিক্রির ওপর আরেকজন বিক্রি করবে না।[৫৯১]
- ❖ পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য খরিদের উদ্দেশে) সাক্ষাৎ করবে না।[৫৯২]
- ❖ খাদ্য গুদামজাত করে রাখবে না।[৫৯৩]
- ❖ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া যাবে না।[৫৯৪]
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফলের মূল্য ছেড়ে দেয়া ফরয।
- ❖ বিক্রয়ের সাথে ঋণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দু' রকম শর্ত নির্ধারণ করা,[৫৯৫] একই বিক্রয়ে দুইটি বিক্রয় সম্পন্ন করা,[৫৯৬] যিম্মাদারী ছাড়া কোনো বস্তু থেকে মুনাফা গ্রহণ করা এবং যা বিক্রেতার কাছে নেই তা বিক্রি করা হালাল নয়।[৫৯৭]
- ❖ প্রতারণা না করার শর্তে (কোন কিছু) বিক্রয় করা জায়িয।[৫৯৮]
- ❖ ক্রেতা-বিক্রেতা (একে অপরের সাথে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার (খেয়ারুল মাজলিস) থাকবে।[৫৯৯]

---

[৫৯০] ছহীহ বুখারী হা/৬৯৬৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৬

[৫৯১] ছহীহ বুখারী হা/২১৪০, ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৫

[৫৯২] ছহীহ বুখারী হা/২১৫৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৫২১

[৫৯৩] ছহীহ মুসলিম হা/ ১৬০৫

[৫৯৪] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৪৫১, তিরমিযী হা/১৩১৪, ইবনে মাজাহ হা/২২০০

[৫৯৫] হাসান : আবূ দাউদ হা/৩৫০৪, তিরমিযী হা/১২৩৪, নাসাঈ হা/৪৬১১

[৫৯৬] হাসান : আবূ দাউদ হা/৩৪৬১, তিরমিযী হা/১২৩১, নাসাঈ হা/৪৬৩২

[৫৯৭] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৫০৩, তিরমিযী হা/১২৩২, ইবনে মাজাহ হা/২১৮৭

[৫৯৮] ছহীহ বুখারী হা/২১১৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৩৩

[৫৯৯] ছহীহ বুখারী হা/২১১০, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৩২

[الباب الثاني] : باب الربا

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সুদ

❖ হাতে হাতে (অর্থাৎ নগদে) এবং সমান সমান ছাড়া সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবনের বদলে লবন বিক্রি করা হারাম।(এই সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর আর লবন এই ছয়টি জিনিস ছাড়া) অন্য কিছু এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে।[৬০০]

❖ জিনস বা শ্রেণির পার্থক্য হলে (যেমন সোনার বদলে রূপা, গমের বদলে যব ইত্যাদি) কম বেশি করা জায়িয, যদি সেটি হাতে হাতে বা নগদে হয়।[৬০১]

❖ সমান হওয়া সম্পর্কে জানা না থাকলে একই শ্রেণিকে তার শ্রেণির বিনিময়ে (যেমন সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা ইত্যাদি) বিক্রি করা জায়িয নয়, যদিও অন্য কিছু তার সাথে যুক্ত করা হয় (সমান করার জন্য)।[৬০২]

❖ তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না, তবে আরায়ার[৬০৩] অধিকারীর জন্য এটির ছাড় রয়েছে।[৬০৪]

❖ কোন পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রি করা যাবে না।[৬০৫]

❖ একই শ্রেণির দুই বা তার বেশি পশুর বিনিময়ে কোন পশুকে বিক্রি করা জায়িয।[৬০৬]

---

[৬০০] ছহীহ বুখারী হা/২১৭৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৮৬, ১৫৮৭

[৬০১] ছহীহ মুসলিম হা/ ১৫৮৭

[৬০২] ছহীহ মুসলিম হা/ ১৫৩০

[৬০৩] আরায়া হলো, বাড়ীওয়ালা শুকনো খেজুর দিয়ে গাছের তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে নিবে এবং ঐ টাটকা খেজুর খাবে। ছহীহ বুখারী হা/২১৯২, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৩৯

[৬০৪] ছহীহ বুখারী হা/২১৮৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৪২

[৬০৫] ইরওয়া আল গালীল হা/১৩৫১

❖ ঈনা (বাকিতে কোন দ্রব্য বেশি মূল্যে বিক্রি করে ক্রেতার নিকট থেকে পুনরায় সেই দ্রব্য কম মূল্যে ক্রয় করা) ধরনের ক্রয় বিক্রয় করা জায়িয নয়।[৬০৭]

[الباب الثالث] : باب الخيارات

তৃতীয় অধ্যায়: ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা

❖ কোন ব্যক্তি (কোন দ্রব্যের) দোষ ত্রুটি রেখে তা বিক্রি করলে তার জন্য ওয়াজীব হলো সেই দোষ ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া। আর নইলে ক্রেতার ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা থাকবে।[৬০৮]

❖ (দাস-দাসী বা পশু বা অন্য কিছুর হতে) লভ্যাংশের অধিকার জিম্মাদারী পাবে (কেননা, ক্ষয়-ক্ষতির দায়-দায়িত্ব তারই)।[৬০৯]

❖ প্রতারণার কারণে ক্রেতা পণ্য ফিরিয়ে দিতে পারবে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, (উট, গরু, ছাগলের) দুধ আটকিয়ে রেখে সেই পশু বিক্রি করা। এক্ষেত্রে ক্রেতা সেই পশু ফিরিয়ে দিবে এবং এর সাথে এক ছা' খেজুর অথবা যাতে তারা উভয়েই রাজী হয় এমন কিছু ফিরিয়ে দিবে।[৬১০]

❖ যাকে প্রতারণা করা হবে অথবা যে ব্যক্তি বাজারে পৌঁছার আগেই (তার পণ্য) বিক্রি করবে, তার ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা থাকবে।[৬১১]

---

[৬০৬] হাসান : আবূ দাউদ হা/২৩৫৭

[৬০৭] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৪৬২

[৬০৮] ছহীহ বুখারী হা/২১১৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৩৩, তিরমিযী হা/১২১৬, ইবনে মাজাহ হা/২২৪৬, ২২৫১।

[৬০৯] হাসান : আবূ দাউদ হা/৩৫০৮, তিরমিযী হা/১২৮৫, ইবনে মাজাহ হা/২২৪২, নাসাঈ হা/৪৪৯০

[৬১০] ছহীহ বুখারী হা/২১৫০, ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৫

[৬১১] ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৯

❖ ক্রেতা বিক্রেতার দ্বারা সংঘটিত হওয়া হারাম ক্রয় বিক্রয় ফিরিয়ে দিতে হবে।[৬১২]

❖ কোন ব্যক্তি না দেখে যদি কোন পণ্য কিনে, তারপর তার দেখার পরে সে সেটি ফেরত দিতে পারবে।[৬১৩]

❖ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা থাকলে সেই সময় শেষ হওয়ার আগেই যা ক্রয় করেছে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে।[৬১৪]

❖ যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হবে, তখন বিক্রেতা যা বলবে সেটিই গ্রহণ করা হবে।[৬১৫]

[الباب الرابع] : باب السلم

চতুর্থ অধ্যায়ঃ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়

❖ সেটি হলো (বিক্রেতা) ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির বৈঠকেই মূলধন দিবে এই শর্তে যে, নির্দিষ্ট মেয়াদ পরে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের বিষয়ে উভয়েই সন্তুষ্ট তা তাকে (বিক্রেতাকে) প্রদান করবে।[৬১৬]

❖ (চুক্তিতে) যেটা অবহিত করবে সেটি অথবা মূলধন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। (যেমন কেউ দুই মাস পরে দুই ওয়াসাক যব নিবে

[৬১২] ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৯

[৬১৩] ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৯

[৬১৪] ছহীহ বুখারী হা/২১১০, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৩২

[৬১৫] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৫১১, ইবনে মাজাহ হা/২১৮৬, নাসাঈ হা/৪৬৪৮

[৬১৬] ছহীহ বুখারী হা/২২৪০, ২২৪৩, ২২৪৫, ২২৫৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৬০৪, নাসায়ী হা/৪৬১৪, ৪৬১৫, আবূ দাউদ হা/৩৪৬৪, আহমাদ হা/১৮৬৪৩, ইরওয়া আল গালীল হা/১৩৭০। তাহকীক আলবানী, ছহীহ।

বলে অভিহিত করলো, তাহলে সে দুই মাস পরেই নিবে এবং দুই ওয়াসাকই নিবে অথবা তার মূলধন নিয়ে নিবে)।[৬১৭]

❖ আর এতে (অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য) পরিপূর্ণ নিজের দখলে আসার আগে তা বিক্রি করবে না।[৬১৮]

[الباب الخامس] : باب القرض

পঞ্চম অধ্যায়: ঋণ।

❖ (ঋণের ক্ষেত্রে) তার অনুরূপ ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজীব।[৬১৯]

❖ তবে তার চেয়ে উত্তম বা বেশি দেয়াও জায়িয, যদি তাতে শর্ত করা না থাকে।[৬২০]

❖ আর ঋণদাতার উপকার বয়ে আনে এমন ঋণ জায়িয নয়।[৬২১]

[الباب السادس] : [باب] الشفعة

ষষ্ঠ অধ্যায়: শুফ'আহ[৬২২] বা অগ্রক্রয়ের অধিকার

❖ এর কারণ হলো কোন কিছুতে অংশীদারিত্ব থাকা, যদিও সেটি অস্থাবর সম্পত্তি হয়। আর যখন (অংশীদারিত্ব) বন্টন হয়ে যায়, তাহলে আর শুফ'আহ থাকে না।[৬২৩]

---

[৬১৭] যঈফ: আবূ দাউদ হা/৩৪৬৮, ইবনে মাজাহ হা/২২৮৩, ইরওয়া আল গালীল হা/১৩৭৫

[৬১৮] যঈফ: দারাকুৎনী হা/১৮৯, ১৮৮, ইরওয়া আল গালীল হা/১৩৮৫, ইরওয়া আল গালীল ৫/২২৩

[৬১৯] ছহীহ বুখারী হা/৩৮১৪

[৬২০] ছহীহ বুখারী হা/২৩৯৪, ছহীহ মুসলিম হ/৭১৫

[৬২১] ছহীহ বুখারী হা/৩৮১৪

[৬২২] কোন কিছুর যৌথ মালিকানায় তা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শরীক ব্যক্তিই সেটি ক্রয় করার বেশি হকদার। এটিই হলো শুফ'আ।

[৬২৩] ছহীহ বুখারী হা/২০৯৯, ছহীহ মুসলিম হ/১৬০৮

❖ আর দেরী করার দ্বারা শুফ'আহ বাতিল হয় না।

[الباب السابع] : [باب] الإجارة

সপ্তম অধ্যায়: ইজারা বা ভাড়া দেয়া

❖ শারঈ কোন বাধা নেই এমন প্রতিটি কাজে ইজারা জায়িয।[৬২৪]

❖ মজুর বা কর্মচারী নিয়োগের সময়ই পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করতে হবে।[৬২৫]

❖ যদি তা করা না হয়, তাহলে এমন কাজ যারা করে তাদের মতের মাধ্যমে মজুর বা কর্মচারী তার কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিকের হকদার হবে।[৬২৬]

❖ হিজামার মাধ্যমে উপার্জন,[৬২৭] ব্যভিচারের বিনিময়, গণকের পারিতোষিক,[৬২৮] পশুকে পাল দেয়া বাবদ বিনিময় নেয়া,[৬২৯]

---

[৬২৪] সূরা আত তালাক ৬৫ :৬, সূরা আল কাসাস ২৮ :২৬, ছহীহ বুখারী ২২৬৩

[৬২৫] ছহীহ বুখারী হা/২২৬২

[৬২৬] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৩৩৬, নাসাঈ হা/৪৫৯২, ইবনে মাজাহ হা/২২২০, তিরমিযী হা/১৩০৫

[৬২৭] মুসনাদে আহমাদ হা/৭৯৭৬, মুসলিম হা/১৫৬৮, আবূ দাউদ হা/৩৪২২। তিরমিযী হা/১২৭০, ছহীহ আলবানী, বুখারী হা/২২৩৮। হিজামার উপার্জন মাকরূহ, হারাম নয়। মিন্নাতুল মুনয়িম ফি শারহি ছহীহ মুসলিম, ছফিউর রহমান মুবারকপুরী ৩/৪৬, ফাদ্বলু রব্বিল বারিয়্যা ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা, আলী ইবনে মুখতার আর রমলী।

[৬২৮] ছহীহ বুখারী হা/২২৮২, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬৭। ব্যভিচারের বিনিময় ও গণকের পারিতোষিক হারাম।

[৬২৯] ছহীহ বুখারী হা/২২৮৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬৫ পশুকে পাল দেয়া বাবদ বিনিময় নেয়া হারাম। নায়লুল আওতার ৫/১৭৪।

মুআযযিনের মজুরী,[৬৩০] (গম, যব) পেষার বিনিময়ে সেখান থেকে গ্রহণ করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।[৬৩১]

- ❖ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মজুর নিয়োগ করা যাবে (যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক দেয়ার জন্য বিনিময় দেয়া), তবে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য নয়।[৬৩২]
- ❖ নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোন কিছুকে ভাড়া দেয়া জায়িয।[৬৩৩]
- ❖ এর অন্তর্ভুক্ত হলো জমি ভাড়া দেয়া, তবে জমি থেকে যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক দেয়ার শর্তে ভাড়া দেয়া নয়। (অর্থাৎ ইমাম শাওকানী (রহি) এর মতে, 'ভাড়া হবে শুধু দীনার দিরহাম বা অর্থের বিনিময়ে। আর জমি থেকে উৎপন্ন হওয়া ফসলের অর্ধেক দিয়ে ভাড়া দেয়া সম্পর্কে ছহীহাইনে যে বর্ণনা আছে সেগুলো মানসূখ হয়ে গেছে')।[৬৩৪]
- ❖ ভাড়া দেয়া জিনিস যে ব্যক্তি নষ্ট করবে অথবা ধ্বংস করবে, সেই তার জামিনদার হবে।[৬৩৫]

---

[৬৩০] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৫৩১, নাসাঈ হা/৬৭২, ইবনে মাজাহ হা/৭১৪। আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ। তিরমিযী হা/২০৯। সুতরাং মুয়াযযিনকে মাসজিদের খাদেম হিসাবে পারিশ্রমিক দিবেন, আযানের বিনিময় হিসাবে নয়। ফাদ্বলু রব্বিল বারিয়্যা ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা, আলী ইবনে মুখতার আর রমলী। অধিকাংশ আলেমের মতে সকল ইসলামী কাজের জন্য বিনিময় নেয়া বৈধ। খলীফাগণ বাইতুল মাল হতে বেতন নিতেন। সম্পাদক।

[৬৩১] ছহীহ : আদ দারাকুৎনী ৩/৪৭, আল বাইহাকী ৫/৩৩৯

[৬৩২] ছহীহ : ইবনে মাজাহ হা/২১৫৮। জমহুর আলেম কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করা হালাল বলেছেন। ছহীহ বুখারী হা/৫৭৩৭।

[৬৩৩] ছহীহ বুখারী হা/২৩৩২, ছহীহ মুসলিম হ/১৫৪৭

[৬৩৪] ছহীহ মুসলিম হ/১৫৩৬, ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৫৮৬, নাসাঈ হা/৪৮৩০, ইবনে মাজাহ হা/৩৪৬৬

[৬৩৫] হাসান : আবূ দাউদ হা/৩৩৯১, নাসাঈ হা/৩৮৯৪

[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

অষ্টম অধ্যায়: অনাবাদী জমির আবাদ করা এবং (শাসকের পক্ষ থেকে কারো জন্য) জমি বরাদ্ধ করা।

❖ যদি কোন ব্যক্তি কোন জমি আগেই আবাদ করে যেখানে তার আগে অন্য কেউ তা করেনি, তাহলে সে ব্যক্তিই সেই জমির অধিক হকদার এবং সেটি তারই মালিকানায় থাকবে।[৬৩৬]

❖ শাসকের জন্য কোন মৃত জমির বা খনির বা পানির কিছু অংশ এমন ব্যক্তির জন্য বরাদ্ধ করা জায়িয, যার জন্য বরাদ্ধ করার মধ্যে মাছলাহাত বা কল্যাণ রয়েছে।[৬৩৭]

[الباب التاسع] : [باب] الشركة

নবম অধ্যায়: অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা।

❖ মানুষ পানি, আগুন ও ঘাসে সমানভাবে অংশীদার।[৬৩৮]

❖ যখন পানির হকদারদের মধ্যে মতানৈক্য হবে, তখন ওপরের জমিওয়ালা বেশি হকদার তারপর তার নিচের জমিওয়ালা। ওপরের জমিওয়ালা টাখনু অবধি পানি রেখে তার পাশের জমির জন্য ছেড়ে দিবে।[৬৩৯]

❖ ঘাস উৎপন্ন বন্ধ করার জন্য অতিরিক্ত পানিতে বাধা দেয়া জায়িয নয়।[৬৪০]

---

[৬৩৬] ছহীহ বুখারী হা/২৩৩৫, তিরমিযী হা/১৩৭৯

[৬৩৭] ছহীহ বুখারী হা/১৩৮০, ছহীহ মুসলিম হ/২১৮২, তিরমিযী হা/১৩৮০, আবূ দাউদ হা/৩০৬৪, ইবনে মাজাহ হা/২৪৭৫

[৬৩৮] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৪৭৭

[৬৩৯] ছহীহ বুখারী হা/২৩৫৯, ছহীহ মুসলিম হ/২৩৫৯

[৬৪০] ছহীহ বুখারী হা/২৩৫৪, ছহীহ মুসলিম হ/১৫৬৬

❖ প্রয়োজনের সময়ে শাসক মুসলিমদের পশুগুলো চরানোর জন্য কিছু জায়গা সংরক্ষণ করতে পারবে।[৬৪১]

❖ নগদ অর্থে এবং ব্যবসাতে অংশীদারিত্ব জায়িয। আর তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি অনুযায়ী লাভের অংশ ভাগ হবে।[৬৪২]

❖ আর মুদ্বারাবা (المضاربة) (সেটি হলো, দুই জনের মাঝে এই চুক্তিতে যৌথ ব্যবসা যে, একজন অর্থ দিবে আর আরেকজন কাজ করবে, আর তাদের নির্ধারণ করা চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ ভাগ হবে) ধরনের ব্যবসা জায়িয, যতক্ষণ হালাল নয় এমন কিছু তাতে অন্তর্ভুক্ত না হয়।[৬৪৩]

❖ রাস্তার প্রশস্ততা সম্পর্কে যখন শরীকদের মাঝে মতানৈক্য হবে, তখন সেই রাস্তা হবে সাত হাত।[৬৪৪]

❖ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে।[৬৪৫]

❖ শরীকদের মাঝে ক্ষতি করাও যাবে না, আবার নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও যাবে না।[৬৪৬]

❖ কোন ব্যক্তি তার অংশীদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে, শাসকের জন্য সেই ব্যক্তির গাছ কেটে ফেলে অথবা তার গৃহ বিক্রি করে তাকে শাস্তি দেয়া জায়িয।

---

[৬৪১] ছহীহ বুখারী হা/২৩৭০

[৬৪২] ছহীহ বুখারী হা/২৪৯৭

[৬৪৩] মারাতিব আল ইজমা ৯১/পৃষ্ঠা

[৬৪৪] ছহীহ বুখারী হা/২৪৭৩, ছহীহ মুসলিম হ/১৬১৩

[৬৪৫] ছহীহ বুখারী হা/২৪৬৩, ছহীহ মুসলিম হ/১৬০৯

[৬৪৬] ছহীহ : মুসনাদে আহমাদ ১/১৩৩, আল মুজাম আল কাবীর হা/১১৮০৬, তাবারানী

[الباب العاشر] : [باب] الرهن

দশম অধ্যায়ঃ বন্ধক রাখা সম্পর্কে।

❖ বন্ধকদাতা যে জিনিসের মালিক, তার ওপর ঋণের জন্য সেটি বন্ধক রাখা জায়িয।[৬৪৭]

❖ বন্ধক রাখা পশুতে খরচ করার জন্য তার পিঠে আরোহন করা যাবে এবং তার দুধ পান করা যাবে।[৬৪৮]

❖ ঋণের কারণে বন্ধক রাখা তার মালিককে বন্ধকী জিনিস হতে স্বত্বহীন করে না।

[الباب الحادي عشر] : [باب] الوديعة والعارية

একাদশ অধ্যায়ঃ কোন বস্তু আমানত রাখা এবং ধার দেয়া

❖ যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে এবং যে ধার নিয়েছে তাদের ওপর ওয়াজীব হলো, যে আমানত রেখেছে তার কাছে তা (সুন্দরভাবে) ফেরত দেয়া।[৬৪৯]

❖ আর যে ব্যক্তি তার সাথে খিয়ানত করেছে তার সাথে সে খিয়ানত করবে না।

❖ কোন ধরনের অপরাধ ও খিয়ানত ছাড়াই যদি সেই বস্তু নষ্ট হয় তাহলে সে (আমানত গ্রহণকারীর ও ধার গ্রহণকারী) তার জামিনদার হবে না।[৬৫০]

---

[৬৪৭] সূরা আল বাকারা ২ : ২৮৩

[৬৪৮] ছহীহ বুখারী হা/২৫১২

[৬৪৯] সূরা আন নিসা ৪ :৫৮, সূরা আল বাকারা ২ : ২৮৩, হাসান : আবূ দাউদ হা/৩৫৩৫, তিরমিযী হা/১২৬৪

[৬৫০] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৫৬২

❖ প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী যেমন বালতি, হাড়ি পাতিল, পশুতে পাল দেয়া, যে ব্যক্তির প্রয়োজন তাকে পশুর দুধ দোহন করতে দেয়া এবং আল্লাহর পথে এই পশুর পিঠে অপর লোকদেরকে (জিহাদের জন্য) আরোহণ করতে দেয়া, এগুলোতে বাধা দেয়া জায়িয নয়।[৬৫১]

[الباب الثاني عشر] : [باب] الغصب

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা

- জবরদখলকারী পাপী হবে।[৬৫২]
- সে যা নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া তার জন্য ফরয। কোন মুসলিমের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ নয়।[৬৫৩]
- যালিমের জন্য (অন্যের আবাদী জমিতে) কোন হক নেই। যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের জমিতে তাদের অনুমতি ছাড়াই শস্য বপন করবে, সেই ফসলে তার কোন অংশ নেই। যে ব্যক্তি অন্যের জমিতে বৃক্ষ রোপন করবে, তাকে সেই বৃক্ষ তুলে ফেলতে হবে।[৬৫৪]
- জবরদখল করা কোন জিনিস দিয়ে উপকৃত হওয়া বৈধ নয়।[৬৫৫]
- যে ব্যক্তি সেই জবরদখল করা কোন জিনিস নষ্ট করবে, তাকে অনুরূপ জিনিস দিতে হবে অথবা তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।[৬৫৬]

---

[৬৫১] হাসান : আবূ দাউদ হা/১৬৫৭, ছহীহ মুসলিম হা/৯৮৮

[৬৫২] সূরা আন নিসা ৪ :২৯, ছহীহ বুখারী হা/৬৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৯

[৬৫৩] ছহীহ : মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৫, আল বাইহাকী ৬/১০০, ইবনে হিব্বান হা/১১৬৬

[৬৫৪] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৪০৩, ইবনে মাজাহ হা/২৪৬৬, তিরমিযী হা/১৩৬৬

[৬৫৫] হাসান : আবূ দাউদ হা/৫০০৩, তিরমিযী হা/২২৪৯

[৬৫৬] ছহীহ বুখারী হা/২৪৮১

[الباب الثالث عشر] : [باب] العتق

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ দাস দাসী মুক্ত করা।

- ❖ সর্বোত্তম দাস হলো যার মূল্য অধিক।[৬৫৭]
- ❖ খিদমত করা বা অনুরূপ কোন শর্তে দাস দাসী মুক্ত করা জায়িয।[৬৫৮]
- ❖ যে ব্যক্তি তার কোন আত্মীয়ের (এখানে আত্মীয় বলতে এমন আত্মীয় উদ্দেশ্য, যারা তার মাহরাম, সকল আত্মীয় উদ্দেশ্য নয়, যেমন-পিতা-মাতা) মালিক (দাস-দাসী হিসাবে ক্রয় করবে যাকে গোলাম বানানো হারাম) হবে, তাহলে (মালিক হওয়ার ফলেই) তারা তার থেকে মুক্ত (আযাদ) হয়ে যাবে।[৬৫৯]
- ❖ আর যে ব্যক্তি তার দাস বা দাসীকে কঠিনভাবে পিঠাবে বা তার কোন অঙ্গ কেটে ফেলবে, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো সেই দাস বা দাসীকে মুক্ত করে দেয়া।[৬৬০]
- ❖ যদি তা না করে, তাহলে শাসক অথবা বিচারক তাকে মুক্ত করতে বাধ্য করবে।[৬৬১]
- ❖ কেউ যদি তার কোন দাসে নিজের শরীকানা মুক্ত করে, তাহলে মূল্য নির্ধারণের পরে সে অন্য শরীকদের অংশেরও জামিন নিবে।[৬৬২]
- ❖ আর নইলে শুধু তার অংশই মুক্ত হবে এবং সেই দাসকে উপার্জন করতে বলা হবে।[৬৬৩]

---

[৬৫৭] ছহীহ বুখারী হা/২৫১৮, ছহীহ মুসলিম হা/৮৪

[৬৫৮] হাসান : আবূ দাউদ হা/৩৯৩২, ইবনে মাজাহ হা/২৫২৬

[৬৫৯] ছহীহ লি গাইরিহী : আবূ দাউদ হা/৩৯৪৯, তিরমিযী হা/১৩৬৫, ইবনে মাজাহ হা/২৫১৪

[৬৬০] ছহীহ মুসলিম হা/১৬৫৭

[৬৬১] হাসান : আবূ দাউদ হা/৪৫১৯, ইবনে মাজাহ হা/২৬৮০

[৬৬২] ছহীহ বুখারী হা/২৪৯১, ছহীহ মুসলিম হা/১৫০১

[৬৬৩] ছহীহ বুখারী হা/২৫৬১, ছহীহ মুসলিম হা/১৫০৪

❖ যে ব্যক্তি মুক্ত করবে সে ছাড়া অন্যের জন্য ওয়ালার শর্ত করা শুদ্ধ নয়।[৬৬৪]

❖ মুদাব্বার (সেটি হলো এই শর্তে দাস মুক্ত করা যে, মনিব মারা গেলেই সে মুক্ত হয়ে যাবে) দাস বানানো জায়িয। ফলে সে তার মালিকের মৃত্যুর মাধ্যমেই মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মালিকের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে বিক্রি করা জায়িয।[৬৬৫]

❖ কোন সম্পদ পরিশোধের শর্তে দাসের (মালিকের সাথে) চুক্তি করা জায়িয। ফলে সেই সম্পদ দেয়ার মাধ্যমেই সে মুক্ত হয়ে যাবে। (আর পুরো সম্পদ দিতে না পারলে) যে পরিমাণ দিবে সে পরিমাণ সে মুক্ত হবে।[৬৬৬]

❖ আর চুক্তি অনুযায়ী সে সম্পদ দিতে অক্ষম হলে, সে আবার দাসেই থেকে যাবে।

❖ যে ব্যক্তি তার দাসীর থেকে সন্তান জন্ম দিবে, তার জন্য সেই (উম্মু ওয়ালাদ) দাসীকে বিক্রি করা বৈধ নয়।[৬৬৭] আর সেই দাসী তার মালিকের মৃত্যুর মাধ্যমেই অথবা তার (মালিকের) নিজে থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে মুক্ত হয়ে যাবে।

[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ওয়াকফ সম্পর্কে

❖ কোন ব্যক্তি যদি তার মালিকানাধীন কোন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে, তাহলে তা ওয়াকফ বলেই গণ্য হবে। (আল্লাহর) নৈকট্য রয়েছে এমন যেকোন খাতে সে চাইলে সেই সম্পদ থেকে প্রাপ্ত

---

[৬৬৪] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৫৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৫০৪

[৬৬৫] ছহীহ বুখারী হা/২৫৩৪, ছহীহ মুসলিম হা/৯৯৭

[৬৬৬] সূরা আন নূর ২৪ :৩৩, আবূ দাউদ হা/৪৫৮১, নাসাঈ হা/৪৮০৯

[৬৬৭] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৯৫৪, ইবনে মাজাহ হা/২৫১৭

আয় খরচ করতে পারবে। মুতাওয়াল্লী বা (ওয়াকফকৃত সম্পদের) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংগতভাবে সেখান থেকে খেতে পারবে।[৬৬৮]

- ❖ আর ওয়াকফকারী ব্যক্তি তার ওয়াকফে অন্যান্য মুসলিমদের মতোই নিজেকে মনে করবেন।[৬৬৯]
- ❖ কোন ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিছদেরকে ক্ষতি করার জন্য কোন কিছু ওয়াকফ করে, তাহলে তার সেই ওয়াকফ বাতিল বলে গণ্য হবে।[৬৭০]
- ❖ কেউ যদি কোন মাসজিদে অথবা কোন পবিত্র স্থানে কোন সম্পদ ওয়াকফ করে, যেই সম্পদ থেকে কেউই উপকৃত হয় না, তাহলে সেটিকে দরিদ্র লোকদের মাঝে এবং মুসলিমদের মাছলাহাত বা কল্যাণে খরচ করা জায়িয। এর অন্তর্ভুক্ত হলো যা কাবা ঘর এবং মাসজিদে নাববীর জন্য ওয়াকফ করা হয়।[৬৭১]
- ❖ কবরকে উঁচু করার জন্য অথবা সেটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য অথবা যা কবর যিয়ারতকতারীর জন্য ফিতনা নিয়ে আসে এমন কিছু করার জন্য কবরের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৬৭২]

---

[৬৬৮] ছহীহ বুখারী হা/২৭৩৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৩২

[৬৬৯] অর্থাৎ অন্যান্য মুসলিমরা যেমন সেখান থেকে উপকৃত হবেন, তিনিও সেখান থেকে উপকৃত হবেন। উছমান (রা) রূমা নামক স্থানের কূপ খনন করে তা ওয়াকফ করেছিলেন। আর তিনি সেখান থেকে নিজেও পানি পান করতেন। হাসান: নাসাঈ হা/৩৬০৮, তিরমিযী হা/৩৭০৩।

[৬৭০] সূরা আত তালাক ৬৫ :৬, সূরা আল বাকারা ২ :২৮২, সূরা আন নিসা ৪ :১২

[৬৭১] কেননা কাবা ও মাসজিদে নাববী এগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং সেগুলো দরিদ্রদের মাঝে অথবা মুসলিমের মাছলাহাতে ব্যয় করতে হবে। ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৩

[৬৭২] ছহীহ মুসলিম হা/৯৬৯

[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

পঞ্চাদশ অধ্যায়ঃ হাদিয়া বা উপহার দেয়া

- ❖ হাদিয়া গ্রহণ করা এবং হাদিয়াদাতাকে প্রতিদান দেয়া শরী'আত সম্মত (মুস্তাহাব, সুন্নাত)।[৬৭৩]
- ❖ মুসলিম ও কাফিরের মাঝে হাদিয়ার বিনিময় করা জায়িয।[৬৭৪]
- ❖ হাদিয়াকে ফিরিয়ে নেয়া হারাম।[৬৭৫]
- ❖ (হাদিয়ার ক্ষেত্রে) সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখা ওয়াজীব।[৬৭৬] কোন শারঈ কারণ ছাড়া হাদিয়া ফিরিয়ে নেয়া মাকরূহ।[৬৭৭]

[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

ষোড়শ অধ্যায়ঃ হিবা বা দান করা।

- ❖ হিবা যদি কোন বিনিময় ছাড়াই হয়, তাহলে পূর্বে যা বর্ণিত হলো সেই সকল বিষয়ে এটি হাদিয়ার হুকুমে পড়বে।
- ❖ আর যদি কোন বিনিময়ের জন্য হয়, তাহলে সেটি হবে ক্রয় বিক্রয় এবং সেটি তার হুকুমেই পড়বে।
- ❖ আল-উমরা[৬৭৮] ও আর-রুকবা[৬৭৯] যার জন্য করা হয় সেটি ঐ ব্যক্তির এবং তারপর তার বংশধরের মালিকানাকে আবশ্যক করে (অর্থাৎ উমরা

---

[৬৭৩] ছহীহ বুখারী হা/২৫৮৫

[৬৭৪] ছহীহ বুখারী হা/২৬১৬, ৫৯৭৮, ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬৯

[৬৭৫] ছহীহ বুখারী হা/২৬২১, ছহীহ মুসলিম হা/১৬২২

[৬৭৬] ছহীহ বুখারী হা/২৫৮৬, ছহীহ মুসলিম হা/১৬২৩২

[৬৭৭] হাসান : আল আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪,

[৬৭৮] উমরা হলো কাউকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন বস্তুর মালিক বানানোর পদ্ধতি। এর ধরন হলো, কেউ কাউকে বললো যে, তোমার জীবিত থাকা পর্যন্ত অথবা আমার মৃত্যু পর্যন্ত এই ঘর আমি তোমাকে দিলাম।

ও রুকবা যাদের জন্য করা হবে তারাই সেই সম্পদের মালিক বলে গণ্য হবে)।[৬৮০]

❖ এতে সেই সম্পদ আর (উমরা ও রুকবাকারীর দিকে) ফিরে আসবে না।[৬৮১]

[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

একাদশ পর্বঃ কসম সম্পর্কে

❖ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম অথবা তার কোন গুণ দিয়ে কসম করা যাবে।[৬৮২]

❖ এ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কসম করা হারাম।[৬৮৩]

❖ যে ব্যক্তি কসম করে ইনশা আল্লাহ বলবে, সে ইস্তেসনাহ (ব্যতিক্রম) করলো, আর তার কসম ভঙ্গ হবে না (অর্থাৎ কোন কারণে কসম ভঙ্গ করলেও তাতে কোন কাফফারা নেই)।[৬৮৪]

❖ কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছুর ব্যাপারে কসম করে, তারপর তার চেয়ে অন্য কিছুকে যদি অধিক কল্যাণকর মনে করে, তাহলে সে যেন উত্তমটি গ্রহণ করে এবং তার কসমের কাফফারা আদায় করে।[৬৮৫]

---

[৬৭৯] রুকবা হলো কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে কোন কিছু দেয়া যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা যাবে সে ব্যক্তিই সেই সম্পদের মালিক হবে।

[৬৮০] ছহীহ বুখারী হা/২৬২৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৬২৫

[৬৮১] ছহীহ : ইবেনে মাজাহ হা/২৩৮২, নাসাঈ হা/৩৭৩২

[৬৮২] ছহীহ বুখারী হা/৬৬২৮, ছহীহ মুসলিম হা/২৪২৬

[৬৮৩] ছহীহ বুখারী হা/৬১০৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৪৬

[৬৮৪] ছহীহঃ তিরমিযী হা/১৫৩২, ইবনে মাজাহ হা/২১০৪, নাসাঈ হা/৩৮৫৫

[৬৮৫] ছহীহ বুখারী হা/৬৬২২, ছহীহ মুসলিম হা/১৬১২

❖ আর কাউকে যদি কোন কসম করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সেটি (সেই কসম পালন করা) তার জন্য আবশ্যক নয়, আর সেই কসম ভঙ্গের কারণে সে পাপী হবে না।[৬৮৬]

❖ আর ইয়ামীনুল গুমুস (মিথ্যা কসম) হলো, কসমকারীর সেটি মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে জানা থাকা।[৬৮৭]

❖ আর অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও করা হবে না।[৬৮৮]

❖ এক মুসলিমের ওপর আরেক মুসলিমের হক হলো, কসম পূরণ করাতে সাহায্য করা।[৬৮৯]

❖ আর কসমের কাফফারা হলো সেটিই যা আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানীত কিতাবে বর্ণনা করেছেন।[৬৯০]

[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

দ্বাদশ পর্বঃ নযর বা মানত সম্পর্কে।

❖ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানত করলেই তা শুদ্ধ হবে। অবশ্যই মানত (আল্লাহর) নৈকট্যের জন্য হতে হবে। আর আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মানত নেই।[৬৯১]

❖ আল্লাহর অবাধ্যতার মানতের অন্তর্ভুক্ত হলো, (কোন কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে) সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখার বিপরীতে যে মানত,

---

[৬৮৬] ছহীহঃ ইবনে মাজাহ হা/২০৪৫

[৬৮৭] ছহীহ বুখারী হা/৬৯২০

[৬৮৮] সূরা আর মায়িদাহ ৫:৮৯, ছহীহ বুখারী হা/৪৬১৩

[৬৮৯] ছহীহ বুখারী হা/৫৮৬৩, ছহীহ মুসলিম হা/২০৬৬

[৬৯০] তা হলো, দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার প্রদান করা অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করা অথবা একজন দাস মুক্ত করা। যদি এটি করতে সক্ষম না হয় তাহলে তিনদিন ছিয়াম পালন করা। সূরা আর মায়িদাহ ৫:৮৯

[৬৯১] ছহীহ বুখারী হা/৬৬৯৬

অথবা ওয়ারিছদের মাঝে কম বেশি করার জন্য যে মানত, যেটি আল্লাহ যে বিধান দিয়েছে তার বিপরীত। আরো এর (আল্লাহর অবাধ্যতার মানতের) অন্তর্ভুক্ত হলো, কবরের জন্য এবং আল্লাহ যার অনুমতি দেননি তার জন্য মানত করা।

❖ আর কেউ যদি নিজের জন্য এমন কোন কাজকে আবশ্যক করে নেয় যেটি আল্লাহ তা'আলা **শরী'আত** সম্মত করেননি, তাহলে সেটি তার জন্য আবশ্যক নয়।[৬৯২]

❖ অনুরূপভাবে যদি তা এমন হয় যেটি আল্লাহ তা'আলা **শরী'আত** সম্মত করেছেন কিন্তু সেই ব্যক্তি সেটি করতে সক্ষম নয় (তাহলেও সেটি তার জন্য আবশ্যক নয়)।[৬৯৩]

❖ আর কেউ যদি নাম উল্লেখ না করে (অস্পষ্টভাবে) মানত করে অথবা পাপ কাজের মানত করে অথবা এমন কাজের মানত করে যেটি করতে সে সক্ষম নয়, তাহলে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে।[৬৯৪]

❖ আর কোন ব্যক্তি যদি মুশরিক অবস্থায় (আল্লাহর) নৈকট্যের জন্য মানত করে, তারপর যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সেই মানত পূরণ করা তার জন্য আবশ্যক।[৬৯৫]

❖ সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত দিয়ে মানত বাস্তবায়ন করা হবে না (অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে যদি এক তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদ দেয়ার মানত করে, তাহলে তার মানত পূরা করার জন্য সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দেওয়া হবে)।[৬৯৬]

---

[৬৯২] ছহীহ বুখারী হা/৬৭০৪

[৬৯৩] ছহীহ বুখারী হা/১৮৬৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৪২

[৬৯৪] ছহীহ মুসলিম হা/১৬৪৫, আবূ দাউদ হা/৩২৯০, তিরমিযী হা/১৫২৪, নাসাঈ হা/৩৮৩৪

[৬৯৫] ছহীহ বুখারী হা/২০৩২, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৫৬

[৬৯৬] ছহীহ বুখারী হা/৬৬৯০, ছহীহ মুসলিম হা/২৭৬৯

❖ আর মানতকারী যদি আল্লাহর নৈকট্যের জন্য মানত করে মারা যায়, তারপর যদি তার পক্ষ থেকে তার সন্তান সেটি পালন করে, তাহলে সেটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।[৬৯৭]

[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

ত্রয়োদশ পর্ব: খাদ্যদ্রব্য

[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

প্রথম অধ্যায়: হারাম খাদ্যদ্রব্য

❖ সকল কিছুর আসল বা মূল হলো তা হালাল। আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন সেগুলো ছাড়া অন্য কিছু হারাম নয়। আর যেগুলো বিষয়ে তারা নীরব আছেন, সেগুলো মাফ (অর্থাৎ সেগুলোও হালাল)।[৬৯৮]

❖ আর (খাবারসমূহের মধ্যে) হারাম হলো, সম্মানীত কিতাব কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে।[৬৯৯]

❖ কর্তন বিশিষ্ট সকল হিংস্র পশু, বড় নখবিশিষ্ট পাখি, গৃহপালিত গাধা, (ভালো খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে) পরিবর্তন করার আগে জাল্লালাহ পশুর (যে পশু নোংরা বস্তু ভক্ষণ করে) গোশত খাওয়া, কুকুর, বিড়াল

---

[৬৯৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৬৯৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৩৮

[৬৯৮] সূরা আল বাকারা ২ :১৬৮, সূরা আল আরাফ ৭ :৩১-৩২, সূরা ইউনুছ ১০ :৫৯-৬০, সূরা আন নাহল ১৬: ১১৬-১১৭, সূরা মারইয়াম ১৯ :৬৪, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৫৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭

[৬৯৯] সূরা আল আনআম ৬ :১১৯, ১২১, ১৪৫, সূরা আল মায়িদা ৫ :৩, ৯৬, সূরা আল আরাফ ৭ :১৫৭

এবং যেগুলোকে নোংরা মনে করা হয় (এসব গুলো খাওয়া হারাম)।[৭০০]

❖ এছাড়া অন্য কিছু হালাল।

[الباب الثاني] : باب الصيد

দ্বিতীয় অধ্যায়: শিকার করা।

❖ শিকার করা হলো, কেটে ফেলে বা জখম করে এমন অস্ত্র (যেমন লোহা) এবং শিকারী পশুর (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর) মাধ্যমে যা শিকার করা হয়, তা হালাল যদি তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়।[৭০১]

❖ এই পদ্ধতি বাদে অন্যভাবে শিকার করলে অবশ্যই সেই শিকারকে যবেহ করতে হবে।[৭০২]

❖ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাথে যদি অন্য কুকুর (শিকারে) অংশ নেয়, তাহলে তাদের শিকার হালাল নয়।[৭০৩]

❖ আর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর এবং অনুরূপ প্রাণী (বাজ পাখি, চিতা ইত্যাদি) শিকার থেকে খায় তাহলে সেটিও হালাল নয়। কেননা সে সেটি নিজের জন্য ধরেছে।[৭০৪]

❖ নিক্ষেপ করা তীর শিকারে পতিত হওয়ার পরে যদি পানি ছাড়া অন্য কোথাও তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যদিও তা কয়েকদিন পরে

---

[৭০০] ছহীহ মুসলিম হা/১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৫৬৭, ১৫৬৯, ১১৯৮, ছহীহ বুখারী হা/৪২২৬, ২২৩৭, ৩৩১৪, আবূ দাউদ হা/৩৭৮৫, ৩৪৮৮, ইবনে মাজাহ হা/৩১৮৯, তিরমিযী হা/১৮২৪

[৭০১] ছহীহ বুখারী হা/৫৪৭৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৯৩০

[৭০২] ছহীহ বুখারী হা/২০৫৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৯২৯

[৭০৩] ছহীহ বুখারী হা/২০৫৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৯২৯

[৭০৪] ছহীহ বুখারী হা/৫৪৮৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৯২৯

হোক, তাহলে সেটি হালাল, যতক্ষণ না সেটি পচে যায় অথবা জানা যায় যে, তার তীর ছাড়া অন্য তীর সেই শিকারকে হত্যা করেছে।[৭০৫]

[الباب الثالث] : باب الذبح

তৃতীয় অধ্যায়: যবেহ করা

- যবেহ হলো যা রক্ত প্রবাহিত করে, রগ (আলেমগণ বলেছেন, যবেহে চারটি রগ কাটতে হয়: শ্বাস প্রশ্বাসের নালী, খাদ্যনালী এবং ঘাড়ের দুই পাশের দু'টি রগ) কেটে ফেলে এবং যাতে আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করা হয়, সেটি হতে পারে পাথর বা অনুরূপ কিছু দিয়ে যতক্ষণ সেটি দাঁত অথবা নখ দিয়ে না হবে (অর্থাৎ দাঁত ও নখ দিয়ে যবেহ করা যাবে না)।[৭০৬]
- যবেহকৃত পশুকে শাস্তি দেয়া এবং (মারা যাওয়ার আগেই) তার অঙ্গ কাটা হারাম।[৭০৭]
- আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হারাম।[৭০৮]
- কোন ভাবে যবেহ করতে যদি অক্ষম হয়, তাহলে তাকে আঘাত করা ও তীর ছোড়া জায়িয, তখন এটিই হবে যবেহের মতো।[৭০৯]
- মাকে যবেহ করা হলে যেন তার বাচ্চাকেও যবেহ করা হলো।[৭১০]
- কোন জীবিত পশু থেকে যা পৃথক করা হবে (যেমন কোন অঙ্গ কেটে ফেলা হলে) সেই পৃথক করা অংশটি মৃত (যা হারাম)।[৭১১]

---

[৭০৫] ছহীহ বুখারী হা/৫৪৮৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৯২৯

[৭০৬] ছহীহ বুখারী হা/৫৫৪৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৮

[৭০৭] ছহীহ মুসলিম হা/১৯৫৫

[৭০৮] ছহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮

[৭০৯] ছহীহ বুখারী হা/২০৫৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৯২৯

[৭১০] ছহীহ : তিরমিযী হা/১৪৭৬, আবূ দাউদ হা/২৮২৭, ইবনে মাজাহ হা/৩১৯৯

[৭১১] হাসান: তিরমিযী হা/১৪৮০, আবূ দাউদ হা/২৮৫৮

❖ দুই ধরনের মৃত প্রাণী এবং দুই ধরনের রক্ত হালাল। সেই মৃত প্রাণী দু'টি হলো মাছ ও টিড্ডি বা পঙ্গপাল। আর রক্ত দু'টি হলো, কলিজা ও প্লীহা।[৭১২]

❖ তবে নিরুপায় ব্যক্তির জন্য মৃত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া জায়িয।[৭১৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যবেহ করা আদবঃ

১। **প্রাণীর প্রতি করুণা করা।** এ করুণাটি অস্ত্র ধারালো করা এবং দ্রুত কর্তনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় যার ফলে পশু কষ্ট অনুভব করে না। পশুকে যবেহের উদ্দেশ্যে শুয়ানোর পূর্বে ছুরিকে ধারালো করা ভাল।[৭১৪]

২। **যবেহের পূর্বে প্রাণীকে শোয়ানো (তবে উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করতে হয়):** এটি পশুর জন্য অধিক উপযোগী। আর এ বিষয়ে সকল মুসলিম একমত।[৭১৫]

৩। **পশুর গলার পৃষ্ঠদেশে পা রাখা।**[৭১৬]

৪। **যবেহকৃত প্রাণীকে কিবলামুখী করা মুস্তাহাব।**[৭১৭]

৫ ও ৬। **যবেহের সময় بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলা- আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান:**[৭১৮] **অথবা**

بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ --، وَآلِ --

বিস্‌মিল্লাহ, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন--(নাম বলবে), ওয়া আলি--(নাম বলবে)। আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ তুমি কবুল কর...পক্ষ থেকে, ...পরিবারের পক্ষ থেকে।[৭১৯]

---

[৭১২] ছ্বহীহ : ইবনে মাজাহ হা/৩৩১৪

[৭১৩] সূরা আল আনআম ৬:১১৯

[৭১৪]. ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৫৫।

[৭১৫]. ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৬৭, সুবুলুস সালাম ৪/১৬২

[৭১৬] ছ্বহীহ বুখারী ৫৫৫৮।

[৭১৭] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ ২৭৭৮, মুয়াত্তা মালেক ৮৫৪।

[৭১৮] ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৬৬, আবূ দাউদ ২৮১০, তিরমিযী ১৫২১।

[الباب الرابع] : باب الضيافة

চতুর্থ অধ্যায়ঃ আতিথেয়তা বা মেহমানদারী

- ❖ কোন ব্যক্তির নিকটে কোন মেহমান আসলে মেহমানদারী করার যদি তার সামর্থ থাকে, তাহলে মেহমানদারী করা তার জন্য ফরয। আর মেহমানদারীর পরিমাণ হলো তিনদিন পর্যন্ত। যদি এর বেশি হয়, তাহলে সেটি ছদাকাহ। কোন মেহমানের জন্য তার (মেযবানের) নিকটে অবস্থান করে তাকে সমস্যায় ফেলা বৈধ নয়।[৭২০]
- ❖ কোন সক্ষম ব্যক্তি যদি তার ওপর আবশ্যক এমন মেহমানদারী না করে, তাহলে মেহমান সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার মেহমানদারীর পরিমাণ সম্পদ নিবে।[৭২১]
- ❖ অন্যের খাবার তার অনুমতি ছাড়া খাওয়া হারাম।[৭২২]
- ❖ এর অন্তর্ভুক্ত হলো (অনুমতি ছাড়াই) পশুর দুধ দোহন করা, ফল ও সস্য নেয়া, মালিকের অনুমতি ছাড়া এগুলো নেয়া জায়িয নয়।[৭২৩]
- ❖ তবে যদি এগুলো খুবই প্রয়োজন হয় (তাহলে জায়িয)। এমন অবস্থাতে সে উটের মালিক অথবা বাগানের মালিককে জোরে ডাকবে, যদি উত্তর দেয়, (তাহলে অনুমতি নিবে) আর নইলে সে পান করবে এবং খাবে। কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।[৭২৪]

---

[৭১৯] ছহীহ মুসলিম ১৯৬৭।

[৭২০] ছহীহ বুখারী হা/৬১৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/৪৮

[৭২১] ছহীহ বুখারী হা/৬১৩৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৭২৭

[৭২২] সূরা আল বাকারা ২ :১৮৮

[৭২৩] ছহীহ বুখারী হা/২৪৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৭২৬

[৭২৪] ছহীহঃ ইবনে মাজাহ হা/২৩০০, ২৩০১, তিরমিযী হা/১২৮৭

[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

পঞ্চম অধ্যায়: খাবার খাওয়ার আদব।

১. খাবারের জন্য বিসমিল্লাহ বলা

২. ডান হাতে খাওয়া

৩. খাবারের মাঝখান থেকে না খাওয়া

৪. বরং খাবারের দুই পাশে এবং সামনের দিক থেকে খাওয়া

৫. আঙ্গুলসমূহ এবং পাত্র চাটা

৬. খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং

৭. দু'আ করা শরী'আত সম্মত।

৮. হেলান দিয়ে খাবার খাবে না।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন:

পানাহারের আদব:

১। পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা।[৭২৫]

২। সুন্নাত হলো: সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া শুরু করবে।[৭২৬]

৩। খাবারের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা: রসূল (ﷺ) বলেছেন:

তোমাদের কেউ যখন খাদ্য খাবে সে যেন শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ বলে। যদি শুরুতে বলতে ভুলে যায় তাহলে সে بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ এ দু'আ বলে।[৭২৭]

৪। ডান হাত দ্বারা খাওয়া: যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন ডান হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করে এবং পান করলে ডান হাত দ্বারা পান করে। কেননা শায়ত্বন বাম হাত দ্বারা খায় এবং পান করে।[৭২৮]

---

[৭২৫] সূরা আল বাকারা ২:১৭২, সূরা আল আরাফ ৭:১৫৭।

[৭২৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০১৭

[৭২৭] ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, আহমাদ ২৫৭৩৩।

৫। বসে পান করা সুন্নাত, তবে দাঁড়িয়ে পান করাও বৈধ।[৭২৯]

৬। তিন বারে পান করা এবং এগুলোর মাঝে পাত্রের বাইরে শ্বাস নেয়া।[৭৩০]

৭। পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ না করা।[৭৩১]

৮। মশক, বড় বোতল বা এ জাতীয় পাত্রের মুখ থেকে পান না করা।[৭৩২]

৯। লোকজনের পানি পান করানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা।[৭৩৩]

১০। মানুষদেরকে পানীয় পানকারী ব্যক্তি সবার শেষে পান করবে।[৭৩৪]

১১। সম্মিলিতিভাবে খেলে অন্যের সামনে থেকে না খাওয়া।[৭৩৫]

১২। খাবারে মধ্য অংশ থেকে না খেয়ে পার্শ্ব থেকে খাওয়া।[৭৩৬]

১৩। হেলান দিয়ে না খাওয়া।[৭৩৭]

১৪। অপছন্দ হলে খাবারের ত্রুটি বর্ণনা না করা।[৭৩৮]

১৫। একাকী না খেয়ে সম্মিলিতভাবে খাওয়া।[৭৩৯]

১৬। পাত্রের বাইরে পতিত খাবারের ময়লা পরিষ্কার করে খাওয়া।[৭৪০]

১৭। হাত এবং খাবার পাত্র ধৌত করার পুর্বেই তা চেটে খাওয়া।[৭৪১]

---

[৭২৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০২০, তিরমিযী ১৮০০, আবু দাউদ ৩৭৭৬।

[৭২৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬১৭, ছ্বহীহ মুসলিম ২০২৭।

[৭৩০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৬১, ছ্বহীহ মুসলিম ৩৭৮২

[৭৩১] ছ্বহীহ: বুখারী হা/১৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৭, আবু দাউদ হা/৩৭২৮, তিরমিযী হা/১৮৮৯, ইবনে মাজাহ হা/৩৪২৯।

[৭৩২] আর রওয়াহ আন-নাবীয়াহ ২/২১০।

[৭৩৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০২৯।

[৭৩৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৮১।

[৭৩৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৭৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০২২।

[৭৩৬] হাসান-ছ্বহীহ: তিরমিযী ১৮০৫, আবু দাউদ ৩৭৭২, ইবনে মাজাহ ৩২৭৭।

[৭৩৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৯৮।

[৭৩৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪০৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৪।

[৭৩৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৯২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৫৮।

[৭৪০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৩৩।

[৭৪১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৩৩।

১৮। খাদ্যের প্রভাব দূর করার জন্য হাত ধৌত করা:[৭৪২]

১৯। খাওয়ার পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দু'আ করা:

পানাহার শেষে الْحَمْدُ لِلَّهِ। আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব।[৭৪৩]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةٍ

সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন, আমাকে আহার দিলেন কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই।[৭৪৪]

২০। খাবার পরিবেশনকারীর জন্য দু'আ করা:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি করুণা কর।[৭৪৫]

[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

চতুর্দশ পর্ব: পানীয় সম্পর্কে।

- ❖ নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি বস্তুই হারাম। আর যে বস্তুর বেশি পরিমাণে নেশার সৃষ্টি করে তার কম পরিমাণও হারাম।[৭৪৬]
- ❖ সকল ধরনের পাত্রেই নাবীয বানানো জায়িয। আর দুই শ্রেণিকে একত্রে (যেমন খেজুরের সাথে কিশমিশ) মিশিয়ে নাবীয বানানো জায়িয নয়।[৭৪৭]

---

[৭৪২] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১৮৬০, আবূ দাউদ হা/৩৮৫২, ইবনে মাজাহ হা/৩২৯৭

[৭৪৩] ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৩৪, তিরমিযী হা/১৮১৬।

[৭৪৪] হাসান: ইবনে মাজাহ হা/৩২৮৫, ইরওয়া হা/১৯৮৯

[৭৪৫] ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৪২, তিরমিযী হা/৩৫৭৬। [ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে গৃহিত]

[৭৪৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০০৩

[৭৪৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬০১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৭৭, ১৯৮৬

❖ মদ থেকে সিরকা (ভিনেগার) বানানো হারাম।[৭৪৮]

❖ সুগন্ধ দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত (ফলের) রস ও নাবীয পান করা জায়িয। আর সুগন্ধ দূর হওয়ার সম্ভাব্য সময় হলো, যাতে তিন দিনের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।[৭৪৯]

❖ পানাহারের আদব হলো:

১. তা হবে তিন নিশ্বাসে (পাত্রে নিশ্বাস ফেলবে না)[৭৫০]

২. ডান হাতে[৭৫১]

৩. বসে পান করা[৭৫২]

৪. ডান দিকের লোককে আগে অগ্রাধিকার দিব, তারপর তার ডান দিকের লোক।[৭৫৩]

৫. যিনি পান করাবেন তিনি সর্বশেষে পান করবেন।[৭৫৪]

৬. পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে[৭৫৫]

৭. শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে।[৭৫৬]

❖ পানি রাখার পাত্রে বা মশকে নিশ্বাস ছাড়া, ফুঁক দেয়া এবং সেই পাত্রের মুখ থেকে পানাহার করা মাকরূহ।[৭৫৭]

---

[৭৪৮] ছহীহ মুসলিম হা/১৯৮৩

[৭৪৯] ছহীহ মুসলিম হা/২০০৪

[৭৫০] ছহীহ : আবূদাউদ হা/৩৭২৭

[৭৫১] ছহীহ মুসলিম হা/২০২০, তিরমিযী ১৮০০, আবু দাউদ ৩৭৭৬।

[৭৫২] ছহীহ বুখারী হা/৫৬১৭, ছহীহ মুসলিম ২০২৭।

[৭৫৩] ছহীহ বুখারী হা/২৩৫২, ছহীহ মুসলিম হা/২০২৯।

[৭৫৪] ছহীহ মুসলিম হা/৬৮১।

[৭৫৫] ছহীহ বুখারী হা/৫৪৫২, ছহীহ: আবু দাউদ হা/৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮

[৭৫৬] মুসলিম হা/২৭৩৪, তিরমিযী হা/১৮১৬

[৭৫৭] ছহীহ বুখারী হা/৫৬২৫, মুসলিম হা/২০২৩, তিরমিযী হা/১৮৮৮, ইবনে মাজাহ হা/৩৪২৯

❖ যদি তরল কোন কিছুর মধ্যে অপবিত্র কোন বস্তু পড়ে তাহলে তা পান করা বৈধ নয়। যদি কঠিন কোন বস্তুর মধ্যে অপবিত্র কোন বস্তু পড়ে, তাহলে সেই অপবিত্র ও তার আশে পাশের অংশ ফেলে দিতে হবে।[৭৫৮]

❖ সোনা ও রূপার পাত্রে খাওয়া এবং পানাহার করা হারাম।[৭৫৯]

[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

পঞ্চদশ পর্ব: পোশাক পরিচ্ছদ

❖ জনসম্মুখে এবং নির্জনে উভয় অবস্থাতেই লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ফরয।[৭৬০]

❖ পুরুষ ব্যক্তির জন্য অবিমিশ্রিত রেশমী কাপড়ের (এমন রেশমী কাপড় যাতে অন্য কোন ধরনের কাপড় নেই) পোশাক পরিধান করা হারাম, যখন সেটি চার আঙ্গুল পরিমাণের চেয়ে বেশি হবে। তবে চিকিৎসার জন্য পরতে পারবে।[৭৬১]

❖ রেশমী কাপড়কে (তার ওপর বাসার জন্য) বিছাবে না।[৭৬২]

❖ হলুদ রঙের পোশাক,[৭৬৩] খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরা যাবে না।[৭৬৪]

---

[৭৫৮] ছহীহ বুখারী হা/৫৫৩৮

[৭৫৯] ছহীহ বুখারী হা/৫৪২৬, ৫৬৩৩, ছহীহ মুসলিম হা/২০৬৭

[৭৬০] হাসান: আবূ দাউদ হা/৪০১৭, তিরমিযী হা/২৭৬৯, ইবনে মাজাহ হা/১৯২০

[৭৬১] ছহীহ বুখারী হা/৫৮৩৪, ৫৮২৯, ৫৮৩৯, ছহীহ মুসলিম হা/২০৬৯, ২০৭৬

[৭৬২] ছহীহ বুখারী হা/৫৮৩৭

[৭৬৩] ছহীহ মুসলিম হা/২০৭৭, ২০৭৮

[৭৬৪] হাসান : আবূ দাউদ হা/৪০২৯, ইবনে মাজাহ হা/৩৬০৬

- ❖ মহিলাদের জন্য খাছ এমন পোশাক পরবে না এবং এর বিপরীতটাও করবে না (অর্থাৎ মহিলারাও পুরুষদের জন্য খাছ এমন পোশাক পরবে না)।[৭৬৫]
- ❖ পুরুষদের জন্য সোনার অলংকার গ্রহণ করা হারাম।[৭৬৬]
- ❖ তবে (সোনা ছাড়া) অন্য কিছু দিয়ে হলে সেটি হারাম নয়। (যেমন পুরুষের জন্য রুপার তৈরি আংটি ব্যবহার করা জায়িয)।[৭৬৭]

[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

ষোড়শ পর্ব: কুরবানী[৭৬৮]

[الباب الأول: أحكام الأضحية]

প্রথম অধ্যায়: কুরবানীর বিধি বিধান

- ❖ প্রতিটি পরিবারের জন্য কুরবানী করা শরী'আত সম্মত (মুস্তাহাব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, ওয়াজীব নয়)।[৭৬৯]
- ❖ এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো একটি ছাগল।[৭৭০]
- ❖ এর সময় হলো ঈদুল আযহার ছলাতের পর থেকে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত।[৭৭১]

---

[৭৬৫] ছহীহ বুখারী হা/৫৮৮৫

[৭৬৬] ছহীহ মুসলিম হা/২০৬৬, আবূ দাউদ হা/৪০৫৭, নাসাঈ হা/৫১৪৮, তিরমিযী হা/১৭২০

[৭৬৭] ছহীহ বুখারী হা/৫৮৭৫, ছহীহ মুসলিম হা/২০৯২

[৭৬৮] এ অধ্যায়ে বিবাহে অলীমার বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা নিকাহ অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

[৭৬৯] ছহীহ: মুসলিম হা/১৯৭৭, ইবনে মাজাহ হা/৩১৪৯, আব্দুর বাযযাক হা/৮১৩৯, ৮১৪৯, বায়হাকী ৯/২৬৫, ৯/২৬৯, ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়্যা ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা, ৫২২ পৃ.

[৭৭০] ছহীহ: তিরমিযী হা/১৫০৫, ইবনে মাজাহ হা/৩১৪৭

❖ সর্বোত্তম কুরবানী হলো যার গোশত বেশি। আর ভেড়াতে জাযা'আ (ছয় মাস বয়সী) এবং আর ছাগলে ছানী' (সামনের দাঁত পড়ে নতুনভাবে গজায় যে ছাগলের, যা সাধারণত এক বছর পর হয়ে থাকে) ছাড়া কুরবানীতে যথেষ্ট হবে না।[৭৭২]

❖ এছাড়াও কানা, রোগা, খোঁড়া, খুবই শীর্ণ বা দুর্বল, শিং ভাঙ্গা এবং কান কাটা পশুও কুরবানীতে যথেষ্ট হবে না।[৭৭৩]

❖ কুরবানীর পশুর গোশত থেকে দান করবে, নিজেরা খাবে এবং জমা করে রাখবে।[৭৭৪]

❖ ঈদগাহে (কুরবানীর পশু) যবেহ করা উত্তম।[৭৭৫]

❖ যে ব্যক্তি কুরবানী করবে, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক প্রবেশের পরে কুরবানী করা পর্যন্ত সে তার চুল ও নখ কাটবে না।[৭৭৬]

[الباب الثاني: أحكام العقيقة]

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আকীকার বিধি বিধান।

❖ আকীকা করা মুস্তাহাব, সুন্নাত।[৭৭৭]

❖ সেটি হলো সন্তানের জন্মের সপ্তম দিনে ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দেয়া।[৭৭৮]

---

[৭৭১] ছহীহ বুখারী হা/৫৫৪৯, ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬২, মুসনাদে আহমাদ ৪/৭২, বাইহাকী ৯/২৯৫, ইবনে হিব্বান হা/৩৮৪৩।

[৭৭২] ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৩, ১৯৬১, ছহীহ বুখারী হা/৫৫৫৬

[৭৭৩] ছহীহঃ আবূ দাউদ হা/২৮০২, তিরমিযী হা/১৪৯৭, ইবনে মাজাহ হা/৩১৪৪

[৭৭৪] ছহীহ মুসলিম হা/ ১৯৭১, ১৯৭৪, ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬৯, নাসাঈ হা/৪৪৩১

[৭৭৫] ছহীহ বুখারী হা/৫৫৫২

[৭৭৬] ছহীহ মুসলিম হা/১৯৭৭

[৭৭৭] ছহীহ বুখারী হা/৫৪৭২

[৭৭৮] ছহীহঃ তিরমিযী হা/১৫১৩

❖ সপ্তম দিনেই সন্তানের আক্বীকা দিবে, নাম রাখবে, মাথা মুণ্ডন করবে।[৭৭৯]

❖ সেই চুলের ওযনের সমপরিমাণ সোনা[৭৮০] অথবা রূপা ছদাকাহ করবে।[৭৮১]

[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

সপ্তদশ পর্ব: চিকিৎসা

❖ চিকিৎসা করা জায়িয।[৭৮২]

❖ যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম তার জন্য (এই রোগের বিষয়টি) আল্লাহর কাছে অর্পণ করাই অধিক উত্তম।[৭৮৩]

❖ হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা হারাম।[৭৮৪]

❖ (চিকিৎসার জন্য) আগুন দিয়ে দাগ দেয়া মাকরূহ।[৭৮৫]

❖ হিজামা করাতে সমস্যা নেই।[৭৮৬]

---

[৭৭৯] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/২৮৩৮, তিরমিযী হা/১৫২২, ইবনে মাজাহ হা/৩১৬৫। যে সন্তানের আক্বীক্বাহ দেয়া হবে না, জন্মের দিনেই তার নাম রাখা ও তাহনীক (খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে শিশুর মুখে দেয়া) করা। ছহীহ বুখারী: কিতাবুল আক্বীক্বাহ প্রথম অধ্যায়। হা/ ৫৪৬৭-৫৪৭০।

[৭৮০] রূপা ফকীর, মিসকীনের মাঝে ছদাকাহ করবে, সোনা নয়। কেননা সোনা ছদাকাহ করার হাদীছ যঈফ। শারহুদ দুরারুল বাহিয়্যাহ, যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল মাদখালী পৃ. ৬১৩।

[৭৮১] হাসান: তিরমিযী হা/১৫১৯, মুসনাদে আহমাদ ৬/৩৯০, সুনানুল কুবরা বাইহাকী ৯/৩০৪, আল উরওয়া হা/১১৭৫।

[৭৮২] ছহীহ মুসলিম হা/২২০৪

[৭৮৩] ছহীহ বুখারী হা/৫৩২৮, ছহীহ মুসলিম হা/২৫৭৬

[৭৮৪] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৮৭৪

[৭৮৫] ছহীহ বুখারী হা/৫৬৮০

[৭৮৬] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৭৬০, তিরমিযী হা/২০৫১, ইবনে মাজাহ হা/৩৪৮৩

❖ বদ নযরসহ আরো যেগুলো ঝাড়ফুঁক করা জায়িয সেগুলোতে ঝাড়ফুঁক করাতে কোন সমস্যা নেই।[৭৮৭]

الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

অষ্টাদশ পর্ব: উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

❖ স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম (যেমন সে পাগল না, ছোট শিশু না ইত্যাদি) এমন ব্যক্তির জন্য সবকিছুতেই অন্যকে উকিল নিয়োগ করা জায়িয, যতক্ষণ কোন (শারঈ) প্রতিবন্ধক তাতে বাধা না দেয়।[৭৮৮]

❖ (কোন জিনিস বিক্রির ব্যাপারে) উকিল নিয়োগকারী যে নির্দেশ দিয়েছে, উকিল যদি তার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে তাহলে এই অতিরিক্ত অংশও উকিল নিয়োগকারীরই (যেমন, উকিল নিয়োগকারী বললো, এই গাড়িটি তুমি দশ লক্ষ টাকাতে বিক্রি করবে, কিন্তু উকিল সেটিকে বারো লক্ষ টাকাতে বিক্রি করলো। তাহলে এই অতিরিক্ত দুই লক্ষ টাকা সেই উকিল নিয়োগকারীরই)।[৭৮৯]

❖ যদি সে উকিল নিয়োগকারীর বিপরীত করে অধিক উপকারী কাজটি করে অথবা অন্য কোন কাজ করে আর তাতেই যদি উকিল নিয়োগকারী সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তা ছহীহ হবে (যেমন মালিক বললো, এক দিরহাম দিয়ে আমার জন্য একটি ছাগল কিনো। কিন্তু উকিল এক দিরহাম দিয়ে দু'টি ছাগল কিনলো। এত যদি সেই মালিক সন্তুষ্ট থাকে তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই)।[৭৯০]

---

[৭৮৭] ছহীহ বুখারী হা/৪১৭৫, ছহীহ মুসলিম হা/২১৯২, ২২০০, ২১৯৬

[৭৮৮] ছহীহ বুখারী হা/২৬৯৫-২৬৯৬, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৯৭

[৭৮৯] ছহীহ বুখারী হা/৩৬৪২

[৭৯০] ছহীহ বুখারী হা/১৪২২

[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

উনবিংশ পর্বঃ দায়িত্ব গ্রহণ করা বা জামিনদার হওয়া

❖ যে ব্যক্তি কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন সম্পদ দেয়ার জামিনদার হবে, তার ওপর ফরয হলো, সেই সম্পদ চাইলেই তা পরিশোধ করা।[৭৯১]

❖ যার পক্ষ থেকে জামিন নেয়া হয়েছে যদি তা তার নির্দেশে হয়ে থাকে, তাহলে তার কাছে (সেই সম্পদ নেয়ার জন্য) প্রত্যাবর্তন করা হবে। (অর্থাৎ জামিনদার ঋণ পরিশোধ করার পরে, সেই ব্যক্তির নিকট থেকে তার সম্পদ দেয়ার জন্য দাবি করবে)।

❖ কোন ব্যক্তি যদি কাউকে উপস্থিত করার জামিনদার হয়, তাহলে তাকে উপস্থিত করা তার ওপর ফরয। নইলে সেই ব্যক্তির ওপর যে ঋণ আছে তা সেই জামিনদার পরিশোধ করবে।

[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

বিংশ পর্বঃ আপোস/মীমাংসা

❖ মুসলিমদের মাঝে আপোস/মীমাংসা করা জায়িয।[৭৯২]

❖ তবে যদি হারামকে হালাল করার অথবা হালালকে হারাম করার মাধ্যমে আপোস/মীমাংসা হয় তাহলে তা জায়িয নয়।[৭৯৩]

❖ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়ের মাধ্যমে মীমাংসা করা জায়িয (কারো হক সম্পর্কে জানা আছে পরে সে সেটি মাফ করে মীমাংসা করে। যেমন কারো তিন হাত জমি নিয়ে বিবাদ হচ্ছে। পরে

---

[৭৯১] ছহীহঃ আবূ দাউদ হা/৩৫৬৫, তিরমিযী হা/১২৬৫, ইবনে মাজাহ হা/২৪০৫

[৭৯২] সূরা আন নিসা ৪ :১১৪

[৭৯৩] ছহীহ : তিরমিযী হা/১৩৫২, ইবনে মাজাহ হা/২৩৫৩

সে বললো, আমি এক হাত ছেড়ে দিলাম আর দুই হাত জমি আমাকে দেয়া হোক। আর এতেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হলো, এখানে জমির পরিমান জ্ঞাত। পক্ষান্তরে জমির পরিমাণ যদি জানা না থাকে যে, সেটি অর্ধেক জমি নাকি তারও বেশি। পরে সে ব্যক্তি বললো, আমাকে এক তৃতীয়াংশ জমি দেয়া হোক, আর বাকী জমি আমি ছেড়ে দিলাম। আর এতেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হলো। এখানে জমির পরিমাণ অজ্ঞাত)।[৭৯৪]

❖ যদিও অস্বীকার করার পরে সেই মীমাংসা হয় (এর ধরনটি হলো, কোন ব্যক্তির কাছে অন্যের হক আছে, কিন্তু সে সেটিকে অস্বীকার করছে, কিন্তু যার হক রয়েছে সে তার সাথে কোন কিছুর বিনিময়ে মীমাংসার মাধ্যমে সন্তুষ্ট হলো)।[৭৯৫]

❖ সম্পদের মতো রক্তেরও দীয়াতের কম বা বেশি দিয়ে মীমাংসা করা জায়িয।[৭৯৬]

[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

একবিংশ পর্ব: হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর ঋণ ন্যস্ত করা।

❖ যদি কোন ব্যক্তির ঋণ তা পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হয়, তাহলে সে যেন তা মেনে নেয়।[৭৯৭]

❖ যার ওপর ন্যস্ত করা হলো সে যদি তা পরিশোধে গড়িমসি করে, তাহলে সে ব্যক্তি তার ঋণ দাবি করবে সেই ব্যক্তির নিকটে যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর ঋণ ন্যস্ত করলো।

---

[৭৯৪] ছহীহ বুখারী হা/৬৯৬৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৩

[৭৯৫] ছহীহ বুখারী হা/৪৫৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৫৮

[৭৯৬] ছহীহ : তিরমিযী হা/১৩৮৭, ইবনে মাজাহ হা/২৬২৬

[৭৯৭] ছহীহ বুখারী হা/২৪০০, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬৪

[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

দ্বাবিংশ পর্বঃ নিঃস্ব বা দেউলিয়া হওয়া সম্পর্কে

❖ ঋণদাতাদের জন্য নিঃস্ব ব্যক্তির কাছে যা কিছু পাবে সবই নেয়া জায়িয। তবে যেটি থেকে সে অমুখাপেক্ষী নয়, সেগুলো নিবে না। আর তা হলো, বাসস্থান, লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য ও যা তাকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবে এমন পোশাক এবং তার ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজন পূরণকারী অল্প জীবিকা।[৭৯৮]

❖ কেউ যদি তার সম্পদ সেই নিঃস্ব ব্যক্তির নিকটে পায়, তাহলে সেই ব্যক্তিই সেই সম্পদের অধিক হকদার।[৭৯৯]

❖ আর নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদ যদি তার সকল ঋণ পরিশোধের চেয়ে কম হয়, তাহলে ঋণ অনুযায়ী সকল ঋণদাতা সেই সম্পদ নিবে।[৮০০]

❖ যদি সেই ব্যক্তির নিঃস্ব হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে বন্দী করা জায়িয নয়।[৮০১]

❖ সামর্থবান ধনী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা যুলম। আর এর অপরাধ তার সম্মানহানি ও শাস্তিপ্রাপ্তিকে বৈধ করে দেয়।[৮০২]

❖ বিচারকের জন্য নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদে খরচ করায় বাধা দেয়া জায়িয। বিচারক সেই ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য সেই সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন।[৮০৩]

---

[৭৯৮] ছহীহ মুসলিম হা/১৫৫৬

[৭৯৯] ছহীহ বুখারী হা/২৪০২, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৫৯

[৮০০] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৫২২

[৮০১] সূরা আল বাকারা ২ : ২৮০

[৮০২] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৬২৮, ইবনে মাজাহ হা/২৪২৭

[৮০৩] ছহীহ : মুসনাদে ইমাম শাফেঈ হা/৫৫৬, আস সুনান আল কুবরা-ইমাম বাইহাকী ৬/৬১।

❖ অনুরূপভাবে বিচারকের জন্য অপচয়কারী এবং যে ব্যক্তি ভালোভাবে খরচ করতে জানে না (অর্থাৎ নির্বোধ) তাদেরকে তাদের সম্পদে খরচ করাতে বাধা দেয়া জায়িয।[৮০৪]

❖ ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করতে দেয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভালো মন্দ বিচার করতে শিখার বিষয়টি বুঝা না যাবে।[৮০৫]

❖ ইয়াতীমের অভিভাবকদের জন্য ইয়াতীমের সম্পদ থেকে সংগতভাবে খাওয়া জায়িয।[৮০৬]

[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

ত্রয়োবিংশ পর্বঃ পড়ে থাকা বস্তুর বিধান

❖ যে ব্যক্তি পড়ে থাকা কোন বস্তু পাবে, সে যেন তার থলে ও বাধন চিনে রাখে। তারপর যখন সেটির মালিক আসবে, তখন সেটি তার কাছে অর্পণ করবে।[৮০৭]

❖ মালিক না আসলে এক বছর যাবৎ ঘোষণা করবে। তারপর সেটি ব্যবহার করা জায়িয এবং মালিক আসলে সেটি দেয়ার জামিনদার হবে।[৮০৮]

❖ মক্কাতে পড়ে থাকা কোন জিনিসে অন্য স্থানের চেয়ে অনেক বেশি ঘোষণা করতে হবে।[৮০৯]

---

[৮০৪] সূরা আন নিসা ৪ :৫

[৮০৫] সূরা আন নিসা ৪ :৬

[৮০৬] সূরা আন নিসা ৪ :৬, ছহীহ বুখারী হা/৪৫৭৫, ছহীহ মুসলিম হা/৩০১৯

[৮০৭] ছহীহ বুখারী হা/২৪২৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৭২২

[৮০৮] ছহীহ বুখারী হা/২৪২৬

[৮০৯] ছহীহ বুখারী হা/২৪৩৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৩৫৫

❖ কোন ব্যক্তি কোন সামান্য জিনিস যেমন লাঠি, চাবুক বা অনুরূপ কিছু পড়ে পেলে তিনদিন ঘোষণা করার পরে সে যদি তা থেকে উপকৃত হয়, তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই।[৮১০]

❖ উট ছাড়া অন্যান্য হারিয়ে যাওয়া পশুকে গ্রহণ করা যাবে।[৮১১]

[الكتاب الرابع والعشرون] : كِتَابُ القَضَاءِ

চতুর্বিংশ পর্ব: বিচার ফায়ছালা

❖ যে ব্যক্তি মুজতাহিদ, মানুষের ধন সম্পদ থেকে সতর্ক, বিচার ফায়ছালাতে ন্যায়বান এবং সমতার সাথে বিচার করে, শুধু তার জন্য বিচার ফায়ছালা করা শুদ্ধ।[৮১২]

❖ বিচার ফায়ছালা করার প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং তা দাবি করা হারাম।[৮১৩]

❖ আর যে ব্যক্তি এমন ধরনের, রাষ্ট্রীয় নেতার জন্য এমন ব্যক্তিকে সেই কাজে নিয়োগ করা হালাল নয়।[৮১৪]

❖ আর যে ব্যক্তি বিচার ফায়ছালা করার উপযুক্ত, সে কঠিন বিপদের মধ্যে আছে। আর সে সঠিক করলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে, আর ভুল করলে একগুণ প্রতিদান পাবে, যদি সে (কোনটি সঠিক এই বিষয়ে) অনুসন্ধান করাতে কোন ত্রুটি না করে।[৮১৫]

---

[৮১০] ছহীহ বুখারী হা/২৪৩১, মুসলিম হা/১০৭১

[৮১১] ছহীহ বুখারী হা/২৪২৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৭২২

[৮১২] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৫৭৩, তিরিমিযী হা/১৩২২, ইবনে মাজাহ হা/২৩১৫।

[৮১৩] ছহীহ বুখারী হা/৬৬২২, মুসলিম হা/১৭১৬।

[৮১৪] ছহীহ বুখারী হা/৭১৪৯, মুসলিম হা/১৭৩৩।

[৮১৫] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৫৭১, তিরিমিযী হা/১৩২৫, ইবনে মাজাহ হা/২৩০৮।

❖ তার জন্য ঘুষ গ্রহণ করা এবং বিচার ফায়ছালার জন্য দেয়া হাদিয়া গ্রহণ করা হারাম।[৮১৬]

❖ রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা জায়িয নয়।[৮১৭]

❖ বিচারকের কর্তব্য হলো দুই বিবাদমান ব্যক্তির মাঝে সমতা বজায় রাখা, তবে তাদের একজন যদি কাফির হয় তাহলে নয়।

❖ তার আরো কর্তব্য হলো বিচার করার আগে উভয়ের নিকট থেকে শোনা, যতটা সম্ভব (মানুষের জন্য) তার থেকে বাধাকে হালকা করা। (যাতে করে মানুষজন তার কাছে আসতে পারে এবং তার বিচার ফায়ছালা শুনতে পারে)।[৮১৮]

❖ বিচারকের জন্য প্রয়োজনের সময় সাহায্যকারী গ্রহণ করা জায়িয।[৮১৯]

❖ এছাড়া তার জন্য শাফাআত করা, কিছু হক কমিয়ে দেয়া (যেমন বিচারক এক পক্ষের নিকট থেকে আরেক পক্ষে কিছু হক মাফ করার জন্য বলতে পারে) এবং মীমাংসার জন্য পরামর্শ দেয়াও জায়িয।

❖ তার হুকুম শুধু বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে কার্যকর হবে।

❖ যদি বিচার কার্য সঠিকভাবে না হয়, তাহলে যার পক্ষে কোন কিছুর বিচার করা হলো, সেটি নেয়া তার জন্য হালাল নয়।

[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

পঞ্চবিংশ: ঝগড়া বিবাদ, দলীল প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি।

❖ যে ব্যক্তি (কোন কিছুর) দাবি করবে তাকে প্রমাণ দিতে হবে, আর যে তা অস্বীকার করবে তাকে কসম করতে হবে।[৮২০]

---

[৮১৬] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৫৮০, তিরিমিযী হা/১৩৩৭, ইবনে মাজাহ হা/২৩১৩।

[৮১৭] ছহীহ বুখারী হা/৭১৫৮, মুসলিম হা/১৭১৭।

[৮১৮] হাসান : আবূ দাউদ হা/৩৫৮২, ২৯৪৮, তিরিমিযী হা/১৩৩১, ১৩৩৩।

[৮১৯] ছহীহ বুখারী হা/৭১৫৫

❖ (বাদী ও বিবাদীর) স্বীকারোক্তি, দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য অথবা একজন পুরুষের সাক্ষ্য ও দাবিকারী ব্যক্তির শপথ ও অস্বীকারকারীর শপথ, (বিবাদী শপথ প্রত্যাখ্যান করলে) দাবিদারকে আবার শপথ করানো এবং বিচারক তার (বাদী বিবাদী সম্পর্কে) জ্ঞানের মাধ্যমে বিচার করবে।[৮২১]

❖ যে ব্যক্তি ন্যায়বান নয় তার, খিয়ানতকারীর, (অপর পক্ষের সাথে) শত্রুতা পোষণকারী ও দোষারোপকারীর, সেই পরিবারের অধীনস্ত খাদেমের, মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।[৮২২]

❖ এছাড়াও শহরবাসীর জন্য গ্রাম বা মরুবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।[৮২৩]

❖ যে ব্যক্তি তার কোন কাজের বা কথার স্বীকারোক্তির জন্য সাক্ষ্য দিবে তার সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়িয, যদি তাতে মিথ্যা অপবাদ না থাকে (যেমন এক মহিলা এসে বললো যে, সে উকবা ইবনু হারিছ ও তার স্ত্রীকে দুধ পান করিয়েছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন, ছহীহ বুখারী, হা/৮৮)।[৮২৪]

❖ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া সবচেয়ে বড় কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত।[৮২৫] দু'টি প্রমাণ যদি পরস্পর বিপরীত হয় এবং কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া যদি না যায়, তাহলে যার কাছে দাবি করা হয়েছে (অর্থাৎ বিচারক) তিনি উভয় পক্ষের মাঝে সেটি ভাগ করে দিবেন।

❖ দাবিকারীর নিকট যদি প্রমাণ না থাকে তাহলে তার আর কিছু করার নেই। বরং অপরপক্ষ শুধু শপথ করবে, যদিও সে পাপাচারী হয়।[৮২৬]

❖ শপথের পর প্রমাণ আর গ্রহণ করা হবে না।

---

[৮২০] ছহীহ বুখারী হা/২৬৬৯-২৬৭০, মুসলিম হা/১৩৮।

[৮২১] ছহীহ বুখারী হা/২৬৯৬, মুসলিম হা/১৬৯৮, ১৭১২, সূরা আল বাকারা ২ :২৮২।

[৮২২] সূরা আন নূর ২৪ :৪

[৮২৩] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৩৬০২, ইবনে মাজাহ হা/২৩৬৬।

[৮২৪] ছহীহ বুখারী হা/৫১০৪

[৮২৫] ছহীহ বুখারী হা/২৫১০, মুসলিম হা/৮৮।

[৮২৬] মুসলিম হা/১৩৯।

- কোন ব্যক্তি যদি বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং রসিকতা না করে কোন কিছুর স্বীকৃতি প্রদান করে, আর বিবেকগতভাবে ও প্রচলিত রীতিগতভাবে সেটি অসম্ভব কিছুও নয়, তাহলে সে যার স্বীকৃতি দিয়েছে সেটি তার জন্য আবশ্যক হবে, সেটি যাই হোক না কেন।
- হাদ্দকে আবশ্যক করে অথবা না করে এই পার্থক্য করা ছাড়াই একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট (অর্থাৎ বেশি বার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই।
- কেউ যদি চুরি করা একবার স্বীকারোক্তি করে তাহলেই তার হাত কাটা হবে (বেশি বার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই)। আর এর বর্ণনা সামনে অচিরেই আসছে।

[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

ষষ্ঠবিংশ পর্ব: দণ্ডবিধি

[الباب الأول] : باب حد الزاني

প্রথম অধ্যায়: ব্যভিচারের শাস্তি

- ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত ও স্বাধীন হয় তাহলে তাকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং বেত্রাঘাতের পরে তাকে এক বছরের নির্বাসন দেয়া হবে।[৮২৭]
- যদি ব্যভিচারী বিবাহিত হয়, তাহলে তাকে অবিবাহিতদের মতোই বেত্রাঘাত করা হবে, তারপর মৃত্যু পর্যন্ত তাকে রজম করা হবে (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে)।[৮২৮]

[৮২৭] সূরা আন নূর ২৪:২, ছহীহ বুখারী হা/৬৮৩৩

[৮২৮] ছহীহ বুখারী হা/৬৮২৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৬, ১৬৯০, ১৩২০

❖ (ব্যভিচারীর নিকট থেকে) একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। আর কিছু নির্দিষ্ট ঘটনাতে যে বারবার স্বীকারোক্তির বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে সেটি হলো নিশ্চিত হওয়া উদ্দেশ্যে।[৮২৯]

❖ অবশ্যই চারজন সাক্ষী লাগবে।[৮৩০]

❖ অবশ্যই এর সাথে স্বীকারোক্তি এবং (ব্যভিচারীর) লজ্জাস্থান (ব্যভিচারিণীর) লজ্জাস্থানে প্রবেশ করার বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষী হতে হবে।[৮৩১]

❖ সম্ভাব্য সন্দেহের কারণে এবং স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করার মাধ্যমে ব্যভিচারীর দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।[৮৩২]

❖ এছাড়াও মহিলা যদি কুমারী হয় অথবা তার লজ্জাস্থান পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে (যেখানে কোন ফাঁক নেই। ফলে সহবাস করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়), আর পুরুষের যদি পুরুষাঙ্গ কাটা থাকে অথবা সহবাসের সক্ষমতা না থাকে তাহলে তাদের থেকে ব্যভিচারের দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।

❖ দণ্ডবিধির বিষয়ে সুপারিশ করা হারাম।[৮৩৩]

❖ যাকে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, তার জন্য তার বুক পর্যন্ত গর্ত খুঁড়তে হবে।[৮৩৪]

❖ গর্ভবতীকে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত এবং যদি দুধ পান করানোর মতো আর কেউ না থাকে তাহলে সন্তানকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত রজম করা যাবে না।[৮৩৫]

❖ অসুস্থ অবস্থাতেও বেত্রাঘাত করা জায়িয, যদিও তা ডাল দিয়ে হয়, যেই ডালে অনেক শাখা থাকে।[৮৩৬]

---

[৮২৯] ছহীহ বুখারী হা/২৬৯৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৯৫, ১৬৯৭, ১৩২৩

[৮৩০] সূরা আন নূর ২৪:৪, ১৩, সূরা আন নিসা ৪ :১৫

[৮৩১] ছহীহ বুখারী হা/৬৮২৪

[৮৩২] হাসান : আবূ দাউদ হা/৪৪২০

[৮৩৩] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৮৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৮

[৮৩৪] ছহীহ মুসলিম হা/ ১৩২৩, ১৬৯৫

[৮৩৫] ছহীহ মুসলিম হা/ ১৩২১, ১৬৯৫

❖ যে ব্যক্তি সমকামিতা করবে, তাকে হত্যা করা হবে, যদিও সে অবিবাহিত (বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয়কেউ হত্যা করা হবে) হয়। অনুরূপভাবে যার সাথে সমকামিতা করা হবে, তাকেও হত্যা করা হবে, যদি সে স্বেচ্ছায় তা করে থাকে।[৮৩৭]

❖ যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে ব্যভিচার করবে, তাকে (কোন দণ্ড ছাড়াই) শাস্তি দেয়া হবে।[৮৩৮]

❖ দাসকে স্বাধীন মানুষের বেত্রাঘাতের অর্ধেক বেত্রাঘাত করা হবে (অর্থাৎ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত)। মনিব অথবা শাসক দণ্ড কার্যকর করবেন।[৮৩৯]

[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ চুরির শাস্তি

❖ যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় এবং স্বেচ্ছায় কোন সংরক্ষিত স্থান থেকে এক চতুর্থাংশ দীনার (১.০৬২৫ গ্রাম স্বর্ণ) বা এর চেয়ে বেশি সম্পদ চুরি করবে, তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দেয়া হবে।[৮৪০]

❖ (চোরের) একবার স্বীকারোক্তি অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষী যথেষ্ট। দণ্ড মাফ করতে সক্ষম (যেমন বিচারক, শাসক) ব্যক্তির জন্য চুরির স্বীকারোক্তিকারীকে বারবার জিজ্ঞেস করা, (হাত কাটার পরে) কাটার স্থানে রক্ত বন্ধ করা এবং চোরের ঘাড়ের সাথে তার হাত ঝুলানো মুস্তাহাব।[৮৪১]

---

[৮৩৬] ছহীহ : ইবনে মাজাহ হা/২৫৭৪

[৮৩৭] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৪৬২, তিরমিযী হা/১৪৫৬, ইবনে মাজাহ হা/২৫৬১

[৮৩৮] হাসান : আবূ দাউদ হা/৪৪৬৫, তিরমিযী হা/১৫২২

[৮৩৯] সূরা আন নিসা ৪ :২৫

[৮৪০] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৮৯, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৪

[৮৪১] সূরা আল বাকারা ২ :২৮২

❖ শাসকের কাছে খবর পৌঁছার আগে যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে তার মাফ করার মাধ্যমে চোরের দণ্ড মাফ হয়ে যাবে, তবে শাসকের কাছে খবর পৌঁছার পরে নয়, কেননা তখন চোরের জন্য দণ্ড আবশ্যক হয়ে যায়।[৮৪২]

❖ ফল ও খেজুর গাছের মাথিতে হাত কাটার বিধান নেই, যদি সেই ফলগুলো শুকানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রাখা না হয় এবং সে যদি সাথে করে নিয়ে না যায়। নইলে সে যা সাথে করে নিয়ে যাবে, তার মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর আমানতের খিয়ানতকারী, ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না।[৮৪৩]

❖ তবে ধার নেয়া জিনিস অস্বীকার করার কারণে হাত কাটার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।[৮৪৪]

[الباب الثالث] : باب حد القذف

তৃতীয় অধ্যায়: (কারো ওপর ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়ার শাস্তি

❖ যে ব্যক্তি অন্যের ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিবে, তার ওপর অপবাদের দণ্ডস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত আবশ্যক হবে।[৮৪৫]

❖ আর (অপবাদদাতার) একবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হবে।

❖ আর সে ব্যক্তি যদি তাওবাহ না করে, তাহলে তার সাক্ষ্য আর গ্রহণ করা হবে না।[৮৪৬]

---

[৮৪২] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৩৭৬, নাসাঈ হা/৪৮৮৬

[৮৪৩] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৩৯১-৪৩৯৩, তিরমিযী হা/১৪৪৮, ইবনে মাজাহ হা/২৫৯১

[৮৪৪] ছহীহ মুসলিম হা/১৬৬৬

[৮৪৫] সূরা আন নূর ২৪:৪

[৮৪৬] সূরা আন নূর ২৪:৫

❖ আর অপবাদ দেয়ার পরে সে যদি চারজন সাক্ষী হাযির করতে পারে, তাহলে তার থেকে দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।

❖ অনুরূপভাবে যার ওপর অপবাদ দেয়া হলো, সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে (তাহলেও অপবাদদাতার থেকে দণ্ড মাফ হয়ে যাবে)।

[الباب الرابع] : باب حد الشرب [الخمر]

চতুর্থ অধ্যায়: মদপানকারীর শাস্তি

❖ যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় এবং স্বেচ্ছায় নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করবে, তাকে শাসকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেত্রাঘাত করা হবে, হতে পারে সেটি চল্লিশটি বেত্রাঘাত অথবা এর চেয়ে কম অথবা এর চেয়ে বেশি, আবার সেটি জুতা দিয়েও হতে পারে।[৮৪৭]

❖ (মদ পানকারীর) একবার স্বীকারোক্তি অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্য যথেষ্ট, যদিও সেই সাক্ষ্য (মদ) বমি করার বিষয়ে হয় (তাও সেটি যথেষ্ট)।[৮৪৮]

❖ চতুর্থ বার মদ পানে হত্যার বিধানটি মানসূখ হয়ে গেছে।[৮৪৯]

فصل:[التعزير]

পরিচ্ছেদ: সাধারণ শাস্তি

❖ যেসব পাপগুলোতে হাদ্দ বা দণ্ড নেই, সেগুলোতে বন্দী করা অথবা প্রহার করাসহ অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করার বিষয়টি প্রমাণিত। এই শাস্তি দশ বেত্রাঘাতের বেশি হবে না।[৮৫০]

---

[৮৪৭] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৭৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৭০৬

[৮৪৮] ছহীহ মুসলিম হা/১৭০৭

[৮৪৯] হাসান : তিরমিযী হা/১৪৪৪

[الباب الخامس] : باب حد المحارب

পঞ্চম অধ্যায়: (আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের) বিরুদ্ধে লড়াইকারীর দণ্ড।

- এটি হলো কুরআনে বর্ণিত দণ্ডগুলোর একটি। সেটি হলো, তাকে হত্যা করতে হবে অথবা শূলে চড়াতে হবে অথবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলতে হবে অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।[৮৫১]
- যারা রাহাজানি করবে, শাসক তাদের জন্য এগুলোর মধ্যে যেটিতে কল্যাণ মনে করবেন সেটিই করবেন, যদিও তারা (মুসাফির অবস্থায় না হয়ে নিজের) শহরে এটি করে থাকে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা চালায়।[৮৫২]
- তারা আয়ত্তে আসার আগেই যদি তাওবাহ করে, তাহলে তাদের থেকে এই দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।[৮৫৩]

[الباب السادس] : باب من يستحق القتل حدًّا

ষষ্ঠ অধ্যায়: যারা দণ্ড হিসেবে হত্যার যোগ্য।

তারা হলো:

১. হারবী কাফির (যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে)[৮৫৪]

২. মুরতাদ (যারা দীন পরিত্যাগ করে)[৮৫৫]

---

[৮৫০] ছহীহ বুখারী হা/৬৮৪৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৭০৮, আবূ দাউদ হা/৩৬৩০, নাসাঈ হা/১৪১৭।

[৮৫১] সূরা আল মায়িদা ৫ :৩৩

[৮৫২] ছহীহ বুখারী হা/২৩৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭১

[৮৫৩] সূরা আল মায়িদা ৫ :৩৪

[৮৫৪] সূরা আত তাওবা ৯ :২৯, ৩৬, ছহীহ মুসলিম হা/১৭৩১

৩. জাদুকর[৮৫৬]

৪. গণক[৮৫৭]

৫. আল্লাহ তা'আলা অথবা তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অথবা রসূলের সুন্নাহকে গালিদাতা ও দীনের নিন্দাকারী।[৮৫৮]

৬. যিনদীক (যারা বাহ্যিকভাবে ইমানকে প্রকাশ করে, কিন্তু ভিতরে কুফরীকে গোপন রাখে এবং দীনের নিন্দা করে বেড়ায়)। তাওবাহ করতে বলার পরেও যে ব্যক্তি যিনদীক থেকে যায়।[৮৫৯]

৭. বিবাহিত ব্যভিচারী[৮৬০]

৮. সমকামী[৮৬১] এবং

৯. (আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে) লড়াইকারী।[৮৬২]

[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

সপ্তবিংশ পর্বঃ কিছাছ-বদলা

❖ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় হত্যা করে থাকে তাহলে কিছাছ নেয়া ফরয, যদি (নিহত ব্যক্তির) ওয়ারিছরা এটিকেই পছন্দ করে। নইলে তারা দিয়াত বা রক্তমূল্য চাইবে।[৮৬৩]

---

[৮৫৫] ছহীহ বুখারী হা/২০১৭

[৮৫৬] সূরা আল বাকারা ২ :১০২

[৮৫৭] ছহীহ মুসলিম হা/২২৩০

[৮৫৮] হাসান লিগাইরিহী: আবূ দাউদ হা/৪৩৬২

[৮৫৯] ছহীহ বুখারী হা/৬৫২৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৭৩৩

[৮৬০] ছহীহ বুখারী হা/৬৮২৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৬, ১৬৯০, ১৩২০

[৮৬১] ছহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৪৬২, তিরমিযী হা/১৪৫৬, ইবনে মাজাহ হা/২৫৬১

[৮৬২] সূরা আল মায়িদা ৫ :৩৩

[৮৬৩] ছহীহ বুখারী হা/১১২, ছহীহ মুসলিম হা/১৩৫৫

- পুরুষের হত্যার বদলে মহিলাকে হত্যা করা যাবে এবং এর বিপরীতটাও হবে (অর্থাৎ মহিলার হত্যার বদলে পুরুষকে হত্যা করাও যাবে)।[৮৬৪]

- স্বাধীন মানুষের হত্যার বদলে দাসকে হত্যা করা যাবে এবং মুসলিমের হত্যার বদলে কাফিরকে হত্যা করা যাবে, কিন্তু এর বিপরীতটা করা যাবে না (অর্থাৎ দাস হত্যার বদলে স্বাধীন মানুষকে হত্যা করা যাবে না এবং কাফির হত্যার বদলে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না)।[৮৬৫]

- পিতার হত্যার বদলে সন্তানকে হত্যা করা যাবে, কিন্তু এর বিপরীতটা করা যাবে না (অর্থাৎ সন্তান হত্যার বদলে পিতাকে হত্যা করা যাবে না)।[৮৬৬]

- অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ অনুরূপ কিছুতে কিছাছ সাব্যস্ত হবে। কিছাছ নেয়ার সক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষতের কিছাছ নিতে হবে (অর্থাৎ ক্ষতের সমপরিমাণ যদি কিছাছ নেয়া না যায় তাহলে দিয়াত নিতে হবে, কিছাছ নেয়া যাবে না। যেমন কারো মাথাতে খুব ক্ষত হলো, কিন্তু সে তাতে মারা যায়নি। এখন এর কিছাছ হিসেবে যদি আহতকারীর মাথা ক্ষত করা হয়, তাহলে এতে সে মারা যেতেও পারে অথবা অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে কিছাছ নেয়া যাবে না, বরং দিয়াত নিতে হবে)।[৮৬৭]

- (নিহত ব্যক্তির) ওয়ারিছদের মধ্যে একজন কিছাছ মাফ করলেই তা মাফ হয়ে যাবে, কিন্তু অন্য ওয়ারিছদেরকে দিয়াত বা রক্তমূল্যে তাদের অংশ দেয়া তার (হত্যাকারীর) জন্য আবশ্যক হবে।[৮৬৮]

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিজেই সেই ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে তাতে দিয়াত নেই। (যেমন এক ব্যক্তি কারো হাতে কামড়ে ধরলো। তখন সে ব্যক্তি তার হাত কোনভাবে বাঁচিয়ে ফেললো। কিন্তু এর ফলে যে ব্যক্তি

---

[৮৬৪] ছহীহ : নাসাঈ হা/৪৮৫৩

[৮৬৫] সূরা আল বাকারা ২ : ১৭৮, ছহীহ বুখারী হা/৬৯০৩

[৮৬৬] ছহীহ : দারাকুৎনী হা/ ১৭৯, ইবনে আল জারুদ- আল মুনতাকা হা/৭৮৮

[৮৬৭] সূরা আল মায়িদা ৫ :৪৫৩৩, ছহীহ বুখারী হা/৪৫০০, ছহীহ মুসলিম হা/৬৭৫

[৮৬৮] হাসান : আবূ দাউদ হা/৪৫৬৪, ইবনে মাজাহ হা/২৬৪৭, নাসাঈ হা/৪৮০১

কামড়ে ধরেছিল তার দাঁত পড়ে গেল। তাহলে এই ক্ষেত্রে দাঁতের কোন দিয়াত নেই। কেননা সে ব্যক্তিই অপরাধ করেছে)।[৮৬৯]

- যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ধরে থাকে আর অন্য ব্যক্তি হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে আর ধরে থাকা ব্যক্তিকে বন্দী করা হবে।[৮৭০]
- ভুলবশত হত্যাতে দিয়াত ও কাফফারা দিতে হবে। ভুলবশত হত্যা হলো, যা ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি অথবা শিশু বা পাগলের দ্বারা হয়েছে।[৮৭১]
- ভুলবশত হত্যার দিয়াত আদায় করবে তার (হত্যাকারীর) জ্ঞাতিবর্গ, যারা তার আছাবা।[৮৭২]

[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

অষ্টাবিংশ পর্ব: দিয়াত (রক্তপণ)

[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

প্রথম অধ্যায়: রক্তপণ ও আঘাত প্রাপ্তের বিধান

- মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত হলো ১০০ টি উট অথবা ২০০ টি গরু অথবা ২০০০ টি ছাগল অথবা ১০০০ দীনার (সোনার মুদ্রা) অথবা ১২০০০ দিরহাম (রূপার মুদ্রা) অথবা ২০০ জোড়া কাপড় বা পোশাক।[৮৭৩]
- ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার দিয়াত আরো কঠিন। আর তা হলো একশ উটের মধ্যে যেন চল্লিশটা উটনীর পেটে বাচ্চা থাকে।[৮৭৪]

---

[৮৬৯] ছহীহ বুখারী হা/৬৮৯২, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৩

[৮৭০] মুয়াত্তা মালিক ২/৮৭১, বুখারী মুয়াল্লাক হিসাবে হা/৬৮৯৬ এর পরে।

[৮৭১] সূরা আন নিসা ৪ :৯২

[৮৭২] ছহীহ বুখারী হা/৬৯০৯, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮১

[৮৭৩] হাসান : আবূ দাউদ হা/৪৫৪১, ইবনে মাজাহ হা/২৬৩০, নাসাঈ হা/৪৮০১

- যিম্মীর দিয়াত হলো মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।[৮৭৫]

- মহিলার দিয়াত হলো পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। দিয়াতের (একশ উট) এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি (অর্থাৎ তেত্রিশটা উটের চেয়ে বেশি হলে) হলে মহিলাদের অঙ্গসহ অনুরূপ কিছুর দিয়াতও অনুরূপ (অর্থাৎ সেখানেও পুরুষের অর্ধেক। কিন্তু যদি সেটি দিয়াতের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম তাহলে সেক্ষেত্রে মহিলার দিয়াতও পুরুষের দিয়াতের সমান হবে)।[৮৭৬]

- দুই চোখ, দুই ঠোঁট, দুই হাত, দুই পা, দুই অণ্ডকোষে পুরো দিয়াত (অর্থাৎ একশ উট) দেয়া ফরয। আর এগুলোর একটিতে অর্ধেক দিয়াত দিতে হবে। (যেমন একটি চোখের জন্য পঞ্চাশটি উট, একটি হাতের জন্য পঞ্চাশটি উট দিতে হবে)। অনুরূপভাবে নাক, জিহ্বা, পুরুষাঙ্গ এবং পৃষ্ঠদেশের জন্য পুরো দিয়াত দিতে হবে। আর আঘাত যদি মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে এবং পেটের ভিতরে পৌঁছে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ তেত্রিশটি উট) দিয়াত দিতে হবে। আঘাতের কারণে হাড় ভেঙ্গে তার স্থানচ্যুত হলে পনেরটি উট দিতে হবে। আর হাড় না ভেঙ্গে শুধু স্থানচ্যুত হলে তাতে দশটি উট, প্রতিটি আঙ্গুলের জন্য পাঁচটি উট, প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট, আর আঘাতের ফলে হাড় না ভেঙ্গে চামড়া কেটে হাড় দৃশ্যমান হলে তাতেও পাঁচটি উট দিতে হবে।[৮৭৭]

- এই উল্লিখিত দিয়াতগুলো ছাড়া অন্যগুলোকে এগুলোর মধ্যে যার কাছাকাছি মনে হবে তার সাথে সম্পৃক্ত করে সেই দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। (যেমন একটি দাঁত ভাঙ্গলে পাঁচটি উট দিতে হবে। কিন্তু কারো যদি অর্ধেক দাঁত ভাঙ্গে, তাহলে একটি দাঁতের দিয়াতের অর্ধেক দিতে হবে)।

- আঘাতের কারণে গর্ভবতীর গর্ভের সন্তান যদি মারা যায়, তাহলে একটি দাস বা দাসী দিতে হবে।[৮৭৮]

---

[৮৭৪] হাসান : আবূ দাউদ হা/৪৫৪৭, ইবনে মাজাহ হা/২৬২৭

[৮৭৫] হাসান : আবূ দাউদ হা/৪৫৮৩, ইবনে মাজাহ হা/২৬৪৪, তিরমিযী হা/১৪১৩

[৮৭৬] ছহীহ : মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৯২৯৫

[৮৭৭] যঈফ : নাসাঈ হা/৪৮৫৩

[৮৭৮] ছহীহ বুখারী হা/৬৯০৯, তিরমিযী হা/২১১১

❖ দাসের দিয়াত হলো তার মূল্যের সমপরিমাণ। তার মূল্য অনুযায়ী তার দিয়াত নির্ধারিত হবে।

[الباب الثاني] : باب القسامة

দ্বিতীয় অধ্যায়: কাসামাহ বা খুনের ব্যাপারে কসম করা।[৮৭৯]

❖ হত্যাকারী যদি একটি নির্দিষ্ট জামা'আতের থেকে হয়, তাহলে এই কাসামার বিধান কার্যকর হবে।[৮৮০]

❖ আর সেটি হলো পঞ্চাশজনের কসম করা, যাদেরকে নিহতের অভিভাবক পছন্দ করবে। যদি তারা কসম করা থেকে সরে আসে, তাহলে তাদেরকে দিয়াত দিতে হবে।[৮৮১]

❖ আর যদি তারা কসম করে, তাহলে দিয়াত তাদের থেকে মাফ হয়ে যাবে।[৮৮২]

❖ আর যদি বিষয়টি অস্পষ্ট হয়, তাহলে তার দিয়াত বায়তুল মাল থেকে দেয়া হবে।[৮৮৩]

---

[879] কাসামাহ হলো, কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে, কিন্তু কে হত্যা করেছে তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু কিছু লক্ষণ দেখে বুঝা যাচ্ছে যে, এই গোত্রের লোকই তাকে হত্যা করেছে। যেমন তাদের মধ্যে শত্রুতা ছিল অথবা কোন জমি বা সম্পদ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল অথবা তারা তাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল ইত্যাদি। এই লক্ষণগুলো দেখে বুঝা যাচ্ছে যে, এই গোত্রের লোকেরাই তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন কসম করবে যে, এই গোত্রের এই লোকটিই তাকে হত্যা করেছে। তারপর তারা যদি অস্বীকার করে, তাহলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের গোত্রের পঞ্চাশজন কসম করবে যে, সে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেনি। এভাবে কসম করলে তাদের থেকে দিয়াত মাফ হয়ে যাবে। আর যদি তারা কসম করতে না চায় তাহলে তাদেরকে সেই ব্যক্তি হত্যার দিয়াত দিতে হবে।

[৮৮০] ছহীহ বুখারী হা/৬৮৯৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৬৯

[৮৮১] ছহীহ বুখারী হা/৬৮৯৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৬৯

[৮৮২] ছহীহ বুখারী হা/৩৮৪৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭০

[৮৮৩] ছহীহ বুখারী হা/৬৮৯৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৬৯

[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

উনত্রিংশ পর্ব: অসিয়ত

- যার কোন কিছুর অসিয়ত করার আছে, তার জন্য অসিয়ত করা ফরয।[৮৮৪]
- কারো ক্ষতি করার জন্য, ওয়ারিছদের জন্য এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় অসিয়ত করা বৈধ নয়।[৮৮৫]
- আল্লাহর নৈকট্যের জন্য অসিয়ত হবে (সর্বোচ্চ) এক তৃতীয়াংশ।[৮৮৬]
- ঋণ পরিশোধকে অসীয়তের আগে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৮৮৭]
- ঋণ পরিশোধ করার মতো যদি সম্পদ না থাকে, তাহলে শাসক বায়তুল মাল থেকে তা পরিশোধ করবে।[৮৮৮]

[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

ত্রিংশ পর্ব: মীরাছ-উত্তরাধিকার

- সেটি আল্লাহ তা'আলার সম্মানীত কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। [সূরা আন নিসা ৪: ৭, ১১-১২, ১৭৬; সূরা আল আনফাল ৮ :৭৫।]
- আছহাবুল ফুরুযদেরকে (যাদের জন্য কুরআন ও হাদীছে নির্দিষ্ট অংশ উল্লেখ করা হয়েছে) আগে তাদের নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে দেয়া ফরয।

---

[৮৮৪] ছহীহ বুখারী হা/২৭৩৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৬২৭

[৮৮৫] ছহীহ : ইবনে মাজাহ হা/২৭১২, ২৭০৯, তিরমিযী হা/২১২১, নাসাঈ হা/৩৬৪২

[৮৮৬] ছহীহ বুখারী হা/২৭৪৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৬২৯

[৮৮৭] ছহীহ : ইবনে মাজাহ হা/২৪৩৩

[৮৮৮] ছহীহ বুখারী হা/২২৯৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৯

❖ তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা হবে আছাবাদের (যাদের জন্য কুরআন ও হাদীছে নির্দিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তারা মৃতের সম্পত্তির ভাগ পায়)।[৮৮৯]

❖ কন্যাদের সাথে বোনেরা আছাবা হবে।[৮৯০]

❖ মেয়ের সাথে ছেলের মেয়ে (পৌত্রি) ছয় ভাগের একভাগ পাবে। এর মাধ্যমে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। আপন বোনের সাথে বৈমাতৃয় বোনের বিধানও এমন (অর্থাৎ আপন বোনের সাথে বৈমাতৃয় বোনও ছয় ভাগের একভাগ পাবে। এর মাধ্যমে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে)।[৮৯১]

❖ আপন ভাই বৈমাতৃয় ভাই বোনের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। (মৃতের) মা না থাকলে দাদী অথবা নানী পাবে ছয় ভাগের একভাগ। যে ব্যক্তি দাদার অংশকে বাদ দিতে পারে না তার সাথে দাদা পাবে ছয়ভাগের একভাগ। (অর্থাৎ দাদার অংশকে বাদ দেয় বাবা। অর্থাৎ বাবা থাকলে দাদা পাবে না। কিন্তু বাবা না থেকে যদি সন্তান থাকে, তাহলে সন্তান দাদার অংশকে বাদ দিতে পারবে না। এক্ষত্রে দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে)।[৮৯২]

❖ আর সাধারণভাবে ছেলে অথবা ছেলের ছেলে (নাতী) অথবা বাবার সাথে ভাই ও বোনদের জন্য মীরাছে কোন অংশ নেই। কিন্তু দাদার সাথে তাদের মীরাছের অংশের ব্যাপারে মতভেদ আছে।[৮৯৩]

❖ তারা (আপন অথবা বৈমাতৃয় ভাই বোনরা) কন্যাদের সাথে মীরাছে অংশ পাবে। তবে বৈপিতৃয় ভাইয়েরা পাবে না।[৮৯৪]

❖ আপন ভাই থাকলে বৈমাতৃয় ভাইয়ের অংশ বাদ হয়ে যাবে।[৮৯৫]

---

[৮৮৯] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৪৬, ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৫

[৮৯০] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৩৬

[৮৯১] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৩৬

[৮৯২] হাসান: আবূ দাউদ হা/২৮৯৫

[৮৯৩] অগ্রগণ্য হচ্ছে দাদার সাথে আপন ভাই-বোন অথবা বৈমাতৃয় ভাই-বোন মিরাছ পাবে।

[৮৯৪] হাসান: আবূ দাউদ হা/২৮৯২, ইবনে মাজাহ হা/২৭২০, তিরমিযী হা/২০৯২

[৮৯৫] হাসান: ইবনে মাজাহ হা/২৭৩৯, তিরমিযী হা/২০৯৪

- ❖ আত্মীয় স্বজনরা মীরাছে অংশ পাবে। আর তারা বায়তুল মাল থেকে বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য।[৮৯৬]
- ❖ ফারাইয বন্টনে সমস্যা হলো সেখানে আওল অনুযায়ী ভাগ হবে।[৮৯৭]
- ❖ লি'আনকৃত মহিলার এবং ব্যভিচারিণীর সন্তান (পিতার) ওয়ারিছ হবে না। তবে সে তার মায়ের এবং মায়ের আত্মীয়দের ওয়ারিছ হবে এবং এর বিপরীতটাও হবে (অর্থাৎ তার মা এবং মায়ের আত্মীয়রাও তার ওয়ারিছ হবে)।[৮৯৮]
- ❖ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে কান্না করা ছাড়া সে ওয়ারিছ হবে না (অর্থাৎ ওয়ারিছ হতে গেলে তাকে জীবিত হয়ে ভূমিষ্ঠ হতে হবে)।[৮৯৯]
- ❖ মুক্ত করা দাসের মীরাছ যে মুক্ত করবে তার হবে। আর আছাবাদের কারণে তার অংশ বাদ হয়ে যাবে (অর্থাৎ আছাবা থাকলে যে মুক্ত করলো সে মীরাছ পাবে না)। আর আছহাবুল ফুরুযদেরকে দেয়ার পরে সে (যে মুক্ত করলো) অবশিষ্ট অংশ পাবে (অর্থাৎ যদি আছাবা না থাকে তাহলে সে অবশিষ্ট অংশ পাবে)।[৯০০]
- ❖ ওয়ালা (দাসের অভিভাবকত্ব) বিক্রি করা এবং দান করা হারাম।[৯০১]
- ❖ দুই ধর্মের লোকের মাঝে কোন মীরাছ নেই (যেমন, বাবা মুসলিম আর ছেলে কাফির হলে ছেলে মীরাছের কোন অংশ পাবে না)।[৯০২]
- ❖ হত্যাকারী নিহতের মীরাছের কোন অংশ পাবে না।[৯০৩]

---

[৮৯৬] হাসান: তিরমিযী হা/২১০৩, ইবনে মাজাহ হা/২৭৩৭

[৮৯৭] আওল হলো, নির্ধারিত অংশ থেকে ওয়ারিছদের অংশ বেড়ে যাওয়া অথবা কমে যাওয়া। অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিছদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী বন্টন করার পরে কিছু অংশ অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা ওয়ারিছদের মাঝে পুনরায় বন্টন করাই হলো আওল।

[৮৯৮] ছহীহ বুখারী হা/৫৩০৯, ছহীহ মুসলিম হা/১৪৯২

[৮৯৯] ছহীহ: আবূ দাউদ হা/২৯২০

[৯০০] ছহীহ বুখারী হা/২৫৬১, ছহীহ মুসলিম হা/১৫০৪

[৯০১] ছহীহ বুখারী হা/২৫৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৫০৬

[৯০২] ছহীহ বুখারী হা/৬৭৬৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৪

[৯০৩] ছহীহ: ইবনে মাজাহ হা/২৬৪৫, তিরমিযী হা/২১০৯

[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

একত্রিংশ পর্বঃ জিহাদ এবং ভ্রমণ

[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

প্রথম পরিচ্ছেদঃ জিহাদের বিধি বিধান।

- নেককার ও পাপী সকল শাসকের সাথেই জিহাদ করা ফরযে কিফায়াহ, যদি বাবা মা তাতে অনুমতি দেয়।[৯০৪]
- এই জিহাদ অন্তরের ইখলাছ অনুযায়ী গুণাহসমূহ মোচন করে, তবে ঋণের গুণাহ ছাড়া। এই ঋণের সাথে আদম সন্তানের হক্বসমূহকেও সম্পৃক্ত করা হবে।[৯০৫]
- জরুরী প্রয়োজন ছাড়া জিহাদে মুশরিকদের সাহায্য নেয়া যাবে না।[৯০৬]
- সৈন্যবাহিনীর ওপর ফরয হলো তাদের আমীরের আনুগত্য করা। তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় আমীরের আনুগত্য করা যাবে না।[৯০৭]
- আমীরের কর্তব্য হলো, তাদের সাথে পরামর্শ করা, তাদের সাথে নম্র আচরণ করা এবং হারাম থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।[৯০৮]
- শাসকের জন্য শরী'আত সম্মত হলো, কোন অভিযানের ইচ্ছা করলে যেখানে যেতে চাচ্ছে সেটা গোপন করে তাওরিয়া করা (তাওরিয়া হলো বক্তা এক উদ্দেশ্যে কথা বলবে, আর শ্রোতা অন্যটা বুঝবে),

---

[৯০৪] সূরা আত তাওবা ৯:৪১, ৩৮। ছুহীহ বুখারী হা/২৭৯২, ৩০০৪, ছুহীহ মুসলিম হা/১১৮০, ২৫৩৯।

[৯০৫] ছুহীহ মুসলিম হা/১১৮৬।

[৯০৬] ছুহীহ মুসলিম হা/১৮১৭।

[৯০৭] ছুহীহ বুখারী হা/৭১৩৭, ছুহীহ মুসলিম হা/১৮৩৫।

[৯০৮] ছুহীহ মুসলিম হা/১৭৭৯, ১৮২৮।

পরিদর্শককে পাঠানো, সেখানকার খবরগুলো তদন্ত করা, সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করা এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন ও পতাকা গ্রহণ করা।[৯০৯]

- ❖ লড়াইয়ের আগে তিনটি বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেয়া ফরয। সেগুলো হলো, হয় ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা জিযিয়া দিবে অথবা অস্ত্র দিয়ে লড়াই হবে।[৯১০]
- ❖ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা হারাম।[৯১১] এছাড়াও অঙ্গচ্ছেদ করা, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা এবং নিজের দলে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো হারাম।[৯১২]
- ❖ কাফিরদেরকে রাতে আক্রমণ করা, যুদ্ধের ময়দানে মিথ্যা বলা এবং কৌশল করা জায়িয।[৯১৩]

[الفصل الثاني: أحكام الغنائم]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ গণীমতের বিধি বিধান

- ❖ সৈন্যবাহিনী যা গণীমত হিসেবে পাবে, তার পাঁচভাগের চারভাগ তাদের জন্য, আর বাকী এক ভাগ শাসক গণীমতের খাতসমূহে ব্যয় করবেন।[৯১৪]
- ❖ অশ্বারোহী সৈন্য তিন ভাগ (এক ভাগ নিজের জন্য আর দুই ভাগ ঘোড়ার জন্য) নিবে, আর পদাতিক বাহিনী নিবে এক ভাগ।[৯১৫]

---

[৯০৯] ছহীহ বুখারী হা/৪৪১৮, ৪১১৩, ছহীহ মুসলিম হা/২৭৬৯, ২৪১৫, আবূ দাউদ হা/২৫৯২, তিরমিযী হা/১৬৭৯, ইবনে মাজাহ হা/২৮১৭, নাসাঈ হা/২৮৬৬।

[৯১০] ছহীহ মুসলিম হা/১৭৩১।

[৯১১] ছহীহ বুখারী হা/৩০১৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৮৩৫।

[৯১২] ছহীহ বুখারী হা/৩০১৬, সূরা আল আনফাল: ১৬।

[৯১৩] ছহীহ বুখারী হা/৩০১২, ৩০৩২, ৩০৩০, ছহীহ মুসলিম হা/১৮০১, ১৭৩৯।

[৯১৪] সূরা আল আনফাল: ৪১।

[৯১৫] ছহীহ বুখারী হা/৪২২৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৭৬২।

- ❖ দুর্বল, শক্তিশালী ও যারা লড়াই করেছে আর যারা করেনি (কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থেকে তাদের পাহারা দিয়েছে অথবা তাদের সেবা করেছে অথবা তাদেরকে খাবার দিয়েছে) সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে। [ছহীহ বুখারী হা/৩৮৯৬।]
- ❖ শাসকের জন্য কিছু সৈন্যকে অতিরিক্ত দেয়া জায়িয।[৯১৬]
- ❖ শাসক বিশেষ অংশের হকদার। আর তার ভাগ হবে অন্য সৈন্যদের মতোই।[৯১৭]
- ❖ যারা উপস্থিত হবে, তাদেরকে গণীমতের সম্পদ থেকে কিছু দেয়া হবে।[৯১৮]
- ❖ যদি শাসক কোন কল্যাণ মনে করেন, তাহলে কিছু লোকের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া যাবে।[৯১৯]
- ❖ কাফিররা মুসলিমদের থেকে যা নিয়েছে তা যদি সেভাবেই ফেরত আসে, তাহলে সেই সম্পদ হবে তার মালিকের (অর্থাৎ কাফিররা কোন ব্যক্তির একটি উট বা গাধা নিয়ে গেছে। পরে সেটিকে সেভাবেই পাওয়া গেলো। তাহলে সেটি গণীমতের সম্পদে ভাগ করা হবে না। বরং সেটিকে তার মালিকের কাছে ফেরত দেয়া হবে)।[৯২০]
- ❖ খাবার ও গবাদি পশুর খাদ্য ছাড়া গণীমতের অন্য সম্পদ বণ্টন করার আগেই তা থেকে উপকৃত হওয়া হারাম।[৯২১]
- ❖ (গণীমতের সম্পদ থেকে) আত্মসাৎ করা হারাম।[৯২২]

---

[৯১৬] ছহীহ বুখারী হা/৩১৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৭৫০।

[৯১৭] হাসান: আবূ দাউদ হা/২৯৯৪

[৯১৮] ছহীহ মুসলিম হা/১৭১২।

[৯১৯] ছহীহ বুখারী হা/৩১৫০, ছহীহ মুসলিম হা/১০৬২।

[৯২০] ছহীহ বুখারী হা/৩০৬৭।

[৯২১] হাসান: আবূ দাউদ হা/২৭০৮

[৯২২] ছহীহ বুখারী হা/৬৭০৭, ছহীহ মুসলিম হা/১১৫।

❖ যুদ্ধ বন্দীরাও গণীমতের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে হত্যা করা অথবা বিনিময় নিয়ে মুক্ত করা অথবা অনুগ্রহ করা (অর্থাৎ কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্ত করে দেয়া) জায়িয।[৯২৩]

[الفصل الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বন্দী, গুপ্তচর এবং সন্ধি করার বিধি বিধান

❖ আরবদেরকেও (আরব বা অনারব কাফিরদের) দাসে পরিণত করা জায়েয।[৯২৪]

❖ গুপ্তচরকে হত্যা করা জায়িয।[৯২৫]

❖ কোন হারবী কাফিরকে আয়ত্তে নিয়ে আসার আগেই যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে।[৯২৬]

❖ কোন কাফিরের দাস ইসলাম গ্রহণ করলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে।[৯২৭]

❖ গণীমত হিসেবে পাওয়া জমিনের বিষয় শাসকের ওপর ন্যস্ত হবে। তিনি যাতে অধিক কল্যাণ মনে করবেন তাই করবেন। হতে পারে সেটি বণ্টন করে দেয়া অথবা বিজয়ীদের (যারা লড়াই করেছে) মাঝে অথবা সকল মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা।[৯২৮]

❖ মুসলিমদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে সে নিরাপদ হয়ে যাবে। আর দূত নিরাপত্তাপ্রাপ্তদেরই মতো।[৯২৯]

---

[৯২৩] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৪।

[৯২৪] ছহীহ বুখারী হা/২৫৪১, মুসলিম হা/১৭৩০।

[৯২৫] ছহীহ বুখারী হা/৩০৫১।

[৯২৬] ছহীহ বুখারী হা/ ২৫, মুসলিম হা/২২।

[৯২৭] হাসান: আবূ দাউদ হা/২৭০০, তিরমিযী হা/৩৭১৬।

[৯২৮] ছহীহ মুসলিম হা/১৭৫৬।

[৯২৯] ছহীহ মুসলিম হা/১৩৭১, আবূ দাউদ হা/২৭৬১।

❖ কাফিরদের সাথে সন্ধি করা জায়িয, যদিও তা কোন শর্ত সাপেক্ষে হয় এবং দশ বছরের চেয়ে বেশি সময়ের জন্যও হয়। জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের সাথে স্থায়ী চুক্তি করাও জায়িয।[৯৩০]

❖ আরব উপদ্বীপে মুশরিক ও যিম্মীদেরকে বসবাস করতে দেয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।[৯৩১]

[ال] فصل [الرابع: حكم قتال البغاة]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের বিধান

❖ বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করা ফরয, যতক্ষণ না তারা হকের দিকে ফিরে আসে।[৯৩২]

❖ তাদেরকে বন্দী করলে হত্যা করা যাবে না, কেউ পিছন ফিরে পলায়ন করলে ধাওয়া করা যাবে না, কেউ আহত হলে আরো আঘাত করে হত্যা করা যাবে না এবং তাদের সম্পদ গণীমতে পরিণত করা যাবে না।[৯৩৩]

[ال] فصل [الخامس: من أحكام الإمامة]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ নেতৃত্বের বিধি বিধান সম্পর্কে।

❖ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য করা ফরয।[৯৩৪]

---

[৯৩০] ছহীহ বুখারী হা/৪৩৬০, মুসলিম হা/২৯৬১।

[৯৩১] ছহীহ মুসলিম হা/১৭৬৭।

[৯৩২] সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯।

[৯৩৩] মাজমূ ফাতাওয়া ২৮/৬৩০।

[৯৩৪] সূরা আন নিসা ৪:৫৯, ছহীহ বুখারী হা/৭১৪৪,৭১৩৭, মুসলিম হা/১৮৩৫, ১৮৩৯।।

- তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা জায়িয নয়, যতক্ষণ তারা ছলাত কায়িম করে এবং স্পষ্ট কুফরী প্রকাশ না করে।[৯৩৫]
- আর তাদের যুলমের ওপর ধৈর্যধারণ করা এবং তাদেরকে সদুপদেশ দেয়া ফরয।[৯৩৬]
- শাসকের কর্তব্য হলো:[৯৩৭]
    ১. মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করা
    ২. তাদেরকে যালিমের হাত থেকে রক্ষা করা
    ৩. সীমান্তের হিফাযত করা
    ৪. জীবন, দীন ও সম্পদে তাদেরকে (প্রজাদেরকে) শরী'আত অনুযায়ী পরিচালনা করা
    ৫. আল্লাহর সম্পদ তার নির্দিষ্ট খাতে বণ্টন করা, যা যথেষ্ট হয় তা ব্যতীত কাউকে প্রাধান্য না দেয়া
    ৬. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ সংশোধনের জন্য জোড় প্রচেষ্টা চালানো।

[৯৩৫] ছহীহ মুসলিম হা/১৮৫৫, ১৮৪৭।

[৯৩৬] ছহীহ বুখারী হা/৭১৪৩, ৩৪৫৫, মুসলিম হা/১৮৪২, ১৮৪৯।

[৯৩৭] ছহীহ বুখারী হা/৭১৫০, মুসলিম হা/ ১৪২। শাসকের দায়িত্ব কর্তব্য, জনগণের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের খিলাফাত ও বাইআত বইটি দেখুন।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ
২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী
৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
৪. আক্বীদাতুত তাওহীদ
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৫. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৬. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া
৭. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া
৮. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৯. শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
১০. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী
১১. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী
১২. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৩. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৪. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন
১৫. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী
১৬. খিলাফাত ও বায়'আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৭. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
১৮. ফিক্বহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)
-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

১৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন
২০. মুখতাছার কিতাবুত তাওহীদ
-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ
২১. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
২২. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন
- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী
২৩. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
২৪. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী
২৫. ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ
২৬. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
২৭. উমদাতুল আহকাম- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাক্বদেসী
২৮. তাওদ্বীহু উছূলিল ফিক্বহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীছ
-যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্বাদীর
২৯. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উছূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি
- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী
৩০. আদ-দুরারুল বাহীয়্যাহ ফিল মাসাঈলিল ফিক্বহিয়্যাহ- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী
৩১. নতুন চাঁদের মাসআলা -ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল
৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু

৪. আক্বীদাহ আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর
-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান

৫. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল

৭. লুম'আতুল ই'তিক্বদ-আক্বীদার ঝলক -ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

৯. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া
- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী

১০. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আক্বীদা ও ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়
-শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল ওয়াদি'য়ী

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী

১৩. ইসলামে মানবাধিকার- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা -সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন

১৫. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

১৬. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ

১৭. একশত কাবীরা গুনাহ -আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

১৮. যাকাতুল ফিতর- মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির